প্রভুপাদের হরিকথামৃত

(তৃতীয় প্রবাহ)

শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা

১০৮শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

প্রভুপাদের হরিকথামৃত

তৃতীয় প্রবাহ

শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের (ভূতপূর্ব) সভাপতি ও আচার্য্য

ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ

সঙ্কলিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথি-বাসর, ৫১৬ শ্রীগৌরাব্দ

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে

ত্রিদণ্ডী শ্রীভক্তি প্রজ্ঞান যতি মহারাজ

(সাধারণ সম্পাদক ও আচার্য্য)

কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান

গ্রন্থবিভাগ শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া

সারস্বত প্রেস শ্রীচৈতন্য মঠ

(শ্রীমায়াপুর, নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

তৃতীয় প্রবাহ

—ঃ০ঃ—

"বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্"

শ্রীচৈতন্যমঠে কোথায় কি লেখা থাকিবে

শ্রীল প্রভুপাদ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ১৯শে ফাল্গুন শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস-বাসরে অপরাহ্ণে ভক্তবৃন্দকে উপদেশ প্রদান-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠের প্রথম সীমায় 'ভক্তিবিজয়তে' এই বাণীটী লিখিত থাকিবে। মধ্যে অবিদ্যাহরণ সারস্বত নাট্য-মন্দিরের নিকট 'সংকীর্ত্তনং বিজয়তেতরাম্' বাণী লিখিত থাকিবে, আর সেইস্থানে প্রতিপদে 'চেতোদর্পণমার্জ্জন', প্রতিপদে 'ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণ', প্রতিপদে 'শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণ', প্রতিপদে 'বিদ্যাবধূজীবন', প্রতিপদে 'আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধন', প্রতিপদে 'পূর্ণামৃতাস্বাদন', প্রতিপদে 'সর্ব্বাত্মস্নপন'—এই সপ্তজিহ্বাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনাগ্নির একটি কুণ্ড নিরন্তর প্রজ্বলিত থাকিবে, যেন শ্রীচৈতন্যমঠে মহাপ্রলয়েও সেই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনাগ্নি নির্ব্বাপিত না হয়, নিরন্তর যেন শ্রীচৈতন্যমঠ সংকীর্ত্তনাগ্নিতে প্রদীপ্ত থাকে, আর সেই কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনাগ্নি-কুণ্ড হইতে কৃষ্ণ-নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিগণের সংস্কার এবং বৈষ্ণব গৃহস্থগণের যাবতীয় সংস্কার সাধিত হইতে পারে, তাহা হইলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণতা এবং গৃহমেধার পরিবর্ত্তে মঠমেধা বা সংকীর্ত্তনমেধা সঞ্জীবিত থাকিবে। শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীরাধাকুণ্ডের নিকট লিখিত থাকিবে,—'প্রেমা বিজয়তেতমাম'। এখানে কাম বা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার কোন গন্ধ থাকিবে না। শ্রীরাধাগোবিন্দের পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়তর্পণই এখানে সর্ব্বোপরি বিজয় লাভ করিবে। সংকীর্ত্তনাগ্নির চেতোদর্পণমার্জ্জনময়ী শিখা প্রজ্বলিতা না থাকিলে আমাদের পরস্পর মনোমালিন্য, ছিদ্রান্বেষণ, মৎসরতা, কপটতা,

বিদ্বেষ প্রভৃতি 'অনর্থ'-ধূলি-কঙ্করসমূহ নির্ম্মলদর্পণসদৃশ চিত্তকে আবরণ করিয়া রাখিবে এবং নানাপ্রকার উপশাখা প্রভৃতি বিস্তারে যে 'অনর্থ'-অরণ্যানী সৃষ্ট হইবে, তন্মধ্যে কেবল ভবমহাদাবাগ্নিই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। এইজন্য শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য—যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ-রূপে শ্রীস্বরূপদামোদর, সেই শ্রীস্বরূপপ্রভু সংকীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্যদয়ানিধির অমন্দোদয়-দয়াদ্বারা হেলায় জীবকুলের চেতোদর্পণের অনর্থধূলি কঙ্কর নীরজীকরণের আদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন।

সংকীর্ত্তনাগ্নির সপ্তজিহ্বা

যেরূপ শাস্ত্রে করালী, ধূমিনী, শ্বেতা, লোহিতা, নীললোহিতা, সুবর্ণা ও পদ্মরাগা—এই সপ্তজিহ্বাযুক্ত অগ্নির কথা রহিয়াছে, তদ্রূপ শ্রীগৌরসুন্দর চেতোদর্পণমার্জ্জনাদি সপ্তজিহ্বাশালী সংকীর্ত্তনাগ্নির কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সংকীর্ত্তনাগ্নি প্রজ্জ্বলিত না হইলে কখনও ভবের মূলোৎপাটন এবং অপুনর্ভবের চরমফল প্রেমা উদিত হইতে পারে না। শ্রীগৌরসুন্দর এই সংকীর্ত্তনাগ্নির সপ্তজিহ্বাকে সাতটি উপমাদ্বারা উপমিত করিয়াছেন। চিত্তকে দর্পণের সহিত, ভবকে মহাদাবাগ্নির সহিত, শ্রেয়ঃকে কুমুদের জ্যোৎস্না বা শুভ্রত্বের সহিত, বিদ্যাকে বধূর সহিত, আনন্দকে সাগরের সহিত, প্রেমকে অমৃতের সহিত, কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তিকে অবগাহন স্নানের সহিত তুলনা করিয়াছেন। 'প্রতিপদং' ক্রিয়াবিশেষণটি এই সাতটি বিশেষণের প্রত্যেকটির পূর্ব্বেই ব্যবহৃত হইবে। এই কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনাগ্নি জগতের যাবতীয় অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, ও তপঃ—সমুদয়কে ভস্মসাৎ ও আত্মসাৎ করিয়া সর্ব্বোপরি বিজয় লাভ করিবে এবং বিশ্বের যেখানে যত সুমেধা হইয়াছেন ও হইবেন, সকলেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীর্ত্তনের সর্ব্বোপরি বিজয় উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কুমেধোগণই অন্য সাধন ও সাধ্যের স্বীকার করেন; কিন্তু সুমেধোগণ সংকীর্ত্তনযজ্ঞে অকৃষ্ণবরণ পুরটসুন্দরদ্যুতি রুক্মবর্ণ মহাপুরুষের আরাধনা করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণম্', 'ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নম-ভীষ্টদোহম্', 'ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিত-রাজ্য-লক্ষ্মীম্' প্রভৃতি শ্লোকে প্রচ্ছন্নাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের বন্দনা করিয়াছেন। সুমেধোগণের সপ্তজিহ্বা-যুক্ত সংকীর্ত্তন-যজ্ঞাগ্নি শ্রীচৈতন্যমঠে নিরন্তর প্রজ্বালিত থাকুক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীর্ত্তন হইলেই সত্যযুগের মহাধ্যান, ত্রেতার মহাযজ্ঞ, দ্বাপরের মহার্চ্চন যুগপৎ সাধিত হইবে। সত্যযুগে চারিপাদ ধর্ম্ম পূর্ণভাবে থাকিলেও

ধ্যানমাত্র হইত, ত্রেতায় ত্রিপাদধর্ম্মে যজ্ঞমাত্র হইত, দ্বাপরে দ্বিপাদধর্ম্মে অর্চ্চনমাত্র হইত ; কিন্তু কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের সংকীর্ত্তন আবিষ্কৃত হইলে যুগপৎ মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ ও মহার্চ্চন সাধিত হইবার সুযোগ প্রদত্ত হইয়াছে। সংকীর্ত্তনব্যতীত শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিত-তনুর সেবা হয় না, অর্চ্চনের দ্বারা শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা হয় না ; মহার্চ্চন সংকীর্ত্তন আবশ্যক। যোগিগণের সাধন—ধ্যানে গোপিকাগণ তৃপ্ত হইতে পারেন না। দূরের জিনিষ—অপ্রাপ্ত জিনিষ—আবৃত জিনিষ ধ্যানের যোগ্য। আপনার হইতে আপনার জিনিষ, সহজ সর্ব্বস্ব জিনিষ, নিত্য-আলিঙ্গিত বস্তু দূরের বস্তুর ন্যায় ধ্যানের যোগ্য নহে—

"চিত্ত কাঢ়ি' তোমা হৈতে,　　বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
যত্ন করি, নাহি কাঢ়িবারে।
তা'রে **ধ্যান** শিক্ষা করাহ,　　লোক হাসাঞা মার,
স্থানাস্থান না কর বিচারে ॥
নহে গোপী যোগেশ্বর,　　পদকমল তোমার,
ধ্যান করি' পাইবে সন্তোষ।"

আচার্য্য শ্রীরামানুজ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

ধ্যানৈশ্বর্য্য, যজ্ঞৈশ্বর্য্য, অর্চ্চনৈশ্বর্য্যের আভাসেও গোপীর বিরাগ। আচার্য্য শ্রীরামানুজ অর্চ্চনৈশ্বর্য্যের কথা জগতে প্রচার করিয়া বহু অর্চ্চন বিমুখ অনর্থ-পীড়িত ব্যক্তির মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। যে আচার্য্য রামানুজ মায়াবাদমত্তহস্তীকে প্রবলবেগে দলিত করিয়া জগতে মহাবরণীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, এরূপ মহাবৈষ্ণবও সংকীর্ত্তনৈকলভ্য কৃষ্ণপ্রেমের মধুরিমা বুঝিতে পারেন নাই। এই শ্রীধাম মায়াপুরে সেনবংশীয় রাজগণের সভা-কবি জয়দেব একদিন ইঙ্গিতে খানিকটা গৌরাবির্ভাবের গৌরচন্দ্রিকা গান করিয়া গীতগোবিন্দের মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন।

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং"-শ্লোকের গূঢ় তাৎপর্য্য

শ্রীজয়দেব-সরস্বতী গৌরাবির্ভাবের আগমনী এরূপভাবে গান করিয়াছেন,—

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ-কেলয়ঃ ॥"

"হে রাধে, নভোমণ্ডল নিবিড় ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, বনভূমিও তমালতরুনিকরে কৃষ্ণবর্ণ, নিশাভাগে শ্রীকৃষ্ণ ভীরু, একাকী গমনে সমর্থ হইবে না ; সুতরাং তুমি শ্রীকৃষ্ণকে নিজ সমভিব্যাহারে লইয়া গৃহে যাও!—নন্দের এইরূপ আদেশে বৃষভানুনন্দিনী হরির সহিত মিলিত হইয়া পথপ্রান্তবর্ত্তী কুঞ্জতরুর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এই রাধামাধবমিলিতযুগলের যমুনা-কূলে বিরলকেলি জয়যুক্ত হউন।"

পূজারী গোস্বামী উক্ত শ্লোকের যে টীকা করিয়াছেন, তাহার দ্বারা সকল কথা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় নাই। মহানুভব বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে শ্রীজয়দেব সরস্বতী এই গৌরচন্দ্রিকা যে-ভাবে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীধাম মায়াপুরের মহাযোগপীঠের এক প্রকোষ্ঠে শ্রীরাধামাধব ও স্বতন্ত্র রূপে রাধামাধবমিলিততনু গৌরশশধরের প্রকট লক্ষিত হয়। পারমার্থিক আকাশ নানামতবাদরূপ নিবিড় ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে, বৃন্দা-বিপিনের তরুনিকরের মাধুর্য্যময়ী সুরমা নানাপ্রকার আবরণে লোকলোচনে অন্ধকারময় প্রতিভাত হইয়াছে, দ্বাপরের নিশাভাগে অর্থাৎ দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া "মামেকং শরণং ব্রজ", "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ" প্রভৃতি যে সকল সাক্ষাদ্‌বাণী নিজোদ্দেশে বলিয়াছিলেন, নাস্তিকতার নিশা ও নেশা প্রবল হইলে জীবকুল স্বরাট্ পুরুষোত্তমের সেই সকল বাণীকে আসুর-বুদ্ধিতে দম্ভময়ী বিচার করিয়া মঙ্গলের পথ হইতে বিচ্যুত হইতেছে ; সুতরাং এ সময় শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে গমন করিলে কেহ তাঁহার কথা গ্রহণ করিবে না। লোকলোচনে শ্রীকৃষ্ণের এই ভীরুতার প্রতীতিকে প্রশমিত করিবার জন্য বৃষভানুনন্দিনীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলিত হইয়া আবির্ভাব আবশ্যক। সুতরাং 'গৃহং প্রাপয়' অর্থাৎ 'গৌরগৃহং মহাযোগপীঠং প্রাপয়', গৌরগৃহ মহাযোগপীঠে রাধামাধবমিলিততনু হইয়া গমন কর—নন্দগৃহ বা পুরন্দর জগন্নাথমিশ্রগৃহ যোগপীঠে গমন কর।

নন্দের অপর একনাম—বসুদেব। যদিও আমরা চতুর্থ স্কন্ধে 'সত্ত্বং-বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্' শ্লোকে খানিকটা ঐশ্বর্য্যমার্গের বিচার দেখিতে পাই, তথাপি বিশুদ্ধসত্ত্বেই বাসুদেবের আবির্ভাব। রাধামাধবমিলিততনুর আবির্ভাবের অধিবাসোৎসব সংকীর্ত্তনমুখে সাধিত হউক, অন্য সমস্ত চিন্তাস্রোতঃ সংকীর্ত্তনাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইয়া যাউক, কৃষ্ণকামাগ্নি কৃষ্ণনামাগ্নি, কৃষ্ণধামাগ্নিতে বিশ্বের নিখিল চেতন ইন্ধন হউক। অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন আবির্ভূত হওয়ায় শ্রীযমুনার সহিত অভিন্নতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন যে গঙ্গাদেবী,

তৎকূলে রাধামাধবমিলিত-যুগলের রহঃকেলি যে সংকীর্ত্তনরাস, তাহা জয়যুক্ত হউক।

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা

[শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীগৌরাবির্ভাবালয় শ্রীযোগপীঠে ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ২১শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার রাত্রি ৯ ঘটিকায় শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সপ্তত্রিংশদ্ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের প্রদত্ত ভাষণ।]

সভার প্রাকট্য ও উদ্দেশ্য

আজ শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরে ৪৪৫ বৎসর বিগত হ'য়েছে। এখন প্রবর্ত্তমান বর্ষ ৪৪৫ এর পরবর্ত্তী বর্ষ। শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট বর্ষের ৪০৭ বৎসর পরে অর্থাৎ ৪০৭ চৈতন্যাব্দে এখানে প্রকটিত হ'য়েছিলেন, সুতরাং সভার এই অধিবেশনটি সপ্তত্রিংশদ্ বার্ষিক অধিবেশন। এই ধামপ্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য ছিল,—যেস্থানে শ্রীগৌরসুন্দর আবির্ভূত হ'য়েছেন, যেখানে জগতের জীবগণ এই প্রপঞ্চে প্রপঞ্চাতীত-ধাম-দর্শনের সৌভাগ্য লাভ ক'রেছিলেন, সেই স্থানের স্বতঃসিদ্ধ-শোভা পুনঃ প্রকটন ও প্রচারমুখে প্রদর্শন করা। বিগত কয়েক বর্ষ এই সভা তাঁ'র প্রচার-কার্য্য ক'রেছেন। এই সভার কার্য্য বহুদিন থেকে নানাপ্রকারে বহু জনের দ্বারা সম্পাদিত হ'চ্ছিল ও হ'চ্ছে। শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-স্থলী যে শ্রীধাম, তাঁ'র সম্পর্কিত নানা কথা এবং সেই ধামের প্রচারকার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা জগতে প্রচার ক'রেছেন ও ক'রছেন।

'ধাম'-শব্দের অর্থ আশ্রয়, আলোক, কিরণ প্রভৃতি। শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা শ্রীগৌরসুন্দরের পদনখ এবং তাঁ'র পদরেণুবর্গের অর্থাৎ দাসবর্গের কিরণ-প্রচারিণী সভা। 'শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা' ব'ল্লে অনেকে স্থূল বিচারাবলম্বন ক'রে মনে করেন,—শ্রীগৌরসুন্দর জগতে প্রকটিত হ'য়ে যেস্থানে ভ্রমণাদি ক'রেছিলেন, সেই স্থান মাত্র। ইহাকে ইংরেজী ভাষায় ব'লতে হ'লে esoteric representation বলা যায়। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা এই প্রকার বিচারপরায়ণ ব্যক্তিদিগের নিকটে সেই সকল স্মৃতি ও ভগবৎকথার উদ্দীপন ক'রে তাঁ'দের স্থূল বিচারকে ক্রমে আন্তর বিচার প্রতিষ্ঠিত করেন।

বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত বিচারকগণের চিত্তপটে যাহা ধাম ব'লে প্রতিভাত হয়, শ্রীধামপ্রচারিণী সভা যে তাঁ'রই মাত্র প্রচার করেন, তা' নয় ; শ্রীধামপ্রচারিণী সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য esoteric representation-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

শ্রীব্রহ্মসংহিতাদি গ্রন্থ আমরা শ্বেতদ্বীপ, সিতদ্বীপ, গোলোক, বৈকুণ্ঠের বর্ণন দেখ্‌তে পাই। শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপ-সনাতন শিক্ষার মধ্যে ভগবানের শ্রীধাম-সমূহের বিস্তৃতি ও বিভিন্ন বৈভবের কথা শব্দমুখে প্রকটিত র'য়েছে। আমাদের কর্ণেন্দ্রিয় আছে, যখন মহানুভবগণের দ্বারা শব্দ উদ্‌গীত হন, তখন কর্ণ সেবোন্মুখতা প্রাপ্ত হ'লে কর্ণদ্বারা শব্দ প্রবিষ্ট হ'য়ে চেতনময় রাজ্যে স্থায়ী ভাবের উদ্দীপনা করায়। বাহ্যবিষয় ও ইন্দ্রিয়সমূহ যে-সকল বাধা উপস্থিত করে, বৈকুণ্ঠশব্দ সেই সকল বাধাকে অতিক্রম করিয়ে বৈকুণ্ঠ-গোলোকের চিন্ময়-ভাব-স্রোত প্রবলবেগে উচ্ছলিত ক'রে দেয়। যাঁ'রা মনোময় ভূমিকায় অবস্থিত আছেন বহিঃপ্রজ্ঞার বিচার অবলম্বন ক'রেছেন, তাঁ'রা ব্রহ্মগায়ত্রীর প্রতিপাদ্য বিষয় 'ধি য়া যো নঃ প্রচোদয়াৎ' বুঝ্‌তে পারেন না। যে 'ধী' বা 'বুদ্ধি'র কথা বল্‌তে গিয়ে শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন,—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদগুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥*

(ভাঃ ১।১১।৩৮)

ব্রহ্মা যে গানের দ্বারা জড়জগতের আধ্যক্ষিকতা হ'তে উৎক্রান্ত হ'বার আদর্শ প্রদর্শন ক'রেছেন, সেই ত্রাণকারী গানের বা গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য ভূমিকায় আমরা যে বুদ্ধির কথা পাই, তা' স্থিরা বুদ্ধি, অচঞ্চলা মতি, ভগবানের সেবাময়ী বৃত্তি ; সেটী ব্রহ্মবৃত্তি, ক্ষুদ্রবৃত্তি নয়, সবল শক্তি-সমন্বিতা পালনীশক্তির প্রচারিকা বৃত্তিবিশেষ। জীব-হৃদয়ের মলিনতা বিদূরিত হ'লে আমরা সেই বৃত্তি জানতে পারি। প্রকৃত প্রস্তাবে অবিমিশ্র চেতনাবস্থায় নীত হ'লে সেরূপ বৃত্তি আমাদের চেতনে উদ্ভাসিত হয়।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য

কেবলমাত্র স্থূলবুদ্ধিজনগণের ধামের যেরূপ নির্দ্দেশ বা বিচার, সেরূপ ভোগময়ী ভূমিকা শ্রীধাম নহেন। একথা আমরা শ্রীধামাপরাধ বিচারকালেও

---

* প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার গুণের বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ইশিতা। মায়াবদ্ধ জীবের যখন ঈশাশ্রয়া হয়, তখন তাহা মায়াসন্নিকর্ষেও মায়াগুণে সংযুক্ত হয় না।

দেখ্‌তে পে'য়েছিলাম। শ্রীনামাপরাধের ন্যায় শ্রীধামাপরাধও দশটি। শ্রীধামবাসের ছলনা ক'রে ইন্দ্রিয়তর্পণ 'ধাম-সেবা' নহে। শ্রীগৌর-সুন্দর প্রয়াগের দশাশ্বমেধঘাটে শ্রীরূপ-শিক্ষার মধ্যে প্রকৃতি-সম্ভূত জগতের অতিক্রান্ত অবস্থায় যে ধামের কথা ব'লেছিলেন, সেই ধামশিক্ষার কথা শ্রীধামপ্রচারিণী সভার ধামশিক্ষার সহিত অভিন্ন ব্যাপার। যাঁদের শুদ্ধ অদ্বয়জ্ঞানের উদয় না হ'য়েছে, তাঁরাই এতে ভেদ ক'রে থাকেন। তাঁ'রা সর্ব্বভূতে ভাগবদ্ভাব-দর্শন—ধামের স্বরূপ-দর্শনের অভাব-হেতু প্রাকৃত জগতের জীববিশেষে পরিণত হ'য়ে যান। জড়কাম পরিপূরণের জন্য ধামসেবার ছলনা ক'রে যে-সকল বিপণি সৃষ্ট হ'য়েছে, শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য সেরূপ বিপণির উন্মোচন নহে। শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য,—যা'রা বহিঃপ্রজ্ঞা হ'তে অন্তঃপ্রজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ, তা'দিগকে সহায়তা করা। সংকল্প-বিকল্পাতীতা স্থিরা বা বৃহতী বৃত্তিতে স্থাপিত হ'বার জন্য বাহ্যে যে স্থূলা চেষ্টার অভিনয়, তা'র উদ্দেশ্য—স্থূল-সম্বর্দ্ধনামাত্র নহে, সূক্ষ্ম ও অতি সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ ক'রে চেতনরাজ্যের পূর্ণ-বিস্তার বা চেতন-রাজ্যের সোপান নির্ম্মাণ ক'রে দেওয়া। সেখানে বৈকুণ্ঠ শব্দের সম্বর্দ্ধনাই উদ্দেশ্য। অপরা বিদ্যার প্রবর্দ্ধনাদি ধামপ্রচারিণী সভার গৌণ বা অবান্তর উদ্দেশ্য মাত্র, মুখ্য উদ্দেশ্য—ভগবানের প্রকট চিন্ময়ভূমি অবিমিশ্র চেতন বৃত্তিতে উদ্ভাসিত কর্‌বার বিচার প্রণালীতেই অধিষ্ঠিত। যে সকল কথা আধ্যক্ষিক বিচার অবলম্বন ক'রে নিজে বুঝি বা বুঝাতে চেষ্টা করি, তা' ক্ষুদ্র বিষয়ের অভিজ্ঞান বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তা' হ'তে অতিক্রান্ত হ'য়ে মানবজীবনের সফলতা যে বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণ এবং বৈকুণ্ঠনাম-কীর্ত্তন, তা'ই শ্রীধামপ্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য ছিল ও আছে। বর্ত্তমান সময় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যগণ শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সহিত সংযুক্ত হ'য়ে সেই উদ্দেশ্যেরই আরতি ক'র্‌ছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভার মূল পুরুষ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপাসিক্তজনগণ যে ধামের উপলব্ধি ক'রেছেন, সেই ধামের সেবা কর্‌বার জন্য প্রযোজ্যকর্ত্তৃত্ব লাভ ক'রে যাঁ'রা চিন্ময় ধাম-সেবার সুপ্তবৃত্তিকে জাগরিত করছেন, তাঁ'দের গুণাবলী শ্রবণ কর্‌লাম। তাঁ'দের গুণাবলী শ্রবণ করা আমাদের আজ একমাত্র কৃত্য ছিল। সম্বৎসরের এই দিবসে গৌরজন্মস্থলীতে গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের গুণানুবাদ শ্রবণ ক'রে সম্বৎসরকাল গৌরপ্রিয়সেবায় সঞ্জীবিত এবং উত্তরোত্তর উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্যই শ্রীধামপ্রচারিণী সভা এই অনুষ্ঠানটি প্রবর্ত্তন ক'রেছেন।

কঃ উত্তমঃশ্লোক গুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ।*

ভগবানের ধাম, নাম ও কামসেবার কথা আত্মঘাতী না বুঝে জড়জগতের ভোগময়ী ভূমিকাকেই 'ধাম' ব'লে ক্ষুদ্র জড় চেষ্টায় বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থাদি ইন্দ্রিয়বর্গের পরিচালনা ক'রে যে কাম চরিতার্থ ক'র্‌বার বাসনা পোষণ করে, সেই অনর্থ হ'তে নির্ম্মুক্ত হওয়ার জন্য ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চতুর্ব্বর্ণ এবং সংকর বর্ণসমূহকে শ্রীধামপ্রচারিণী সভা ধামসেবায় নিযুক্ত ক'র্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ছেন। শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সভ্যগণ এই সকল সেবা চেষ্টার মধ্য দিয়া গন্তব্যস্থানে গমন করিলে জান্‌তে পার্‌বেন, ভগবদ্ধামসেবা, ভগবন্নামসেবা ও ভগবৎকামসেবাই একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার মূল প্রাণস্বরূপ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় বহু লোকের নিকট এ সকল কথা ব'লেছেন; কিন্তু ভাগ্যের অভাব-হেতু আমাদের মত লোক তাঁ'তে কর্ণপাত কর্‌তে পারে নাই বা নিজের যোগ্যতার অভাব-হেতু তা' ধর্‌তে পারে নাই, সেজন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত।

ভক্তসেবার মাহাত্ম্য

গৌরপ্রিয় কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের যে গুণকীর্ত্তন, উত্তমঃশ্লোকের যে গুণ-কীর্ত্তন, তা' শুন্‌বার অধিকার যাঁ'রা দেন, এমন যে কীর্ত্তনকারী গুরুবর্গ—গুরুপদাশ্রিত গুরুবর্গ, আমাদের প্রাক্তন কর্ম্মবশে তাঁ'দের কথা শুন্‌বার অধিকার হয় না। আমরা প্রাক্তন কর্ম্মের দ্বারা "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ —এই গীতার শ্লোকানুসারে 'আমি কর্ত্তা'—এই দম্ভে হত হই। যদি অহংকার দৃপ্ত হই, তবে গুর্ব্ববজ্ঞারূপ একটা মহদপরাধ এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু আমরা যে গুরুপাদপদ্মের অনুগত, সেই গুরুপাদপদ্ম এরূপ শিক্ষা দেন নাই। মহাপ্রভুর প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান যাঁ'রা করেন, তাঁ'রা পূজ্য—সেব্য। **ভগবান্ যেরূপ সেব্য, তদপেক্ষাও অধিকতর সেব্য ভগবানের সেবক-সম্প্রদায়।** গৌরসুন্দর এবং প্রকৃত গৌরভক্তগণ আমাদিগকে জানিয়েছেন,—

---

* একমাত্র পশুঘাতী ব্যাধ ব্যতীত আর কোন্ ব্যক্তি উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের ও তদীয় ভক্তগণের গুণকীর্ত্তন হইতে বিরত হয়?

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েৎ তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥

যাঁ'রা কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করেন, তাঁ'রা বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহের যুগপৎ সেবা ক'রে থাকেন। কার্ষ্ণসেবার সহিত আত্ম-প্রতীতির সর্ব্বতোভাবে সংযোগ আছে। যাঁ'দের তা' নাই, তাঁ'রা গুরুপাদপদ্মসেবা বুঝ্‌তে পারেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা কর্‌বার পূর্ব্বে গুরুসেবা, সেই গুরুসেবা সপার্ষদ গুরুদেবের সেবা। সপার্ষদ গুরুসেবা না হ'লে আত্ম-প্রতীতি উদ্বুদ্ধ হয় না। আত্ম-প্রতীতির অভাবে, নিষ্কপট সপার্ষদ গুরুপাদপদ্ম-পূজার অভাবে তোতাপাখী যেরূপ কথা শিখে, বুলি আওড়ায়, আমরাও সেরূপ শব্দ উচ্চারণ করি মাত্র। আমরা বড় বড় লম্বা লম্বা কথা বলি, কিন্তু গীতার "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি"—গীতার চরমশ্লোক "মামেকং শরণং ব্রজ" একবারও স্মরণ করি না। আমরা নিজেরা আমাদিগকে খুব বড় মনে করি—প্রকৃতির অতীত রাজ্যের অপ্রাকৃত ভাব লাভ ক'রেছি, কল্পনা করি। অপ্রাকৃত ভাব লাভ না কর্‌লে কোন মঙ্গল লাভ হ'বে না; কিন্তু প্রাকৃত অবস্থায় থেকে যদি অপ্রাকৃত ভাব লাভ ক'রেছি মনে করি, তা' হ'লে সেরূপ মনে করা অবৈষ্ণবতা। **এই অবৈষ্ণবতা উপলব্ধির নামই—দৈন্য।** আর **সেই অবৈষ্ণবতা উপলব্ধি না করার নাম—দম্ভ।**

কর্ম্মী ও ভক্তের বিচারের পার্থক্য

গৌরসুন্দরের শিক্ষা-বিস্তারের অভাবে জড়জগতে প্রভুত্বের বিচার এসে উপস্থিত হ'য়েছে। তাঁ'র ধাম-সেবক, নাম-সেবক, কাম-সেবক যখন এই জগতে আসেন, তখন তাঁ'রা ধামপ্রচারিণী সভা-প্রকটে উদ্‌যোগী হন। তাঁ'দেরই শাখা, প্রশাখা, পল্লব, পুষ্প প্রভৃতি তদ্রূপবৈভব চিন্ময় ধামের প্রচার সংরক্ষণের জন্য যত্ন ক'রে থাকেন। সেই যত্ন যেখানে যেখানে দেখা যা'বে, সেখানে সেখানে কার্ষ্ণ-দাস্য ও কৃষ্ণ-দাস্য উদিত হ'য়েছে। কিন্তু তা'হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে যদি আগাছাকে আশ্রয় করি, আগাছার শাখা প্রশাখা-পল্লব-পুষ্পরূপে বিস্তারিত হই, তা' হ'লে বৈষ্ণবের ছিদ্রান্বেষণ ছাড়া আর কিছু করব না, সেটাই কর্ম্মকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ডের বিচারকগণ মনে করেন,—আমরা যোষিৎপতি হ'ব, সকলের উপর প্রভুত্ব করব, বৈশ্যনীতি অবলম্বন কর্‌ব ইত্যাদি। 'আমি বড় বাহাদুর'—ইহা কর্ম্মকাণ্ডিয়গণের বিচার। আমার কৃতিত্বের অভাব হইলেই আমি বৈষ্ণব হ'য়ে যাই; এজন্য অত্রি ঋষি আমাদিগকে জানিয়েছেন,—

বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি নষ্টা কৃষের্ভাগবতা ভবন্তি ॥ *
(অত্রিসংহিতা ৩৭৫ শ্লোক)

বলের অভাব হ'লেই আমরা বৈষ্ণব হ'তে চাই। কিন্তু বাস্তবিক বলবতী আত্মশক্তিই বৈষ্ণব। সেই বল পাশবিক বলা বা শারীর বল নয়, তা' বৈষ্ণবের পদধৌত জল, বৈষ্ণবের পদরেণু ও বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট। বলদেব-নিত্যানন্দ-গুরুপাদপদ্মসেবক বৈষ্ণবের পদধূলিতে যাঁ'রা বলবন্ত হন, তাঁ'রাই প্রকৃত বলবন্ত। বৈষ্ণব পরম নির্ম্মল বস্তু, তাঁ'র পাদপদ্মে কোন ধূলো-কাদা বা মলিনতা নাই; কিন্তু তিনি কৃপা ক'রে যে পাদপরাগরেণু রেখে যান, সেই পদধূলি যদি আমরা আমাদের মাথার মুকুট ক'রে রাখ্‌তে পারি, তবেই সাম্রাজ্য বা স্বারাজ্য লাভ করতে পারব। আমরা যেন কার্ষ্ণসেবা হ'তে কখনও বঞ্চিত না হই।

আধ্যক্ষিকগণের বিচার বহুমাননীয় নহে

বিগতবর্ষে একটা নূতন কথা ও নূতন দৃশ্য দেখ্‌বার অবসর পেয়েছি। এতদিন শুনেছিলাম, কেবল মূর্খ-সম্প্রদায়ই শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা বুঝতে না পেরে নানাপ্রকার বিরুদ্ধ ও অবৈধ আনুকরণিক প্রতিযোগিতা বা মর্কট-মুখভঙ্গী কর্‌তে যায়; কিন্তু শিক্ষিতম্মন্য সম্প্রদায়ও নির্ম্মল পারমার্থিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ ক'র্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ছেন, ইহাও প্রত্যক্ষীভূত হ'য়েছিল, এটা বড়ই শুভ জ্ঞাপক। যদি প্রচার-কার্য্যের ফলটা আরম্ভ হ'য়েছে দেখ্‌তে পাই, তা'র চেয়ে শুভ আর কি আছে? যেমন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় Aggravation (রোগবৃদ্ধি) ব'লে একটা কথা আছে; ব্যারামটা যখন বেড়ে যাচ্ছে, তখন চিকিৎসিত রোগীর মধ্যে ঔষধের কাজ হ'য়েছে বুঝা যাচ্ছে; কিন্তু চিকিৎসিতগণের বিষ উদ্‌গীর্ণ হ'য়ে চিকিৎসকম্মন্যাদিগকে—আমাদের ধামসেবকাভিমানিগণকে আচ্ছন্ন না ক'রে ফেলে, তাঁ'রা কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচারে আচ্ছন্ন হ'য়ে না যান, এটুকুই আমার প্রার্থনা, তাঁ'রা জ্ঞানকাণ্ডী হ'য়ে

---

* বেদশাস্ত্রে পরিশ্রম করিয়া ফল উৎপন্ন করিতে অসমর্থ হইলে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ আরম্ভ করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ কৃতিত্ব লাভের অভাব হইলে, তিনি পুরাণবক্তা হন এবং পুরাণবাক্যের তাৎপর্য্যগ্রহণে অসমর্থ হইলে কৃষক হইয়া পড়েন, তাহাতেও তাহার ভোগের ব্যাঘাত ঘটিলে, উহা ছাড়িয়া দিয়া ভাগবত-পাঠক বা ভণ্ড ভাগবত হইয়া পড়েন।

নির্ব্বিশেষবাদী না হ'য়ে পড়েন, অন্যাভিলাষী হ'য়ে চৈতন্যবাণী-কীর্ত্তন বন্ধ না ক'রে ফেলেন! সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মিকা মনোবৃত্তি দ্বারা আচ্ছন্ন হ'য়ে আমরা সৎ ও অসতে আসক্ত হই। কিন্তু ভাগবতে কৃষ্ণের যে বর্ণিত সংজ্ঞা পেয়েছি, তা'তে জান্‌তে পারি, তিনি,—

অহমেবাসমেবাগ্রেনান্যৎ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥*

(ভাঃ ২।৯।৩২)

কেবল প্রতিষ্ঠাকামী হ'য়ে ভক্তিকে কর্ম্মমাত্রে পর্য্যবসিত ক'রলে জাগতিক সুবিধা হ'তে পারে; কিন্তু তদ্দ্বারা কোন পারমার্থিক মঙ্গল লাভ হ'বে না। বহির্দ্দর্শন হ'তে পৃথক্ থেকে অন্তর্দ্দর্শন, আবার অন্তর্দর্শনকে অতিক্রম ক'রে যে বাস্তবদর্শন, তা'তে প্রবিষ্ট হ'লে এ সকল কথা জানতে পারা যায়। এই শ্রীধামের সেবা ক'রবার জন্য আমরা 'মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে' (আমার গুরুদেব কলিকাতাকে 'মায়ার ব্রহ্মাণ্ড' বলতেন) যাই। শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সেবা যা'তে পূর্ণভাবে ফলবতী হয়, সেজন্য আমরা কলিকাতায় যাই, মাদ্রাজে যাই, শিলং যাই, মুসৌরিতে যাই, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, ঢাকায় যাই, এমন কি গ্রামের অতীব গ্রাম্য কথায় প্রবেশ করি। আকুমারিকা হিমাচল ভবঘুরের ন্যায় ঘুরে বেড়া'বার জন্য আমাদের আবশ্যকতা কি? কিন্তু যে গৌরসুন্দর সর্ব্বত্র বিচরণ ক'রেছেন, সেই গৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট —

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

—সত্য সত্য সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক, সর্ব্বত্র চৈতন্যসংকীর্ত্তনাগ্নি প্রজ্বলিত হউক, এই জন্যই ভবঘুরের বৃত্তি অবলম্বন করা। যে স্থানে ভগবানের নাম প্রচারিত হয়, তাহাই ধাম—যে নামে ভগবানের কাম পূর্ণ হয়, তাহাই ভগবন্নাম—যে-কামে ভগবানের নাম প্রচারিত হয়, তাহাই প্রকৃত ভগবৎকাম।

"যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগেনৈব।" কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি শব্দাশ্রিতা। বৈকুণ্ঠ-শব্দ ভূতাকাশের আবর্জ্জনাকে সরিয়ে

---

* এই মহৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমি ছিলাম। সৎ, অসৎ এবং অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত অন্য কিছুই আমা হইতে পৃথগ্‌রূপে ছিল না। সৃষ্টি হইলে পর এ সমুদয় স্বরূপে আমিই আছি এবং সৃষ্টি লয় হইলে একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব।

দিয়ে আকাশে পরব্যোম প্রকট করিয়ে দেয়। অনেকে বলেন, সত্য, মহঃ, জন, তপোলোক আমাদের কাম্য ; ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্লোক কাম্য নহে। ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্লোক গৃহস্থ লোকের কাম্য। সত্য, মহঃ, জন, তপোলোকে গৃহস্থগণ কখনই গমন করতে পারেন না। যাঁরা সমাবর্ত্তন করেছেন, তাঁরা যত শ্রেষ্ঠ গৃহস্থই হউন না কেন, তাঁদের সত্য, মহঃ, জন, তপোলোকে অধিকার নাই ; শান্ত ও নির্ম্মল সন্ন্যাসিগণের সেখানে যাওয়ার একমাত্র অধিকার। কিন্তু যে-সকল গৃহস্থ অনুক্ষণ হরিকথায় গুরুপাদপদ্মসেবাগত চিত্ত হ'য়ে বৈকুণ্ঠ-গোলোকে বাস করেন, সে সকল গৃহস্থের গৃহ সাধারণ গৃহ নহে—সপ্তব্যাহৃতির অন্তর্গত স্থানমাত্র নহে। এরূপ গৃহস্থ যেখানেই থাকুন, তাহাই ধাম। তাঁর কামই ভগবৎকাম। তাঁর যে বাহ্য দুরাচার, তা তাঁর অনন্য-ভজনের জন্য আত্মগোপন মাত্র। যাঁরা ছিদ্র দর্শন করেন না, তাঁরাই মহাভাগবত। ভগবদ্ধামের, ভগবন্নামের ও ভগবৎকামের কথায় যিনি প্রচুর পরিমাণে দান করেছেন, সেই অহৈতুক দয়ার্দ্রচিত্ত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গুণানুবাদ পূর্ণমাত্রায় তখনই হয়—যখন তদাশ্রিত নিষ্কপট ব্যক্তিগণের গুণানুকীর্ত্তন হ'য়ে থাকে। কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তম অভিন্নবস্তুর গুণানুবাদ কীর্ত্তন যারা শুনতে চায় না, তা'রাই মৎসর ; তা'দের প্রতিই ক্রোধ প্রদর্শিত হওয়া আবশ্যক, উহাই ভক্তি। যে-সকল ভক্তিবিনোদ-অনুগাভিমানীর ধাম-পরিক্রমাদি কার্য্যে পদদেশ জড়তা লাভ করেছে, তা'দের প্রতি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিশাপ আছে। তা'রা ঐরূপ আচরণ ক'রে নরকে চলে যাক্। আমাদের গুরুপাদপদ্ম এই কথা তারস্বরে বলেছেন।

আমরা গত বর্ষে হিমালয়ের শৃঙ্গে আবার কিছুদিন পূর্ব্বে সুদূর দক্ষিণ প্রান্ত কুমারিকায় ভ্রমণ করতে গিয়েছিলাম। কুমারিকায় দুর্গাদেবীর বিগ্রহ মহাপ্রভুর মূর্ত্তির ন্যায়। গৌড়ীয়মঠের গৌরমূর্ত্তিসদৃশ-মূর্ত্তি সেখানে গিয়ে দেখ্‌লাম। কেহ কেহ বলেন,—শিবের সঙ্গে বিবাহ হ'বে ব'লে কুমারীরূপে দুর্গাদেবী সেখানে বাস করছেন। বৈষ্ণবগণ বলেন,—রত্নাকরদুহিতা লক্ষ্মীদেবী সেখানে সেই মূর্ত্তিতে বাস করছেন। 'আসমুদ্রাৎ বৈ পূর্ব্বাৎ আসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ' গৌরসুন্দর স্বীয়দর্শন-দান-লীলা প্রকট ক'রেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা সে সময় জন্মলাভ কর্‌তে না পারায় সেই একমাত্র দর্শনীয় বস্তু দর্শন কর্‌তে পারি নাই। কিন্তু—

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥

বাধাতেই প্রচারের ঔজ্জ্বল্য

আমরা সম্বৎসরে একদিন গৌরপ্রিয় কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের যে গুণ কীর্ত্তন করি, তা'তেই সম্বৎসরকাল গৌরবিরোধিগণকে মৎসরানল প্রপীড়িত করে। ইহাতে আমরাও প্রতিকূলভাবে লাভবন্ত হই। আমাদের দম্ভ উপস্থিত হ'বার যে অবকাশ থাকে, তা' নষ্ট করে দেয়—বিরোধিগণের ঐরূপ ব্যতিরেক যত্নের দ্বারা। আশা করি, আগামী বর্ষে আমরা সত্যকথা প্রচারে আরও শতগুণ বাধা প্রাপ্ত হ'ব, আমরাও তা'তে সহস্রগুণ বল লাভ ক'রে বাধা অতিক্রম কর্‌ব এবং কোটিগুণ সেবোৎসাহ লাভ কর্‌ব, আর বাধাপ্রদানকারিগণেরও মঙ্গল বাঞ্ছা কর্‌ব।

"ভক্তির্বিজয়তে"

ভক্তির জয় হউক, অভক্তির ক্ষয় হউক,—আত্মা এই কথা সর্ব্বক্ষণ চীৎকার ক'রে বলুক। শতকরা ৯৯ বা ততোধিক লোক দুষ্কর্ম্ম ও সুকর্ম্মে নিযুক্ত র'য়েছে। এই পাপ-পুণ্য কর্ম্মদ্বয় নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করুক, কর্ম্মকাণ্ডের পিণ্ড হ'য়ে যা'ক্, গদাধরের পাদপদ্মে কর্ম্মাসুর চাপা পড়ুক, কর্ম্মনাশা নদী পার হ'য়ে বারাণসীতে গিয়ে জ্ঞানকাণ্ডে জীবের বৃত্তি প্রমত্ত না হউক, বৃন্দাবনে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় সফলতা লাভ করুক্।

এখন রাত্রি হ'য়ে যাচ্ছে। আপনাদের চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে মর্য্যাদালঙ্ঘন করলাম, আপনারা তা' মার্জ্জনা কর্‌বেন। এত কম সময়ে ভগবৎসেবকগণের গুণানুবাদ হয় না। একটী মাত্র মুখ কেন, আমার অনন্তমুখ হউক, আমি অনন্তমুখে অনন্তকাল পরমায়ু লাভ ক'রে কার্ষ্ণগণের অনন্তগুণ গান করি। যে-কালে ভাগবত-সেবায় পূর্ণমাত্রায় অভিষিক্ত হ'তে পার্‌ব, সে-কালে এই চোখ, কাণ, নাকের দ্বারা কৃষ্ণেতর বাহ্য বিষয়ের বিচার বন্ধ হ'য়ে যা'বে—এ'র ছিদ্র, তা'র ছিদ্র দর্শন ; এর নিন্দা, তা'র প্রশংসা কর্‌তে ধাবিত হ'ব না—

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।

এই অবস্থা লাভ হ'লে প্রকৃত গৌরদাসগণের সেবা, প্রকৃত গৌরসেবা, প্রকৃত রাধাগোবিন্দের সেবা কর্‌তে পার্‌ব। যে-সকল ভাষা ও চিত্তবৃত্তির দ্বারা ভগবদ্ভক্তের গুণ বর্ণনা করার শক্তি লাভ হয়, সেই সকল ভাষা ও চিত্তবৃত্তি সকলেরই লাভ হউক।

অদ্বৈতসরণী

অবসরপ্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত অদ্বৈতপ্রসাদ দে এম্-এ, বি-এল মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী হ'তে শ্রীচৈতন্যমঠ পর্য্যন্ত "একটি সরণী ক'রে দিবেন স্বীকার ক'রেছেন অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানের সরণী প্রকাশিত হ'বে। তা'তে লোক চৈতন্যশিক্ষাস্থলীতে স্বচ্ছন্দে যেতে পার্বেন। "বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী"। এই **যোগপীঠ—মথুরা, শ্রীবাস-অঙ্গন—রাসস্থলী, শ্রীচৈতন্য-মঠ—গোবর্দ্ধন ও ব্রজপত্তন—শ্রীরাধাকুণ্ড**। বাহিরের দৃষ্টি নিরস্ত ক'রে অন্তর্দৃষ্টি লাভ কর্লে, সেই সরণী অদ্বয়জ্ঞানের সরণী বা একায়ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ডে যা'বার সরণী বলে উপলব্ধি হ'বে।

সভার অনুষ্ঠিতব্য কার্য্যত্রয়

বর্ত্তমান সাধারণের জন্য শ্রীধামপ্রচারিণী সভার তিনটি কার্য্যের আবশ্যক হ'য়ে পড়েছে। (১) শ্রীধামে রাস্তা নির্ম্মাণ, (২) ভজনবপু সুস্থ রাখবার জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন, (৩) ভজনোদ্দেশের সাহায্যকল্পে শিক্ষা মন্দির উদ্বোধন। ঈশ্বরবিমুখ লোকও এ সকল কথার প্রয়োজনীয়তা বুঝ্তে পারেন। সম্প্রতি শ্রীধামে 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট্' ব'লে একটি প্রাথমিক শিক্ষার আগার প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজন। ধাম-সেবকগণের জন্য এ সকল সেবা কর্লে অনর্থ হ্রাস হ'বে, ধাম-সেবা কর্লে সিদ্ধি লাভ হ'বে।

———

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা-বাসরে

সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

[স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর ইন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মশালা ; কাল—২০শে চৈত্র, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ৩রা এপ্রিল ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ।]

আমরা যে কার্য্যের জন্য অদ্য এখানে সমবেত হ'য়েছি, সে কার্য্যটি হচ্ছে—একটি প্রারম্ভিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-উন্মোচন। শিক্ষা—দুই প্রকার—এক প্রকার শিক্ষাদ্বারা জগতের কার্য্য সুচারু রূপে অনুষ্ঠিত হ'বার সুযোগ উপস্থিত হয় ; অপরপক্ষে প্রকৃত শিক্ষা বা পরা শিক্ষা—যা' কেবলমাত্র জগতের কার্য্যে আবদ্ধ নয়, তদ্দ্বারা ভগবদ্বস্তুকে জানা যায়। মুণ্ডকোপনিষদ্ বলেন,—বিদ্যা দুই প্রকার ; এক প্রকার—ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ ইত্যাদি। যে-সকল বিদ্যার দ্বারা বহিঃ প্রজ্ঞাচালিত হ'য়ে কার্য্য ক'র্‌বার সুষ্ঠুতা জন্মে, আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় ইহাকেই "বিদ্যা" নামে অভিহিত ক'রে থাকেন। কিন্তু শ্রুতির বাণীতে দেখ্‌তে পাওয়া যায়,—"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"

অপরা বিদ্যা কিছু সময়ের জন্য কাজে লাগে ; কিন্তু তা'তে স্থায়িভাবে কার্য্যের সম্ভাবনা নাই। মরণের পরে দূরে থাকুক, এই জীবিতকালেই ইন্দ্রিয়ের আভঘাত অর্থাৎ অকস্মণ্যতা হ'লে পূর্ব্বার্জ্জিত অপরা বিদ্যার নিপুণতা অনেক সময়ই নিরর্থক হ'য়ে পড়ে। এজন্য 'অপরা' ও পরার সহিত 'নশ্বর' ও 'নিত্য'—এই দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়। আপাত-কার্য্যসিদ্ধির জন্য শব্দশাস্ত্রে অধিকার লাভ আবশ্যক। ঐ সকল শব্দসমষ্টি দ্বারা পরস্পর ভাবের বিনিময় ও অভিব্যক্তি হয়—সভ্যতা ও সামাজিকতায় প্রবেশ লাভ ঘটে। এইটুকুই মাত্র যাঁদের প্রার্থনীয়, তাঁ'রা অপরা বিদ্যার লাভকেই তাঁ'দের সাধ্য মনে করেন। কিন্তু মানুষের খুব দূরদর্শিতা আবশ্যক। বহুদিন পরে যে অমঙ্গল উপস্থিত হ'বে—ভবিষ্যতে যে-সকল অসুবিধা উপস্থিত হ'তে পারে, তজ্জন্য দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। যাঁ'রা সেরূপ সুদূরদর্শী ন'ন, সেরূপ অভিজ্ঞতা-বাদীদের মতে কেবল ঋক্, সাম, যজুঃ প্রভৃতির প্রয়োগে সাধারণ বিদ্যা আবশ্যক। কিন্তু উহাই নিত্যোদ্দেশে ভিন্নফল বা জাড্যপরিহৃত চিন্ময় রাজ্যের উপযোগী।

সভ্য সমাজ সভ্যতার ক্রমিক উন্নতিক্রমে যে সকল তত্ত্ব-বিষয়ে অভিজ্ঞতা

লাভ ক'রেছেন, তাঁদের সেই সকল কথা শ্রবণ ক'র্‌তে পার্‌লে অর্থাৎ সভ্যতার ইতিহাস—সভ্যতার ঘাত-প্রতিঘাত—সভ্যতার সংঘর্ষে নানাপ্রকার সমস্যার সাময়িক সমাধান প্রভৃতি বিষয়ে যে-সকল ব্যক্তি পারদর্শিতা লাভ ক'রেছেন, তাঁদের মুখে সে সকল কথা শ্রবণ ক'রে আমরা অনায়াসে সুদূর অতীত-কালের সভ্যতা, অভিজ্ঞতা, বিদ্যাবত্তা প্রভৃতিকে আমাদের বর্ত্তমান অভিজ্ঞতার দ্বারে অতিথিরূপে বরণ ক'র্‌তে পারি। যিনি ঐ সকল অভিজ্ঞতার কথা বলেন, তিনি শিক্ষক বা কীর্ত্তনকারী, আর যিনি অভিজ্ঞান লাভ করেন, তিনি শিক্ষাকারী বা শ্রবণকারী। এইরূপ অভিজ্ঞতার কীর্ত্তন-শ্রবণ-প্রণালীর মধ্য দিয়ে জাগতিক শিক্ষাস্রোত দিন দিন উন্নতির পথে প্রবাবিত হচ্ছে, আমরা মনে করি। ইহাতে উদাস না হ'লে সমাজের শুভানুধ্যায়িগণ আমাদিগকে অলস ও জগতের অমঙ্গলকামী ব'লে মনে করেন; কিন্তু আমাদের এরূপ শিক্ষাধারা, এরূপ অভিজ্ঞানের কীর্ত্তন-শ্রবণ-প্রণালী এবং অভিজ্ঞতা-বিদ্যাতুঙ্গে আবরোহণই কি চরম কথা? অনিত্য শিক্ষা ও নিত্য শিক্ষা-বিবেক কি সুদূরদর্শী মানব-বিচারের বিষয় হ'বে না? কেবল অল্পকালের অভিজ্ঞানে সাময়িক শিক্ষায় শিক্ষিত হ'ব—তদ্দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ ক'র্‌ব, এরূপ বিচারে আবদ্ধ থাকাই কি মানবের দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক? মনুষ্যজাতি যা'র জন্য খুব ব্যস্ত, সেই বিদ্যা, আমাদের কোন একটি ইন্দ্রিয় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হ'লেই নির্ব্বাপিত হ'য়ে পড়ে। এজন্য উপনিষৎ ব'লেছেন,—"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"। কালের গতি অন্য প্রকার। বর্ত্তমান-কালের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে লক্ষিত হয় যে, পরা বিদ্যার প্রতি ঔদাসীন্যে পারদর্শিতা-লাভই যেন বিদ্যার সার্থকতা! এরূপ বিচার আধ্যাক্ষিকতা মাত্র। বিষয় গ্রহণে অসম্পূর্ণতা হ'তেই ওরূপ আধ্যাক্ষিকতা-অমরা-পুরীর সোপান নির্ম্মিত হ'য়েছে।

১৩১১ সালে যখন আমি এখানে প্রথমে এসে বাস ক'রতে আরম্ভ করি, তখন স্থানীয় লোকের শিক্ষার জন্য যত্ন ক'রেছিলাম; পরা শিক্ষার কথা দূরে থাকুক, প্রাথমিকী শিক্ষা—আধ্যাক্ষিকী শিক্ষার বিষয়েও এ প্রদেশের লোকের আগ্রহ এত কম দেখ্‌তে পেয়েছিলাম যে, আমাকে সেরূপ যত্ন হ'তে ক্ষান্ত হ'তে হ'য়েছিল। পরা বিদ্যার আলোচনার জন্য ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে যত্ন ক'রেছিলাম—প্রাচীন পারমার্থিক গ্রন্থ এবং পারমার্থিক শাস্ত্র, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতির নিরপেক্ষ তুলনামূলক আলোচনার জন্য একটি প্রকৃত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হউক, এজন্য যত্ন ক'রেছিলাম; কিন্তু সাধারণের সংস্কৃত ব্যাকরণের কয়েকটি সূত্র

কণ্ঠস্থ-করণ কিম্বা ক'একখানা প্রাকৃত কাব্যগ্রন্থে অধিকার-লাভই অধিকতর আগ্রহের বস্তু অথবা ন্যায়তীর্থ প্রভৃতি উপাধি-লাভই তা'দের আশার শেষ সীমা বা পরমপুরুষার্থরূপে বিচার দেখ্‌তে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু আমি যে উদ্দেশ্য ও অভিলাষের বশবর্ত্তী হ'য়ে এরূপ প্রযত্ন ক'রেছিলাম, আমি যা' ইচ্ছা ক'রেছিলাম, সে ফল লাভ হয় নাই। অধিক কি, অনেকেই সেই উদ্দেশ্যের তাৎপর্য্যটিও গ্রহণ কর্‌বার মত যোগ্যতা লাভ করেন নাই। দেশের অবস্থা এরূপ!

মার্কিন দেশে, য়ুরোপের নানাস্থানে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু শিক্ষা-মন্দির রচিত হ'য়েছে ও হ'চ্ছে; কিন্তু এ সকল শিক্ষা মন্দিরের ভাষা-বিজ্ঞানে উন্নত হ'য়ে কি তাৎপর্য্য লাভ করা যায়, তা'তে আমরা অনেকেই উদাসীন। কিছুকালের জন্য দরকার প'ড়েছে যে শিক্ষার, সাময়িক কাজ মাত্র চ'লে যেতে পারে যে শিক্ষায়, এরূপ শিক্ষার আলোচনায়ই আমরা মস্তক আলোড়ন ক'রে থাকি। সুদূর কার্য্যের প্রয়োজনসাধিকা শিক্ষার আলোচনা না কর্‌লেও চ'লবে—এরূপ একটা সংক্রামক আলস্য আমাদের সকলকে গ্রাস ক'রেছে। কিন্তু ইহা দেশহিতৈষিতা ও পরদুঃখদুঃখিতার অভাবজ্ঞাপক।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা ভ্রমণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে মেদিনীপুর সহরে গিয়েছিলাম, সেখানকার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন আমাদের কথায় অপরিচিত জনৈক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ। সেখানকার স্কুল গৃহে হরিকথা আলোচনা হ'লে সাধারণের হরিকথা শুনবার অধিক সুযোগ হ'বে বিচার ক'রে আমরা স্থানীয় স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট হ'তে স্কুলগৃহে স্থান ভিক্ষা ক'রেছিলাম; কিন্তু ডিরেক্টর অব্ পাবলিক ইনষ্ট্রাক্‌সন মহোদয়ের অভিমতানুসারে ধর্ম্মবিষয়সমূহে মতভেদ থাকায় তন্মূলে বিরোধ উৎপত্তি লাভ ক'র্‌বে ব'লে বালকদিগের যা'তে কোনপ্রকার ধর্ম্মবিষয়িণী শিক্ষা ও ধর্ম্মনীতির সহিত সংযোগ না থাকে, তজ্জন্য স্কুলে ধর্ম্মের আলোচনা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ ছিল। কাজেই আমরা আর সেখানে পরধর্ম্মের কথা বলবারও স্থান প্রাপ্ত হই নাই। অবশ্য যাঁ'রা অভিজ্ঞতাবাদের ভূমিকায় আরোহণ ক'রে ঐরূপ বিচার করেন, তাঁ'দের সেরূপ বিচারের অধিকার থাক্‌তে পারে। 'ধর্ম্মে মতভেদ আছে ব'লে কোন ধর্ম্মই আলোচিত হ'বে না', এরূপ বিচার স্রোতে তাঁ'রা গা' ভাসিয়ে দিতে পারেন! তবে এখানে সুদূরদর্শিগণ ব'ল্‌বেন—মানুষ মরীচিকা দে'খে ঠকেছেন ব'লে 'কোথাও বা কখনও আর জলের অন্বেষণ কর্‌বেন না'—জোনাকী পোকার আলোতে

আগুন পাওয়া যায় না ব'লে 'যেখানে যত আলোক আছে, কোথাও আগুন নেই' ব'লে স্থিরসিদ্ধান্ত করা অত্যন্ত স্থূল ও অতিসাহসিক বিচার।

আমাদের পঠদ্দশায় আমরা স্যর ষ্টুয়ার্ট ব্ল্যাকির সেলফ্ কাল্চার (Self culture) নামক একখানা বই প'ড়েছিলাম। মিঃ এন্ ঘোষ—যিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, তিনি উক্ত ব্ল্যাকি সাহেবের ছাত্র ছিলেন। আমাদের সময় ঐ পুস্তকখানা এফ্ এ ক্লাসের পাঠ্য ছিল। তা'তে প'ড়েছিলাম, "ঈশ্বরবিহীন যে বিদ্যা, তা' অবিদ্যা, তা'র কোন মূল্য নাই। সদ্ব্যবহার, জনহিতকর কার্য্য প্রভৃতি ক'রেও যদি রাজার প্রতি সৌজন্য না থাকে, তা' হ'লে যেরূপ সব বিফল হয়, সেরূপ ভগবান্কে বাদ দিয়ে যে জনহিতকর বা পরোপকারের ছলনা, তারও কোন মূল্য নাই।" সে সময় আমাদের এ-সকল কথা প'ড়ে হৃদয়ে বড় আনন্দ হ'য়েছিল। পাশ্চাত্ত্য দেশে জন্মগ্রহণ ক'রেও এরূপ বিচারের কথা হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ ক'রেছে দেখে আমরা আনন্দ লাভ ক'রেছিলাম। Cultural Education (কৃষ্টিগত শিক্ষা) থেকে যদি ঈশ্বরের সেবাটী বাদ দেওয়া যায়, তা' হ'লে হিংসা বা মৎসরতা এসে উপস্থিত হয়। যেহেতু লৌকিক ধর্ম্মের আলোচনায় মতভেদ আছে, সুতরাং আত্মধর্ম্মকথার আলোচনাকে একেবারে নির্ব্বাসিত ক'র্তে হ'বে, এরূপ বিচারযুক্ত শিক্ষা পোষণ করা গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়ার বিচার। তা'তে মৎসরতা খুব বৃদ্ধি পেয়ে শেষে কেবল অসুবিধা হ'বে।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতার পূর্ণ যৌবনকালে ১৯১৪ হ'তে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে বিষম মহাসমর পাশ্চাত্ত্য দেশের সভ্যতাকে আক্রমণ ক'রেছিল, তা'তে কত শিক্ষিত ব্যক্তির যূপকাষ্ঠে বলিদান হ'লো! সভ্যতার অগ্রসর হওয়ার নামে সভ্যতা কত পেছিয়ে গেল! ভগবদ্-বিষয়িণী শিক্ষাকে —আত্মধর্ম্মের শিক্ষাকে নির্ব্বাসিত ক'রে লৌকিকী শিক্ষা ও সভ্যতার চরম ফল এইরূপই হ'য়ে দাঁড়ায়! নৈতিক ও পারমার্থিক-শিক্ষাকে বাদ দিয়ে যে বিচার স্রোত উপস্থিত হয়, তা' হ'তে রক্ষা পাওয়া দরকার। দাবা খেলে অদৃষ্ট-ফলে যে-সকল কথার মীমাংসা লাভ হয়, তজ্জন্য লোক জীবন-যৌবন উৎসর্গ কর্ছে! তদানীন্তন পোপ যত্ন ক'রেছিলেন—এরূপ বিবাদ-বিসম্বাদের হাত হ'তে যাতে পাশ্চাত্ত্য দেশ রক্ষা পায়—মানুষগুলোকে মেরে' ফেলে' সভ্যতার উন্নতির নামে সভ্যতাকে পেছিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য নয়—একথা মানুষকে বুঝাবার যত্ন ক'রেছিলেন। কিন্তু তাঁ'র যত্ন-সত্ত্বেও এ সকল কথা

শুনতে শুনতেও তা'দের ৩।৪ বছর কেটে গেল। যখন বহু লোকের ক্ষয় হলো, তখন তা'দের উত্তেজনা-স্রোতে একটুকু ভাঁটা দেখা গেল বটে, কিন্তু আবার অন্যভাবে অন্য আকারে সেগুলি বৃদ্ধি পেতে থাক্‌ল।

নৈতিক ও পারমার্থিক শিক্ষাই ভারতের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। ভারত ধর্ম্ম-শিক্ষাবর্জ্জিত হ'য়ে কোন দিনই কোন কথা গ্রহণ করেন নাই। যদিও চার্ব্বাকাদি সম্প্রদায় সৃষ্ট হ'য়েছিল, তথাপি জনসাধারণ তা' গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে জনসাধারণেই পারমার্থিকতার অভাব লক্ষিত হচ্ছে। বর্ত্তমানে আধ্যক্ষিকতার চরমসীমায় উঠে—তর্ককে অস্ত্র ক'রে বিচারের যেরূপ অপব্যবহার করা হচ্ছে, পূর্ব্বে এতদূর অপব্যববহার লক্ষিত হয় নাই। নীতি-শাস্ত্র-লঙ্ঘনকে একটুকু সামান্য বুদ্ধিমান্‌ ও বিচারপরায়ণ ব্যক্তিও কর্ত্তব্য ব'লে মনে করেন না। চার্ব্বাকনীতি, এপিকিউরাসের নীতি, ইউটিলি টরিয়্যানদের নীতি ব্যক্তি-বিশেষের প্রীতি উৎপাদন ক'র্‌তে পারে, কিন্তু বিচারপরায়ণ মনুষ্য-সাধারণের শিক্ষার সহিত নীতির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ স্বীকার্য্য।

ভারতীয় নীতির মধ্যে 'অহিংসা' নাম্নী নীতিটি চিরকালই প্রচলিত র'য়েছে। বৈদিক নীতি হ'তে পৃথক্‌ হ'য়েও বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় অহিংসা-নীতির আদর ক'রেছেন। বেদ-বিরোধী হ'য়েও তাঁ'রা হিংসানীতির অনুমোদন করেন নাই—যা' বর্ত্তমানে খুব আদৃত হ'চ্ছে! মানুষ পশুগুলিকে খেয়ে ফেল্‌ছে! মানুষ খাওয়া বন্ধ হ'য়েছে, কিন্তু মানুষের মত জিনিষগুলিকে খাওয়া বন্ধ হয় নাই। বানর ধ'রে ধ'রে খাচ্ছে—পশু, পক্ষী. তির্য্যক্‌ জাতিকে খেয়ে ফেল্‌ছে। এরূপ সংকীর্ণ জাতীয়তা আবার বর্ত্তমান যুগে মহা উদারতা ও দেশপ্রেম-নামে প্রচারিত হ'চ্ছে!

ঋষিনীতি, ক্ষাত্রনীতি, বৈশ্যনীতি, শূদ্রনীতি, সাংকয্যপ্রভাবজাত নীতিতে ভেদ হ'চ্ছে। কেউ ব'ল্‌ছেন,—ঋষিনীতি প্রবর্ত্তিত হো'ক, কেউ বল্‌ছেন,—নীতিশাস্ত্রে যখন বহু মত-ভেদ লক্ষ্য করা যায়, তখন ত' শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হ'লে শিক্ষা বিপদ্‌গ্রস্ত হ'বে। শিক্ষা ত' বিপদ্‌গ্রস্ত হ'য়েছেই, নীতিকে কল্যাণকরী মনে না করায়। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মধ্যেও ত' বি, ডি; ডি, ডি প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য ধর্ম্মশাস্ত্র-পরীক্ষার প্রণালী গৃহীত হ'য়েছে, তাঁরা থিওলজিকে একেবারে বাদ দেন নাই। 'পলিটিক্যাল ইকনমি' বলে যে একটা জিনিষ আছে, তা' তথাকথিত ইউটিলিটেরি-য়্যানদের বিচারে সাময়িক মঙ্গল বিধান কর্‌তে পারে; কিন্তু তা' দ্বারা সমাজের স্থায়ী মঙ্গল হতে পারে না! বর্ত্তমানে মিশনারী স্কুল ব্যতীত যেখানে যত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, সকলেই

ন্যূনাধিক Material basisএর জড়ের (ভূমিকায়) উপর প্রতিষ্ঠিত হ'চ্ছে। তবে মিসনারী স্কুল প্রভৃতিও Material basis হতে কতটা পৃথক্ হতে পেরেছে, তাও বিচার্য্য। বর্ত্তমানে Legisla tive Assemblyতেও religious questionকে বাদ দেওয়া হচ্ছে! Mahomedan, Non-Mahomedan বিচারে Mahomedan যদি ধার্ম্মিক হন, Non-Mahomedan অধার্ম্মিক হয়ে যাচ্ছেন। Materialistic বিচারস্রোতে ভরপুর মস্তিষ্কসমূহের ভোটে Theistic education (ভগবদ্ভক্তিমূলা শিক্ষা) কে চিরনির্ব্বাসিত কর্‌বার ব্যবস্থা হচ্ছে। যাঁরা বাস্তবিক ধার্ম্মিক, তাঁরা এ সকল কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হন না; কারণ, যাঁরা অপস্বার্থের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন, এরূপ জনমণ্ডলীর মতও কুশিক্ষারই পূর্ব্বফল।

মুণ্ডকোপনিষদে যে অপরা ও পরা বিদ্যার পার্থক্য আলোচিত হ'য়েছে, সেটা সবটুকু ঠাকুরদাদার আমলের গল্প বা 'তাতস্য কূপঃ'-ন্যায়ে সংশ্লিষ্ট নহে। বর্ত্তমান যে nationality বলে একটা কথা প্রচলিত হ'য়েছে, তা' ন্যূনাধিক ঐ 'তাতস্য কূপঃ' ন্যায় প্রতিষ্ঠিত। বৃদ্ধ প্রপিতামহের আমলের কূপে বিশুদ্ধ নির্ম্মল জল ছিল ব'লে যদি কএকপুরুষ পরেও কূপে সেইরূপ জলই আছে, মনে ক'রে নিয়ে সেই কূপের জল ব্যবহার কর্‌তে আরম্ভ করা হয়, তা' হ'লে কতকগুলি ব্যাঙ্ ও পাঁকসংশ্লিষ্ট অব্যবহার্য্য বস্তুই গ্রহণ করা হ'বে। এ' দ্বারা "যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ" প্রভৃতি উক্তিকে আদর করার নামে স্বীয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হ'বে না। আমার বাপ-পিতামহ যদি মূর্খতাকে বহুমানন ক'রে থাকেন, সেজন্য আমি মূর্খতাকেই ভাল ব'ল্‌ব—আমার বাপ-পিতামহ গাঁজা খেতে খুব ওস্তাদ ছিলেন ব'লে, যেহেতু আমি সে বংশে জন্মগ্রহণ করেছি, তখন আমাকেও গাঁজা খাওয়া শিখতেই হ'বে, এরূপ সেকেলে অসদ্ বিচারের আদর কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই করেন না। ইহা আধুনিক ন্যাশানেলিটির অঙ্গ হ'তে পারে।

কিছুদিন পূর্ব্বে ট্রেনে ভ্রমণ করবার সময় শীযুত হরেন্দ্রবাবু ও শ্রীযুত প্রফুল্লবাবুর সহিত ট্রেনে সাক্ষাৎ হয়। ইহারা উভয়েই শিক্ষাবিভাগের সম্মানিত ব্যক্তি। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লবাবুর নিকট শুন্‌লাম—পাশ্চাত্ত্য দেশের শিক্ষকগণ যেরূপ উদারতার সহিত শিক্ষা দেন, আমাদের দেশের পণ্ডিতগণের সেরূপ উদারতা দৃষ্ট হয় না। তিনি সেই প্রসঙ্গে ব'ল্লেন—আমাদের দেশের ওঝারা পর্য্যন্ত কাউকে কোন সাপের মন্ত্র, বাঘের মন্ত্র শিখাবে না—কামার তার নিজের ছেলে বা বংশ ছাড়া কাউকে কারুকার্য্যের কৌশল শিখাবে না'!

আমি তার উত্তরে আমাদের বাল্যকালে পড়া একটি উদাহরণ উল্লেখ ক'রে ব'ললাম,—পিটার রুশিয়া হ'তে জার্ম্মাণীতে Ship building (জাহাজ নির্ম্মাণ) শিখ্‌তে গিয়েছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বে প্রাশিয়ার লোকেরা অপর দেশের লোককে তা' শিক্ষা দিত না। তাঁরা এই প্রসঙ্গে Trade Secret' (বাণিজ্যে গোপনীয়তা) বলে একটা কথা বল্‌লেন। আমি বললাম,—'আপনারা পাশ্চাত্ত্য দেশের পণ্ডিতগণের নিকট হতে শিক্ষা লাভ করেছেন, তাতেই উদারতা লক্ষ্য করেছেন। এ দেশেরও যাঁরা প্রকৃত পণ্ডিত, তাঁদেরও উদারতা কম নয়। যে ব্যক্তিবিশেষের পাণ্ডিত্য ও শিক্ষা কম, তার মধ্যেই ঐ প্রকার অনুদারতা লক্ষিত হয়।' তাঁরা আমার কথার অধিক প্রতিবাদ না ক'রে উদার লোকই প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারেন, স্বীকার কর্‌লেন। যদি সত্য সত্য কেউ শিক্ষা লাভ কর্‌তে পারেন, তা' হলে তাঁ'র স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয় যে, জগতে বহু লোক ঐরূপভাবে শিক্ষিত হোক। প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তির এরূপ একটা ভ্রাতৃ-প্রীতি স্বতঃই উপস্থিত হয়। শিক্ষক-সম্প্রদায়ের যদি ঐরূপ সঙ্কীর্ণতা থাকে, তা হলে তাঁদের মধ্যে আরও নীতিবিরুদ্ধতা ও সঙ্কীর্ণতা পুষ্ট হতে থাকে। কিন্তু তাই বলে বলছি না যে, নীতি ও ধর্ম্ম নিয়ে পরস্পর ঝগড়া আরম্ভ হোক।

অধিকাংশ স্থলেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়—যাঁরা খুব বড় বড় University degree-holder—খুব ভাল লেখাপড়া শিখেছেন, কিন্তু শিক্ষিত বল্‌লে যে সকল বিষয় জানা উচিত, তাতে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন। যেমন তেমন করে নিজের অপস্বার্থ সাধন করে নেব,—ইহাই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রতি বিদ্বেষভাব দূর হয়ে যাতে আত্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ গোড়া থেকে বালকদের কমনীয় বৃত্তিতে প্রস্ফুটিত হতে থাকে, তজ্জন্য সামাজিকগণের বিশেষ দায়িত্ববোধ থাকা উচিত। নীতিকে অবহেলা করার জন্য যে কুশিক্ষা—'যেমন করে হোক, দৌরাত্ম্য ক'রে খাব, দাব, থাক্‌ব'—এই যে কুশিক্ষা, ত' হ'তে বর্ত্তমান সমাজকে রক্ষা কর্‌বার জন্য একটি বিদ্যালয় উদ্বোধন কর্‌বার আবশ্যক হ'য়েছে। যা'তে নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনা কর্‌বার যোগ্যতা আসে, যা'তে Comparative study of religion প্রকৃত নিরপেক্ষভাবে সাধিত হয়, এজন্য শিশুকাল হ'তেই প্রস্তুত হওয়ার উদ্দেশ্যে সাধারণ শিক্ষার সহিত পরমার্থিক-শিক্ষার একটি বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা আছে।

আপাত-মঙ্গল-দ্রষ্টা মনে করে,—"এখন যেমন-তেমন ক'রে যথেচ্ছাচারিতা

করা যা'ক, মরণের পরে যখন সবই নিবে যাবে, তখন আপাত সুখটুকু হ'তে বঞ্চিত কেন হই?" "পরজগতের কথা বিচার করা মূর্খতা ও সময়ের অপব্যবহার মাত্র"—এরূপ বিচার পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষার কুফল থেকে ভারতেও আধুনিক কালে আমদানি হ'য়েছে। আবার কেউ কেউ 'আইন বাঁচিয়ে কার্য্য কর্‌বার' কৌশল-শিক্ষার ন্যায়াবলম্বনে যে-সকল কার্য্য দৈহিক সুখের বাধক হ'তে পারে, সেরূপ কার্য্য হ'তে বিরতিকেই নীতি ব'লে বিচার করেন। কিন্তু 'আইন বাঁচিয়ে কার্য্য করা' ব্যাপারটায় সরলতার যথেষ্ট অভাব র'য়েছে। এরূপ সরলতার অভাব বিদেশীয় বা ভারতীয় উন্নত জীবনে অভিলাষ করা উচিত নয়। পরমার্থ-নীতিতে এরূপ সরলতার অভাব বিন্দুমাত্রও নাই। এই ভারতে নৈতিক ও পারমার্থিকতায় রুচি উৎপাদন কর্‌বার চেষ্টারও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হ'য়েছে। আকুমারিকা-হিমাচল, অন্য দিকে আসাম, পূর্ব্ববঙ্গ হ'তে দ্বারকা, বোম্বাই, গোয়া ভ্রমণ কর্‌লাম, সর্ব্বত্রই নৈতিক ও পারমার্থিক রুচির প্রচুর অভাব লক্ষ্য ক'রেছি। লোকে শিক্ষা-দীক্ষা কল-কৌশল অনেকেই আয়ত্ত কর্‌ছেন, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি সকলেই উদাসীন। নারদপঞ্চরাত্র ব'লেছেন,—

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥" *

তাৎকালিক-তপস্যা বা শিক্ষা-বিষয়ক সাধন যদি নিত্য-ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কার্য্যে নিয়োজিত হয়, তবে কুফল ফল্‌বেই ফল্‌বে,—ইহা জানি না ব'লেই আমরা হিমালয়ে গিয়ে রেচক, পূরক, কুম্ভক আরম্ভ করি। যখন তপস্যা করা যায়, তখন লোকের নিকটে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়। কিন্তু দেখা গিয়াছে, বহু লোকের তপস্যা নষ্ট হ'য়ে গেছে;—বিশ্বামিত্র ও মেনকার

---

* যদি (তপস্যা ব্যতিরেকে) হরি আরাধিত হন, তাহা হইলে তপস্যার প্রয়োজন কি? যদি তপস্যাদ্বারা হরি আরাধিত না হন তাহা হইলে সেই তপস্যার প্রয়োজন কি? যদি (তপস্যা ব্যতিরেকে) অন্তরে ও বাহিরে হরি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তপস্যার প্রয়োজন কি? তপস্যাদ্বারা যদি অন্তরে ও বাহিরে হরি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত না হন তাহা হইলে সেই তপস্যার প্রয়োজন কি?

উদাহরণই তা'র সাক্ষ্য। আমরা দেখেছি, হাজার হাজার তপস্বী পতিত হ'য়ে গেছেন। মানুষের এরূপ একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বিচার উপস্থিত হ'য়েছে যে, ধার্ম্মিক-নামধারী লোকমাত্রেই ভণ্ড, অসৎ। কোথায়ও গ্রন্থের ত অভাব নেই, কত কত বই ছাপা হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু আমাদের মূল কথাটাই চাপা পড়ে গেছে। মূল কথাটি হচ্ছে এই,—

"আরাধিতো যদি হরিস্তপস্যা ততঃ কিম্।"

ভিতরে বাহিরে যদি হরিসেবাময়ী বুদ্ধি না থাকে, তা হ'লে তপস্যা ক'রে কি হ'বে? Different schools of thougnts হ'য়ে উঠেছে। যদি শিক্ষার প্রারম্ভ থেকে একটা নিরপেক্ষ comparative study থাকে, তা' হ'লে জেনে নিতে পারি, কোন্ জিনিষটায় প্রকৃত মঙ্গল, আর কোন্ জিনিষটায় অমঙ্গল হ'বে। এরূপ Comparative study সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে পাশাপাশি হওয়া উচিত, নতুবা খুব বড় বড় University degree-holder এবং সাধারণ শিক্ষার শীর্ষস্থানের অধিকারী, বহু ভাষাবিৎ, কলাবিৎ হ'য়েও যখন দেখা যাচ্ছে যে, তাঁ'রা অশিক্ষিত অপেক্ষাও কোটিগুণে অধিক কাম-ক্রোধাদির দাস হ'য়ে বিপথে পতিত হ'য়ে যাচ্ছেন, তখন সেইরূপ শিক্ষার ফলে পরোপকার ত' দূরের কথা, বর্ত্তমান সমাজের সমূহ অমঙ্গলই অবশ্যম্ভাবী।

কুশিক্ষা, বিকৃত-শিক্ষা ও অশিক্ষার জন্য জগতে ও সমাজে নানাপ্রকার অনর্থ এসে উপস্থিত হ'য়েছে। দাক্ষিণাত্যে পঞ্চম শ্রেণীর জাতি পেরিয়াকে, রাস্তা দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে যেতে হয় যে, 'আমি যাচ্ছি।' এদের চেঁচানো শুনে' যদি বহু দূর থেকে উচ্চ শ্রেণীর জাতি সাবধান না হন এবং নিম্নশ্রেণীর জাতি এরূপ না চেঁচিয়ে যান, তা' হ'লে তা'দিকে আদালতের বিচারের অধীন হ'তে হয়। ইহা দেখে ঐরূপ পঞ্চম শ্রেণীর জাতি প্রভৃতি বিচার ক'রে নিয়েছে যে, যখন হিন্দুদের মধ্যে এতদূর নিরপেক্ষতার অভাব, তখন আমরা 'হিন্দু' ব'লেই পরিচয় দেব না। তাই তা'রা অন্য মতে প্রবিষ্ট হ'য়ে পড়ছে। শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি আবার অন্য উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হ'য়ে মনে কর্‌ছেন, ইহাদিগকে কিছুটা সুবিধা দেওয়া হোক। কেউ আবার বল্‌ছেন, তা'দিগকে দাবিয়ে রেখে, আমাদেরই প্রাধান্য রাখ্‌বার জন্য জোর অভিযান হোক কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার হ'লে ঐরূপ কৃত্রিম সাময়িক অধিকার প্রদান বা সম্প্রদায়-বিশেষে কৃত্রিম প্রাধান্য কতদিন থাক্‌বে? একারণে সম্প্রতি একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করা বিষয়ে আমাদের দুর্ব্বল প্রয়াসের প্রয়োজন হ'চ্ছে। এইরূপ প্রতিষ্ঠান সমৃদ্ধ হ'লে শুধু বাঙ্গলা বা ভারতবর্ষেই আবদ্ধ

থাকবে না, ক্রমে ভারতবর্ষের অতীত সকল দেশের অধিবাসী African, American, Europ ean, Asiatic সকল ভ্রাতৃবৃন্দ—পৃথিবীর সকলের প্রতি প্রকৃত মঙ্গল বিস্তার কর্‌বার জন্য পরস্পর সহানুভূতি কর্‌তে পারবেন ! সকল দেশের লোক, সকল দেশের বালক পারমার্থিক বিদ্যালয়ে পরমার্থনীতি শিক্ষা ক'রে সমাজ ও দেশের প্রকৃত মঙ্গল কর্‌তে পার্‌বেন। জগতে আবার প্রকৃত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম—শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হ'বে। কল্পিত ও বিকৃত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যে শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম নয়,—ইহা লোকে পারমার্থিক শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

শ্রীযুক্ত বিড়্‌লা-নামক একজন সম্পত্তিশালী ও প্রতিষ্ঠাশালী বৈশ্য আছেন, তিনি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয়ের নিকট হ'তে শিক্ষা লাভ করেছেন এবং অর্থাদিদ্বারা শিক্ষাবিস্তারের যথেষ্ট যত্ন ক'রেছেন। স্থানে স্থানে তাঁদের কথারও আদর হচ্ছে, কিন্তু মূল কথা হচ্ছে, আচারবান্‌ শিক্ষক না হ'লে আচারের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। যাঁ'রা আচার-প্রচারময়ী পরমার্থশিক্ষা লাভ কর্‌ছেন, যতদিন পর্য্যন্ত না জগৎ তাঁদের শিক্ষার সুফল লাভ কর্‌ছেন, ততদিন পূর্ব্ব কুশিক্ষার সকল কুফল ভোগ করতেই হ'বে। জগতের সকল সম্প্রদায়—সকল শিক্ষক যে সকল শিক্ষার কথা ব'লেছেন, তা' ন্যূনাধিক পরম শিক্ষা নয়, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব তাঁ'র 'শিক্ষাষ্টকে' পরম শিক্ষার কথা ব'লেছেন। এই শিক্ষা সরস্বতীপতি শ্রীগৌরসুন্দর জগৎকে জানিয়েছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই শিক্ষা বিস্তারের জন্য আধুনিক শিক্ষিত যুগে বিশেষ চেষ্টা ক'রেছিলেন এবং সেই পরমশিক্ষা-বিস্তারে তাঁ'র আত্যান্তিক হার্দ্দ অভিলাষ ছিল। তাঁর এই অভিলাষ যা'তে পূর্ণ হয়, জগতে কল্যাণকল্পতরুর সুশীতল ছায়া ও ফল বিস্তারিত হয়, তজ্জন্য আমরা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নামে একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়—যা'তে পারমর্থিক শিক্ষাকে মুখ্য উদ্দেশ্য ক'রে তাঁ'র সঙ্গে সঙ্গে তাঁ'রই আনুকূল্যকারিণী দাসীসূত্রে সাধারণ-শব্দশাস্ত্র-শিক্ষাও নিয়োজিত হ'তে পারে, এরূপ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হ'য়ে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন কর্‌বার সঙ্কল্প ক'রেছি।

———

শ্রীল প্রভুপাদের উপসংহার-ভাষণ

[শ্রীল প্রভুপাদের উপরিউক্ত ভাষণের পরে শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল্ ও রাণাঘাট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, বি-টি বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত উপসংহার-ভাষণ প্রদান করেন।]

সভা-সমাপনের পূর্ব্বে আমার বক্তব্য এই,—পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা শ্রীযুক্ত বিপিনবাবুর মনে যে সন্দেহ উপস্থিত হ'য়েছে, বৈষ্ণবধর্ম্ম-যাজীর সহিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় পরিচালনের সামঞ্জস্য কিরূপে হয়, তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা হ'তে জেনেছি,—ঐরূপ দুটো জিনিষ কিছু আলাদা নয়, শ্রীগৌরসুন্দর ব'লেছেন,—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে" ॥*

(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব ২-২৫৩)

সাধারণ লোকে শ্রীগৌরসুন্দরের বাক্য অনুশীলন করেন না, তাই তাঁদের মধ্যে পরস্পর বিবদমান মতবাদ বিস্তারিত হ'য়েছে ; তাঁ'রা ভোগ ও ত্যাগ—এই দু'য়ের কবলে কবলিত। কিন্তু ভগবদ্ভক্তি ও তদানুকূল্যময়ী লৌকিকতা বা বৈদিকতা জড় ও চেতনের মত পৃথক্ বস্তু নয়। আমরা ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে শ্রীগৌরসুন্দরের কথিত শাস্ত্রীয় উপদেশ দেখিতে পাই,—

---

* অনাসক্ত হইয়া নিজ সাধন-ভক্তির অনুকূলমাত্র-বিষয়-স্বীকারকারীর বিষয়-বিরক্তিকে 'যুক্তবৈরাগ্য' বলে। তাহাতে কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বিষয়ে আগ্রহ থাকে। অর্থাৎ প্রাকৃত বিষয়ে বিরক্ত অথচ কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বিষয়ে আগ্রহশীল যে ব্যক্তি অনাসক্তভাবে নিজভক্তির অনুকূলমাত্র বিষয়-গ্রহণ করেন, ভক্তিপ্রতিকূল বিষয় গ্রহণ করেন না, তাঁহার বৈরাগ্যকে 'যুক্তবৈরাগ্য' বলে।

ভগবৎসম্বন্ধীয় বস্তুতে প্রাকৃত বুদ্ধি করতঃ মুমুক্ষুদিগের তাহা পরিত্যাগ করাকে 'ফল্গুবৈরাগ্য' বলে।

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা ॥*

যাঁ'র ভগবানে ভক্তি আছে, তিনিই মনুষ্য। যাঁ'র ভগবানে ভক্তি নাই, তিনি ভোগী, ত্যাগী বা অন্যাভিলাষী। ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্যের যে বিচার শ্রীগৌরসুন্দর সাকর মল্লিক কে † বলেছিলেন, তা'তে আমরা ভোগী ও ত্যাগি-সম্প্রদায়ের বিচারের অসম্পূর্ণতা ও একদেশদর্শিতা দেখ্‌তে পাই। 'ঈশাবাস্য' জগতের ঈশসেবার উপকরণগুলিকে কাকবিষ্ঠার সহিত তুলনা নির্ব্বিশেষবাদিগণের অসম্পূর্ণ বিচারে লক্ষিত হ'লেও শ্রীগৌরসুন্দর তা' বলেন না। যাঁ'রা শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরিতামৃত পাঠ ক'রেছেন, তাঁ'রা বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চতুর্ব্বিধ সামগ্রীর অন্যতম বিভাবের অন্তর্ভুক্ত আলম্বন ও উদ্দীপন, আবার আলম্বনের অন্তর্ভুক্ত বিষয় ও আশ্রয়ের কথা শ্রবণ ক'রে থাকেন। 'কাব্যপ্রকাশ' ও 'সাহিত্যদর্পণের' লেখক, তথা ভরতমুনি যে বিষয়াশ্রম-বিবেকের কথা আলোচনা কর্‌তে পারেন নি, ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরূপ-গোস্বামীর দ্বারা 'শ্রীরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলে' তা' সুষ্ঠুভাবে আলোচনা ক'রেছেন। ভগবান্ ব্যতীত আর দ্বিতীয় বিষয় নাই। যাঁ'রা ভগবান ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু আছে বিচার করেন, তাঁ'দের বিচার খণ্ডিতধর্ম্মে সংশ্লিষ্ট। "সদেব সোম্যেদমগ্রমাসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" জিনিষটা দশটা পাঁচটা নয়। Absolute Truth is one without a second. যাঁ'রা মনে করেন—Absolue Truth challengeable, তাঁ'দের success সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কিন্তু আমরা Personal Godhead-এর উপাসক—আমরা Impersonalityর উপাসক নই। প্রপন্নাশ্রিত আমাদের সাফল্য অনিবার্য্য। সবিশেষ বিষ্ণুবস্তুর উপাসকগণ বিষয় ব্রজেন্দ্রনন্দনকে ধ'রে রাখ্‌তে পারেন—'সদ্যোহৃদ্যবরুধ্যতে' ইহার প্রমাণ। তাঁ'রাই realise করতে পারেন—তাঁ'রাই "আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়"। "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"

---

* হে মুনে! জগতে যে সকল লৌকিক বা বৈদিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় তন্মধ্যে যে সকল কর্ম্ম হরিসেবার অনুকূল সেইগুলি মাত্র ভক্তিকামী ব্যক্তি অনুষ্ঠান করিবে, অবশিষ্টগুলির অনুষ্ঠান প্রয়োজনবোধ করিলে যাহাতে উহা হরিসেবার অনুকূল হয়, এরূপভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

† সাকর মল্লিক—শ্রীল সনাতন গোস্বামী।

উপনিষদম্মন্ত্র তাঁদেরই গান ক'রেছেন। বিষয়বিগ্রহ শ্রীভগবান্ ও আশ্রয়বিগ্রহ আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম—এই দু'য়ের সম্মিলনে অসংখ্য বিপদের মস্তকের উপর দিয়ে চ'লে যেতে পারব—সাফল্য আমাদের নিশ্চয়ই হস্তামলক হ'বে। (চতুর্দ্দিক হইতে আনন্দধ্বনি ও করতালি)। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত সেবক কখনই বিচলিত হন না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৯।৩০-৩১) বলেন,—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" ॥*

অভক্ত সম্প্রদায় নিশ্চয়ই কালপ্রভাবে পতিত হ'বে। ভগবদ্ভক্ত কখনই অধঃপতিত হন না। অভক্ত পতিত হ'বে—আর যেখানে কপট ভক্তি, সেই ভণ্ড দলও পতিত হ'বে—Mental speculationists (মনোধর্ম্মিগণ) সব প'ড়ে যাবে। স্বর্গের সিঁড়িতে অধিকক্ষণ balance (সমতা) রক্ষা করতে পারবে না।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততো পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥*
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২।২৬)।

---

* যিনি আমাকে অনন্যচিত্ত হইয়া ভজনা করেন, তিনি সুদুরাচার হইলেও তাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া মানিবে, যেহেতু তাঁহার ব্যবসায়—সর্ব্বপ্রকারে সুন্দর। হে কৌন্তেয়, আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, আমার অনন্যভক্তিপথারূঢ় জীব কখনই নষ্ট হইবে না। প্রথম অবস্থায় 'নিসর্গ' ও 'ঘটনাবশতঃ' তাঁহার অধর্ম্মাচরণাদি থাকিলেও ঐ অধর্ম্মাদি শীঘ্রই পরমৌষধিরূপা হরিভক্তিদ্বারা বিদূরিত হইবে। তিনি জীবের নিত্যধর্ম্মরূপ স্বরূপগত আচারনিষ্ঠ হইয়া পাপপুণ্য-বন্ধন হইতে ভক্তিজনিত পরম-শান্তি লাভ করিবেন।

* হে অরবিন্দাক্ষ, যাহারা 'বিমুক্ত হইয়াছি' বলিয়া অভিমান করে, তাহার আপনাতে ভক্তিশূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধবুদ্ধি। তাহারা অনেক ক্লেশে মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া ভগবদ্ভক্তির অনাদর করতঃ অধঃপতিত হয়।

কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়া বৈরিবর্গাঃ শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হাহা ক্ব যামি বিকলঃ কিমহং করোমি চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥*

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত)

যাঁ'রা শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মে আশ্রিত, তাঁ'দের সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে,—
দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈর্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈর্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥*

Ordinary Common people (সাধারণ জনগণ) মনে করেন,—empiricism-এর (আধ্যক্ষিকতার) পুঁজিপাটাই আমাদের সত্যের দিঙ্‌নির্ণয়যন্ত্র। কিন্তু empiricism প্রতি মুহূর্ত্তে মানুষকে স্খলিতপদ ক'রে দিচ্ছে—প্রতি মুহূর্ত্তে বদলাচ্ছে। একমাত্র Absolute Truth (বাস্তব সত্য)-এর deviation (চ্যুতি) নাই। ভগবদ্ভক্তের সহিত সাধারণ কর্ম্মীর পার্থক্য এই যে, কর্ম্মী অভিজ্ঞতার ভূমিকম্পে সর্ব্বদা ত্রস্ত, ভীত ও সংশয়াত্মা। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সত্য ভূমিকার অচলায়তনে—সত্যের একায়নে প্রতিষ্ঠিত। "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"-প্রতিষ্ঠা কিছু কর্ম্মীর মত বাহাদুরীর কার্য্য নয়। নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধির সাধক-স্বরূপ এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠায়, কর্ম্ম কি ক'রে ভক্তির অনুকূল হয়, "ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের" প্রতিষ্ঠায় তাহার বীজ নিহিত র'য়েছে। "লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে। হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥"—এই শ্রৌতবাণী "ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের" শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণের নিত্য অধ্যাপন ও পাঠের বিষয়। এঁদের বিহিস্তা স্বর্গ, বা প্যারাডাইসের বাদসাহ হ'বার জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। বিহিস্তা প্রভৃতির প্রতি বিরক্ত হ'য়ে নির্ব্বিশেষ হ'য়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে ইঁহারা অভ্যর্থনা করেন না। যা'রা সত্য ব্যতীত অন্য

---

* কাল কলি; ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুসকল অত্যন্ত বলবান্‌ এবং পরমোজ্জ্বল ভক্তিমার্গ কর্ম্মজ্ঞানাদি কোটিকণ্টক-জালে অবরুদ্ধ। অতএব হে চৈতন্যচন্দ্র, তুমি যদি আজ আমাকে কৃপা না কর, তাহা হইলে হায়! এই অবস্থায় বিহ্বল আমি কি করি, কোথা যাই?

* ভক্তের স্বভাবজনিত দোষসমূহ এবং শারীরদোষসমূহদ্বারা প্রাকৃত দর্শনে ভক্তকে দৃষ্টি করিবে না। যেরূপ বুদ্বুদফেনপঙ্ক গঙ্গাজলে মিলিত হইলেও নীরধর্ম্মপ্রভাবে গঙ্গোদক ব্রহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ প্রাকৃত দৃষ্টিতে ভক্তের প্রাকৃত দোষসমূহ দেখিয়া তাঁহাতে ভক্তির অভাব আছে মনে করিতে হইবে না।

জিনিষের আশ্রিত, তা'রা ইন্দ্রিয়জজ্ঞানদ্বারা বস্তু মেপে নেয়। তা'দের মধ্যে Personality (সবিশেষত্ব) ও Impersonality নির্ব্বিশেষত্ব) নিয়ে বৃথা তর্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু যাঁ'রা একায়ন-পদ্ধতি অবলম্বন ক'রেছেন, তাঁ'রা লৌকিক ও বৈদিক যে কার্য্য করুন না কেন, কখনও ভগবানের সেবা হ'তে একচুলও বিচ্যুত হন না। নৈষ্কর্ম্ম্যবাদের সাফল্য নিশ্চয়ই হ'বে; তদ্ব্যতীত অন্য কোন কথা নাই; অসাফল্য কখনই হ'তে পারে না। জীবের নিশ্চয়ই মঙ্গল হ'বে। জীবকে পাপপুণ্যের অতীত ক'রে দেবে। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত জনগণ মনোধর্ম্ম-জীবী ন'ন; তর্কপন্থীরাই মনোধর্ম্মজীবী, তাই তা'রা সংশয়াত্মা, তা'দের নশ্বরতা অবশ্যম্ভাবী; তা'দের সাফল্য নাই। তা'দের আপাত সাফল্যের প্রতিবিম্বও তা'দের পতনেরই পূর্ব্বাভাস। মনোধর্ম্মজীবী—ভোগী বা নির্ব্বিশেষবাদী ত্যাগী। তা'রা কাল্পনিক প্রদেশে লম্ফ প্রদান বা অজ্ঞাত নিরাকার প্রভৃতি ভূমিকা রচনা করে। তা'রা লাফিয়ে গিয়ে কোন্ জায়গায় পড়্বে তা'র ঠিকানা নাই—"লাগে তা'ক্ না লাগে তুক্" বিচার ক'রে অন্ধকারে হাতড়াতে থাকে। আমরা তা' নই; আমরা Transcendental positivists (পারমার্থিক আস্তিক্যবাদী)—আমরা সকল লোকের অনুগ্রহ পা'ব—জোর ক'রে তাঁ'দের অনুগ্রহলাভে দাবি কর্ব—ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের বাস্তববাণী অযাচক সকলকে হাতে পায়ে ধ'রে জানিয়ে দেব—সকলেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় উদ্ভাসিত হ'বে। 'সত্যকে আশ্রয় করা' মানে—চেতনময়তা লাভ করা। সেই চেতনময়তায় সমগ্র বিশ্ব উদ্বুদ্ধ হউক। জগতে যুক্তবৈরাগ্যের বিচার প্রচারিত হউক। সকল বৃত্তি, সকল ব্যাপার, লৌকিকী বৈদিকী যাবতীয় ক্রিয়া ভগবদ্-ভক্তির কৈঙ্কর্য্য করুক, তা' হ'লেই বিশ্ব পূর্ণ সুখময় ধাম হ'বে।

এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এত আছে, আমি যদি দশ দিন দশ রাত্রি একমুহূর্ত্তও বিরত না হ'য়ে এ সকল কথা আপনাদের কাছে ব'লে যাই, তা' হ'লেও আমার পিপাসার নিবৃত্তি হ'বে না। আমি একটা ভোগী—আমি ত্যাগীর পোষাকপরা একটা যথেচ্ছাচারী; আমার মুখে এত বড় কথা শোভা পায় না। কিন্তু আমার আশা আছে, আমার কাজ পিয়নের মত; পিয়ন যেরূপ বহু মূল্যবান্ ইন্সিওর্ড দ্রব্য ও বহুমূল্য টাকার মণিঅর্ডার নিজে মালিক না হ'লেও তা' বহন করতে পারে, সেই সকল মুদ্রার অধিকারীদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে, আমিও তেমনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের পিয়নসূত্রে

আপনাদের উর্দ্ধ্বক্ষেত্রে—পরমোন্নতক্ষেত্রে সমগ্র মনুষ্যজাতির কাছে বাস্তব-সত্যের কথা পেঁৗছে দেবার বড় আশা পোষণ করি। যাঁ'র আধার আছে, যিনি অধিকারী, তিনি গ্রহণ কর্‌বেন। যাঁ'দের অন্য বিচার, তাঁ'রা বল্‌বেন,—আমরা ঐরূপ ধর্ম্মের কথা শুন্‌তে চাই না। তাঁ'দের ওরূপ বল্‌বার অধিকার আছে। তাঁ'রা ঐ কথা যত বল্‌বেন, ততই চেতনের কথা বল্‌বার জন্য আমাদের উৎসাহ অধিকতর বৃদ্ধি পাবে। চেতনধর্ম্মের যে-সকল কথা অবিমিশ্রভাবে এসে উপস্থিত হয়, তাহা যেন কীর্ত্তনমুখে বল্‌বার যোগ্যতা লাভ হয়,—আপনারা এরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। আমার ভাষাজ্ঞান নাই—কিন্তু এ সকল কথা বল্‌বার প্রবৃত্তি প্রচুর পরিমাণে আছে। আমার আশা আছে,—আপনাদের কৃতিত্বের কাছে এ সকল কথা পেঁৗছিয়ে দিতে পার্‌লে নিশ্চয়ই সুফল ফল্‌বে। আমাদের অন্য কোন কৃত্য নাই, কেবল কীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র কৃত্য, জড়ের কীর্ত্তন নয়—চৈতন্য কীর্ত্তন। হরিকথার দুর্ভিক্ষ আমাদিগকে—মানবসমাজকে যেরূপভাবে গ্রাস কর্‌ছে, তা'তে অন্য সব কাজ ছেড়ে দিয়ে আমাদের কীর্ত্তন-ভাগীরথী জগতে সেচন করা ছাড়া আর অন্য কোন কৃত্য নাই। মায়া প্রবল হ'লে আমরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারা মেপে' নেবার চেষ্টা করি। বাল্যকাল হ'তে এ সকল বস্তুর আলোচনা হ'লে অদ্বিতীয় বস্তু ভগবানের সেবা ব্যতীত আমাদের দ্বিতীয় বস্তুর সেবাকে অধিকতর আদরণীয় মনে না ক'রবার অনেকটা সুযোগ উপস্থিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেব যে বিদ্বদ্‌রূঢ়ির কথা ছেলেদের কাছে ব'লেছেন, যেই শব্দের বিদ্বদ্‌রূঢ়ি লৌকিক ভাষার মধ্য হ'তে আকর্ষণ ক'রে সুকুমারমতি বালকদের নিকট ধারাবাহিকভাবে আচারবন্ত পারমার্থিক শিক্ষকগণের দ্বারা উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে "ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট" প্রতিষ্ঠিত হ'ল। যাঁ'রা মনে করেন, উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে কিরূপে পারমার্থিকতার কথা সংরক্ষিত হ'তে পারে, তাঁ'দেরও "ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের" শিক্ষাপ্রণালী যথেষ্ট আলোক দান ক'র্‌বে। আমার এ বিষয়ে অনেক কথা বল্‌বার আছে। সময় অধিক হ'য়ে যাচ্ছে ব'লে আমি মাত্র দু'একটি দিক্‌ দিয়ে সামান্য একটুকু কৈফিয়ৎ দিলাম। অসংখ্য বিচারের দ্বারা এই বাস্তব-সত্যের কথা বলা যেতে পারে।

———

গৃহপ্রবেশ

[গত ২৭শে চৈত্র (১৩৩৭), ১০ই-এপ্রিল (১৯৩১) শুক্রবার প্রাতে শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল ঘোষের নবনির্ম্মিত গৃহে প্রদত্ত]

পরমহংসকুলের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতেই গৃহান্ধকূপে পতিত হওয়ার যোগ্যতা বিনষ্ট হয়, আর সেই মুক্তকুলের প্রকৃষ্ট সঙ্গ ফলেই পারমার্থিক গৃহস্থ হইবার যোগ্যতা লাভ হয়। যাঁহারা অনুক্ষণ অভিন্ন-বিচারে শ্রীমদ্ভক্তভাগবত ও শ্রীমদ্‌গ্রন্থ-ভাগবত আলোচনা না করেন, তাঁহারা কখনই গৃহে মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না। যাঁহারা ভাগবতের কৃপায় অনুক্ষণ সঞ্জীবিত না থাকেন, তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের নিম্নোদ্ধৃত দুইটি কথার অর্থই বুঝিতে পারেন না, যে দুইটী কথা পারমার্থিক জীবনের ধ্রুবতারা—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥*

গৃহে প্রবেশ করা বৈষ্ণবমাত্রেরই কর্ত্তব্য, কারণ তাহাতে সুষ্ঠু হরিভজন হয়; গৃহব্রতধর্ম্মে তাহা হয় না। 'কৃষ্ণসেবা করিব' সংকল্প করিয়া গৃহে প্রবেশ করাই শ্রেয়ঃ, ফল্গু মর্কটবৈরাগ্য অপেক্ষা তাহা অতুলিত গুণে শ্রেষ্ঠ। ফল্গুবৈরাগ্য আদৌ শ্রেয়ঃসাধক নহে। হরিভজনের অনুকূল সংসার হইলে সেইরূপ গৃহস্থাশ্রমই গ্রহণীয়; আর যদি প্রতিকূল সংসার হয়, তাহা হইলে সেইরূপ গৃহান্ধকূপ পরিত্যাজ্য। ফল্গুবৈরাগ্যের Gymnastic feat (ব্যায়াম কৌশল) দেখাইবার জন্য যদি গৃহের প্রতি বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেইরূপ গৃহপরিত্যাগ কখনই শ্রেয়ঃ নহে। ঐরূপ অপক্ক বৈরাগী দুই দিন পরেই পতিত হইয়া যায়। পারমার্থিকের গৃহপ্রবেশ ও মঠ-প্রবেশে কোন ভেদ নাই। কিন্তু গৃহব্রতের গৃহ প্রবেশ ও কৃষ্ণব্রতের গৃহ প্রবেশের সহিত যেন মুড়িমিশ্রি এক করিয়া ফেলা না হয়। গৃহব্রতসম্প্রদায় একথা বুঝিতে পারে না। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় জীবন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গক্রমে গৃহব্রতধর্ম্ম সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। যাহারা কেবল বহির্জ্জগতের নীতি অবলম্বন করিয়া গৃহে প্রবেশ করে, তাহারা গৃহব্রত-ধর্ম্মেই অধিকতর

---

* এই শ্লোকদ্বয়ের অনুবাদ ১৯ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

নিবিষ্ট হয়। ভগবদ্ভক্তের সন্ন্যাসশ্রম গ্রহণ যেরূপ প্রয়োজন, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তের গৃহস্থাশ্রমগ্রহণ এবং গৃহপ্রবেশও পরম প্রয়োজন। ভগবদ্ভক্তের গৃহপ্রবেশই বাঞ্ছনীয়, অভক্তের গৃহপ্রবেশ কর্ত্তব্য নহে। ভগবদ্ভক্ত গৃহে প্রবেশ করিলে জানিতে হইবে, তিনি মঠপ্রবেশই করিয়াছেন। অনুক্ষণ অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন করিবার জন্যই গৃহপ্রবেশ করিতে হইবে। অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য—ইহা হইতে পারমার্থিক গৃহস্থ সর্ব্বদা দূরে থাকেন। উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, অনুক্ষণ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ পালন; অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ, স্ত্রৈণভাবালম্বন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ এবং কৃষ্ণের অভক্তের দুঃসঙ্গত্যাগ, পৃথু অম্বরীষাদি সাধু আচরিত মহাজনগণের সদাচারানুষ্ঠান, লৌকিকী বৈদিকী যাবতীয় ক্রিয়া হরিসেবার অনুকূলভাবে অনুষ্ঠান, বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদর ও উপস্থের বেগ ধারণ করা পারমার্থিক গৃহস্থের কর্ত্তব্য। শ্রীউপদেশামৃতের এই সকল উপদেশে উদাসীন থাকিলে গৃহপ্রবিষ্ট পুরুষ পশু প্রকৃতিতে উপনীত হইয়া গৃহস্থধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত এবং গৃহব্রতধর্ম্মে অত্যধিক আসক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং 'গৃহব্রতধর্ম্ম' বা ফল্গুবৈরাগ্য গ্রহণ না করিয়া হরিভজনের জন্য পারমার্থিক গৃহস্থধর্ম্ম যাজন করিব, কৃষ্ণের প্রহরীরূপে কৃষ্ণভজনের অনুকূল শক্লবিত্ত সঞ্চয় করিব—এইরূপ সংকল্প করিয়া পারমার্থিকগণ গৃহে প্রবিষ্ট হ'ন। দুর্নৈতিক হইলে হরিভজন হয় না, বা কেবল নীতির দ্বারাও হরিভজন হয় না। পাপকার্য্য সংগ্রহ করিলে ত' হরিভজন হইবেই না, পুন্য-সংগ্রহেচ্ছা থাকিলেও হরিভজন হইবে না। পুণ্যকে শেষ সীমা মনে করিয়া যে সকল ব্যক্তি ভোগী ও কর্ম্মবীর হইবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করে, তাহাদের সেই দুর্ব্বুদ্ধি হইতে মুক্ত হইয়া ঐকান্তিক হরিভজনের জন্য গৃহস্থধর্ম্ম যাজন করিতে হইবে। নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য প্রয়াস করিলে ভোগী গৃহব্রত হইয়া পড়িতে হইবে; কিন্তু কৃষ্ণসেবার জন্য নিখিল প্রয়াস করিলে মঙ্গল হইবে। নিয়মাগ্রহ বা নিয়ম অগ্রহ থাকিলে গৃহব্রত হইয়া যাইতে হইবে। অনেকে মনে করিতে পারেন, গৃহে প্রবেশ করিয়া ঘর দরজা দিয়া মালা জপ (?) করিলেই ত' মঙ্গল হইবে, আমরা পারমার্থিক গৃহস্থ বলিয়া প্রচারিত হইতে পারিব; কিন্তু কয়েকদিন এইরূপ মালা নিতে নিতেই কুবিষয়ান্ধকূপে পতিত হইতে হইবে। পরমহংসকুলের শ্রীমুখ হইতে শ্রুত কথার যদি অনুকীর্ত্তন না করি, তদনুরূপ জীবন গঠিত না করি, তাহা হইলে গৃহব্রত ধর্ম্মে পতিত হইয়া যাইতেই হইবে।

যাঁহারা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে অনুক্ষণ কৃষ্ণভজন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সুযোগ প্রদানের জন্য গৃহস্থ ভক্ত অনুক্ষণ চেষ্টা করিবেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বর্ত্তমানে যে-কার্য্য করিতেছেন—নিখিল মানবজাতির যাহাতে হরিভজন হয়, তজ্জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন—বহু বহু গ্যালন রক্ত খরচ করিতেছেন, তাঁহাদের সেই সেবা-কার্য্যের সুযোগ প্রদানে যিনি যতটা ঔদাসীন থাকিবেন, তিনি ততটা গৃহব্রতধর্ম্মে প্রবিষ্ট আছেন, জানিতে হইবে; আর যাঁহারা পারমার্থিক গৃহস্থ, তাঁহারা নিজের স্ত্রী পুত্রের জন্য যেরূপ প্রচুর পরিমাণে পরিশ্রম করেন, তদ্রূপ হরিসেবার জন্যও প্রচুর পরিমাণে চেষ্টা করিয়া থাকেন। নিজ স্ত্রী-পুত্রাদি ভগবদ্ভজন করিতেছেন জানিলে তাহাদের পোষণ করেন, নতুবা দুধ-কলা দিয়া সাপ পোষণ করেন না, তাহাদের সঙ্গ প্রতিকূল জানিয়া তফাৎ হইয়া যান। পারমার্থিক গৃহস্থগণ বিষয়-সুখের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন,তাঁহারা ২৪ ঘণ্টা হরিসেবার জন্য ব্যস্ত, তাঁহারা কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট—সর্ব্বক্ষণ রকমে রকমে হরিসেবা করিতেছেন। গৃহস্থ ভক্তগণ পারমার্থিক নীতিকেই বহুমানন করেন, লৌকিকী নীতির তাঁহাদের দ্বেষ বা রাগ নাই। সমস্ত নীতিই তাঁহাদের সেবাময়ী বুদ্ধিতে পারমার্থিকী নীতিতে পর্য্যবসিত হয়।

তোণ্ডারড়িপুপাড় আলোয়ার কাল্লুব-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিভক্তি প্রচার করিতে করিতেও পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ তিনি ডাকাতি করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু পারমার্থিকী নীতি তাঁহার হৃদয়ে প্রাধান্য লাভ করায় তিনি ডাকাতিকেও হরিসেবার অনুকূলে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন। সমস্ত পরিশ্রম হরিসেবায় নিযুক্ত করিবার কৌশল ভগবদ্ভক্তগণই জানেন। যেমন জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয় বহু পরিশ্রম-লব্ধ—যেরূপভাবেই হউক, সংগৃহীত অর্থ হরিসেবার অনুকূলে নিযুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার অতি অল্পসময়ের মধ্যে যে বৃত্তি আসিয়া উপস্থিত হইল,—অনন্তকোটি জীবের মধ্যে একটীরও যে সুবুদ্ধি হওয়া কঠিন, অকস্মাৎ তাঁহার সেই সুবুদ্ধি হইয়া গেল। তিনি সমস্থ হরিসেবায় সমর্পণ করিয়া গেলেন তাঁহার সংসারের লোকেরা যদি হরিসেবা করেন, তবে তাঁহারা ভগবৎপ্রসাদস্বরূপ ভগবদুচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে পারিবেন—এইরূপ তাঁহার বিচার হইয়াছিল। এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার লাভ লোকসান সমস্তই হরিসেবায় নিযুক্ত হইয়া গেল; তিনি নিজে কোন প্রকার পাপ-পুণ্যের ভাগী হইলেন না। পরমেশ্বর বস্তুকে বঞ্চিত করিয়া নিজের পাপ-পুণ্য, ভোগ বা ত্যাগ,

ন্যায় বা অন্যায়, যে কিছু করিবার চেষ্টা হইবে, তাহাতে ন্যায়-অন্যায়ের ফলভোগ করিতেই হইবে। কিন্তু পরমেশ্বর বস্তু সমস্ত ফল পাইলে জীবের ন্যায়-অন্যায়ের ফলভোগী হইতে হয় না। মানুষ ডাকাতি করে—নিজের ভোগের জন্য, কিন্তু ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু আলোয়ারের সেই ডাকাতি বিষ্ণুর কার্য্যে লাগিয়া যাওয়ায় তাঁহাকে ডাকাতির ফলভোগ করিতে হইল না। অর্থার্জ্জন করিতে গিয়া জগবন্ধু বাবুর যে অপরিহার্য্য অন্যায়াদি স্বীকার করিতে হইয়াছিল, সেই সমস্ত অসুবিধার পূরণ হইয়া গেল যখন সমস্ত ন্যায়-অন্যায়ের ফল পরমেশ্বর বস্তুর সেবানুকূল্যে নিযুক্ত হইল। তাই বলিয়া নাম-বলে পাপাচার করিতে হইবে না। যেহেতু ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু আলোয়ার ডাকাতিকে হরিসেবায় নিযুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন, সেইহেতু সকলেই ডাকাতি করিয়া হরিসেবা করিবেন—এইরূপ বিচার নাম-বলে পাপ-প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত। জগবন্ধু বাবুর বিষয়-কার্য্য দৈবাৎ হরিসেবানুকূল্যে নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া আমাদিগকে পূর্ব্বে বিষয়ী হইয়া তৎপরে হরিসেবক হইতে হইবে—এরূপ বিচার ভক্তির প্রতিকূল। যদি দৈবক্রমে কাহারও কোন পূর্ব্বসংস্কারজাত আচরণ হরিসেবায় নিযুক্ত হইয়া পড়ে, তবে সেই আচরণ সাধারণের পক্ষে বিধি, নিয়ম বা আদর্শ হইতে পারে না। যদিও তোণ্ডার-ড়িপ্‌পড়ি আলোয়ারের পাপকার্য্যাদি লইয়া—যদিও মঙ্গলামঙ্গল সব লইয়া জগবন্ধুর সেবা-কার্য্য, তথাপি তাঁহাদের কোন বিশেষ সুকৃতিফলে পরমেশ্বর বস্তুতে সমস্ত নিযুক্ত হওয়ায় সুবিধা হইয়া গেল।

কর্ম্মাগ্রহিতা—অকর্ম্মণ্য। কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা কখনও জীবের মঙ্গল হয় না, উহা ফুটবলের মত একবার জীবকে উপরে, আর একবার নীচে চঞ্চল করিয়া তুলে। পাপের কশাঘাত গ্রহণ করিতে করিতে জীবের পুণ্যে প্রবৃত্তি আবার পুণ্যের আকাশ-কুসুমে প্রতারিত হইতে হইতে পাপ-প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়; এইজন্য ত্যাগের পন্থা—মোক্ষপর্য্যন্ত ত্যাগ করিবার যে স্পৃহা, তাহাই ভগবদ্ভক্তির বৃত্তিবিশেষ বলিয়া পরিজ্ঞাত।

পারমার্থিকের মঠ-প্রবেশ ও গৃহ-প্রবেশ একই শ্রেণীর। পারমার্থিক সর্ব্বদা সাবধান থাকেন; যে কার্য্য করুন না কেন, তাহাতে যেন তাঁহার পরমেশ্বর উপাসনা হয়, তাহা সয়তানের উপাসনা বা নিজের ভোগে যেন না লাগে।

———

পারমার্থিক সম্মিলনীতে শ্রীশ্রীল-প্রভুপাদ-প্রদত্ত চতুর্থ দিবসের অভিভাষণ*

আমরা গতকল্য দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সম্বন্ধজ্ঞান- বিষয়ক আলোচনা আরম্ভ ক'রেছিলাম, তৎপরবর্ত্তী কতকগুলি কথা আজ বল্‌ব। আমাদের বক্তব্য ছিল—আত্মজিজ্ঞাসা। 'আত্ম'-শব্দের অর্থ—"আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ"—আত্মা পরমাত্মারই অংশবিশেষ; বৃহদাত্মা—পরমাত্মা, হরি। 'আততত্ব'-শব্দের 'তন্‌' ধাতু বিস্তার অর্থে ব্যবহৃত এবং 'মাতৃত্ব'—মাতা যেরূপ পালন করেন, হরি তেমনই পালনকর্ত্তা। অথবা মাতার পালন-কর্ত্তৃত্ব হরির মাতৃত্ব বা পালনধর্ম্মের অতি সামান্য বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। উদ্ভব ও বিনাশ-কার্য্যের মধ্যস্থানে যে স্থিতি বা সত্তা, তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা—বিষ্ণু বা সত্ত্বতনু হরি। পরমাত্মাকর্ত্তৃক সত্ত্ব-সমূহ পালিত হয়—বিনষ্ট হয় না—'আততত্ব'-শব্দে বিস্তৃতি লক্ষ্য করে। শ্রুতি বলেন,—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥

জীবাত্মাকে কেশাগ্রের শতভাগের শতাংশতুল্য সূক্ষ্ম জানিতে হইবে, অর্থাৎ জীবাত্মা অতি ক্ষুদ্র—অণুচেতন। "স চানন্ত্যায় কল্পতে"। বিভুচেতনে যে-সকল গুণ, উহাই অণুরূপে জীবাত্মায় বর্ত্তমান। বিভুতে যা' আছে, তা' অণুতেও আছে। কিন্তু বিভু কখনও অণু নয়, অংশী কখনও অংশ, কলা, বিকলা নয়। অনেক সময় পরমাত্মাও 'আত্ম-শব্দে সংজ্ঞিত হয়, অনেক সময় জীবও 'আত্ম'-শব্দে লক্ষিত হয়।

'জিজ্ঞাসা' শব্দে—জানিবার ইচ্ছা। আত্মবিষয়ক জিজ্ঞাসা; খণ্ডবস্তুর বা খণ্ডকালের জিজ্ঞাসার কথা হচ্ছে না; সমগ্র বস্তু ও পূর্ণকালকে লক্ষ্য ক'রে বলা হচ্ছে। 'আত্ম'-শব্দের দ্বারা নিজকে নিজে সংরক্ষণ করিতে সমর্থ, ইহা বুঝায়। যা' সমর্থ নয়, তা' 'আত্ম' শব্দে ব্যবহৃত হ'তে পারে না।

---

* পারমার্থিক সম্মিলনীতে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম দিবসের অভিভাষণ "শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত" দ্বিতীয় প্রবাহের ১৩—১৭ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় দিবসের অভিভাষণ ১৭—২৭ পৃষ্ঠা ও ৪৪—৪৮ পৃষ্ঠা, এবং তৃতীয় দিবসের অভিভাষণ ৪৮ পৃষ্ঠা—৫৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বল্পতা বা বৃহত্ত্ব-নির্ব্বিশেষে আত্মশব্দের ব্যবহার। অদ্য আত্মবিষয়ক জ্ঞানলাভের কথা হ'চ্ছে।

জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার মধ্যবর্ত্তি-স্থানে 'জ্ঞান' অবস্থিত। কেবল-জ্ঞাতা ও কেবল-জ্ঞেয়ের মাঝখানে কেবল-জ্ঞান বর্ত্তমান। অন্য তৃতীয় ব্যাপার যদি মাঝখানে দাঁড়ায়, তা' হলে জ্ঞান হ'বে না। যা' থেকে জ্ঞান লাভ হয়, বোধের প্রমাণ-স্বরূপ যা' আছে, তা' কেবল চেতন, চিদ্‌চিন্মিশ্র ও অচেতন—এই তিন প্রকারের হ'তে পারে। মাঝখানে যদি চেতনের সহিত চেতনাভাব অন্য বস্তু আসে, তবে সেটা মিশ্র চেতন।

চেতনের বিপরীত—অচিৎ। যখন জ্ঞেয়—অচিৎ, জ্ঞাতা—অচিন্মিশ্র, তখন চিদচিন্মিশ্র জ্ঞাতার জ্ঞানও—অচিতের জ্ঞান, তখন কেবল-জ্ঞানের ক্রিয়ার সুষুপ্তি অবস্থা—শুদ্ধ জ্ঞাতৃত্ব লুপ্ত। জ্ঞেয় বস্তুর যদি কিছু চেতনতা থাক্‌ত' তবে তা'র স্বতন্ত্রতা ব্যবহার ক'রত।

আত্মজিজ্ঞাসা—'আমি কে'—এই প্রশ্ন যখন বদ্ধজীব (Conditioned Soul) জিজ্ঞাসা করেন, আমি স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণযুক্ত হ'য়েছি, চিদচিন্মিশ্র-ভাবাপন্ন হ'য়েছি, আমার জ্ঞাতৃত্ব-ধর্ম্ম—যা'কে অবলম্বন ক'রে জান্‌ব, তা' চিদচিন্মিশ্র, তখন চিদচিন্মিশ্র জ্ঞান মাত্র লাভ হ'বে। জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা যদি কেবল-চেতন হয়, তবেই পূর্ণজ্ঞান লাভ হ'তে পারে। জ্ঞাতা যদি বহির্জ্জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে, তবে ন্যূনাধিক মিশ্রজ্ঞান লাভ হয়।

পরমাত্মা ও ব্রহ্ম—একই বস্তু। ব্রহ্মের ভাব অদ্বিতীয় বৃহত্তত্ত্ব মাত্র, ব্যাপক পরমাত্ম-প্রতীতিবৈশিষ্ট্য তা'তে নাই। প্রকৃতিজাত খণ্ডিত পদার্থ সমস্তই ব্রহ্ম-প্রতীতি-বর্জ্জিত। অখণ্ড ব্রহ্মে কোন খণ্ডিতভাব আরোপ করা যা'বে না।

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত—উভয়ধর্ম্ম পরমাত্ম-প্রতীতিতে অবস্থিত। ব্রহ্মে খণ্ডিতভাব বাদ দেওয়া হয়—নিঃশক্তিক বিচার। পরমাত্মার চিদচিৎ-শক্তি-বিচার এসে গেছে। যেখানে নিঃশক্তিক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বিচার, সেখানে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন—এই বিশেষধর্ম্ম নষ্ট হয়। বৃহত্ত্বের এক অংশ—প্রকাশ-রহিত নির্ব্বিশেষ ও আর এক—চিৎপ্রতীতি স্বপ্রকাশ পূর্ণ সবিশেষ।

জিজ্ঞাসুর দুই প্রকার শ্রেণী। এক শ্রেণী বলেন,—তাঁরা পূর্ব্বে জানেন না, পরে তাঁদের জানা আরম্ভ হয়। আর এক শ্রেণীর জান্‌তে জান্‌তে পরে জানা থেমে যা'বে। 'আত্ম-জিজ্ঞাসা'-শব্দে—অন্বয়ভাবে 'আত্ম' ও 'ব্যতিরেক-ভাবে 'অনাত্ম' জিজ্ঞাসা উভয়ই লক্ষিত হ'চ্ছে।

ব্রহ্মে যে নির্ব্বিশেষ-বিচার, তা'তে ইহ জগতের ধর্ম্মের অভাবমাত্র বলা হ'চ্ছে। সবিশেষবাদী বলেন,—নির্ব্বিশেষবাদও একটা অসংখ্য চিদ্বিশেষের অন্যতম। প্রাকৃত সবিশেষের অভাবরূপ বিশেষ—নির্ব্বিশেষবাদে বর্ত্তমান। একই বস্তুর নিঃশক্তিক ও সশক্তিক-বিচার বর্ত্তমান যেখানে, সেখানে পরমাত্মার বিচার।

পরমাত্ম-বিচারে নির্ব্বিশেষের বিপরীত ভূমা, বিরাট্ বিশ্বরূপ বিচার। পতঞ্জলির "ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা", "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" প্রভৃতি কথা ব্রহ্ম-বিচার হ'তে একটুকু পৃথক্। তা'তে বিবর্ত্তাশ্রয়ে সব বস্তুর মিথ্যাত্ব স্বীকৃত হয় নাই। পরমাত্মার সশক্তিক-বিচারে অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা শক্তির পরিচয় আছে। অঙ্গ ও অঙ্গী-বিচারে যাহার অঙ্গ, সে অঙ্গী; অঙ্গীর অঙ্গ, রূপ ও রূপী, শক্তি ও শক্তিমান্—প্রথমটির দ্বারা দ্বিতীয়টি পরিচিত। বস্তু—এক, শক্তি—অসংখ্য। নিঃশক্তিক বিচার এইরূপ বিচার হ'তে দূরে—স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরহিত—জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞানবিশেষ নাই।

কতকগুলি লোক Cessation of conception and perception (ধারণা ও অনুভূতিশূন্যতা) কেই লক্ষ্য বস্তু মনে করেন। শাক্যসিংহের পরবর্ত্তিকালে চিদ্রাহিত্য বা অচিন্মাত্রবাদ এবং তৎপরে জ্ঞান-সাহিত্যই স্বীকৃত। কেবল-জ্ঞানই থাক্‌বে; দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন থাক্‌বে না।

পরমাত্মা—পরিমাণগত একে বিভু, অপরটি ভগ্নাংশ অণু। বহিরঙ্গা শক্তিতে কালক্ষোভ্য ভাব, একত্বের বিরুদ্ধ দ্বৈতভাব বর্ত্তমান। অন্তরঙ্গা শক্তিতে নিত্যত্ব উপাদেয় অদ্বয়বিচিত্রতা ভাব বর্ত্তমান। বহিরঙ্গা শক্তিতে ক্লেশ, অন্তরঙ্গা-শক্তিতে সমস্তই শুদ্ধ অবিমিশ্র।

অচিদংশকে যদি বর্জ্জন করি, সূক্ষ্মদেহের বিচারকেও যদি বাদ দেই, তা' হ'লে শুদ্ধচেতনের বিচারে উপস্থিত হই। যখন আমরা শুদ্ধ চেতনের বিচারে উপস্থিত হই, তখন বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হই না। কিন্তু যখন সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহ উভয়কে সংযুক্ত ক'রে আলোচনা করি, তখন চিদচিন্মিশ্রভাব, কর্ম্ম-বিচারে হঠযোগ ও জ্ঞান-বিচারে রাজযোগের কথা জানি—চিদচিন্মিশ্রভাবে উপদিষ্ট হই।

যখন ভগবৎ-প্রতীতি হয়, তখন কেবল চিদণু বিভুচিৎকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়, বস্তুর শক্তির অংশ বা ভেদ লক্ষিত হয়। গুণমায়া রচিত যে-সকল উপকরণ, সেগুলি এক, দুই, বহু অঙ্ক (numerals) সৃষ্টি করে। দ্রষ্টায় ভেদ, দৃশ্যে ভেদ, দর্শনে ভেদ—বহুত্ব দর্শন—বিভিন্ন আধারে প্রতিবিম্বিত এক

বিম্বের বহু প্রতিবিম্ব উপস্থিত হয়। অন্তরঙ্গা শক্তির রাজ্যে একতাৎপর্য্যপর হওয়ায় ১, ২, ৩, ৪, বৈচিত্র্যপর পরস্পর বিবদমান (Contending) নয়; এ জগৎ যেমন পরস্পর বিবদমান, পরিবর্ত্তনশীল ও নশ্বরধর্ম্মযুক্ত, সেরূপ অন্তরঙ্গা শক্তির নিত্য চিদ্‌বৈচিত্র্য নহে। নশ্বরতা বা ধ্বংসশীলতা নিত্য মাতৃত্বধর্ম্মের স্বরূপ নহে—বিষ্ণুর প্রতীতি নহে—বিষ্ণুমায়ারচিত চিৎ-প্রতিকৃতি মাত্র। এ জগতে বিভিন্নবস্তু—নশ্বর, উহা 'আত্ম'-শব্দ-বাচ্য নহে, উহা অনাত্ম, অনিত্য।

জীবাত্মা—অনাত্মা নহে। নাস্তিক বলেন,—জীবাত্মা—অনাত্মা। আস্তিক বলেন,—জীবাত্মা নিত্য আত্মবস্তু—শুদ্ধস্বরূপে অবিমিশ্র চেতনবস্তু—পূর্ণচেতনের শক্তিরূপ অণু-অংশ—পূর্ণ চেতনের নিত্য অধীন বা বশ্য।

ভগবানের এক প্রকার অঙ্গ অন্তরের, আর এক প্রকার অঙ্গ বাহিরের। বাহিরের অঙ্গে পূর্ণ জ্ঞানের বাধা, কালক্ষোভ্য ধর্ম্ম বর্ত্তমান; বাহিরের অঙ্গ হইতেই জগৎ। জগতে গমনশীলতাধর্ম্ম, জাগতিক বস্তু কর্পূরের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হয়। জগতে পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্ম র'য়েছে—শিশু, যুবা, বৃদ্ধ হয়—মৃত্যুগ্রস্ত হয়—বাসনার দ্বারা চালিত হ'য়ে ভিন্ন স্তরে নীত হয়—ওজঃ বীর্য্য-দ্বারা মাতৃ-কুক্ষিতে জন্মগ্রহণ করে।

আত্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য—এ স্থলে অনাত্মজিজ্ঞাসা নহে। গীতার ২য় অধ্যায়ে,—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ *

---

* জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নরগণ যেমন অপর নব-বসন পরিধান করে, দেহীও তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করতঃ অভিনব দেহ ধারণ করিয়া থাকে। জীবাত্মা অস্ত্র-শস্ত্রাদিতে ছিন্ন হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না, জলে ক্লেদিত হন না এবং বায়ুদ্বারাও শুষ্ক হন না। এই জীবাত্মা—অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য; ইনি—নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু ও অচল অর্থাৎ স্থিরতর; ইনি—সনাতন অর্থাৎ সদা বিদ্যমান।

গীতার ৭ম অধ্যায়ে,—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ *

—ইত্যাদি শ্লোকে জীবের পরিচয় উক্ত হ'য়েছে। সেই জীব বদ্ধভাবাপন্ন হ'য়ে একপ্রকার, মুক্ত হ'য়ে আর এক প্রকার, আর উভয়যুক্ত ধর্ম্মে তটস্থ। একটি যষ্টি বা শঙ্কুর (Gnomonএর) দুইটি দিক্—একদিকে এক নাম, অপর দিকে অন্য নাম।

---

* ভগবৎস্বরূপ ও ভগবদৈশ্বর্য্য-জ্ঞানের নামই 'ভগবজ্-জ্ঞান'। তাহার বিবৃতি এই যে, 'আমি—সদা স্বরূপসংপ্রাপ্ত শক্তিসম্পন্ন তত্ত্ববিশেষ ; ব্রহ্ম—আমার শক্তিগত একটি নির্ব্বিশেষ ভাবমাত্র ; তাহার স্বরূপ নাই,—সৃষ্ট-জগতের ব্যতিরেক চিন্তাতেই তাহার সাম্বন্ধিক-অবস্থিতি। পরমাত্মাও জগন্মধ্যে আমার শক্তিগত আবির্ভাব-বিশেষ ; ফলতঃ তাহাও অনিত্য-জগৎ-সম্বন্ধি তত্ত্ববিশেষ, তাহারও 'নিত্য' স্বরূপ নাই। আমার ভগবৎ-স্বরূপই 'নিত্য' তাহাতে আমার শক্তির দুই প্রকার পরিচয় আছে ; শক্তির একটি পরিচয়ের নাম—'বহিরঙ্গা' বা 'মায়াশক্তি'। জড়-জননী বলিয়া তাহাকে 'অপরা শক্তি'ও বলা যায় ; আমার এই অপরা বা জড়-সম্বন্ধিনী শক্তির মধ্যে তত্ত্ব-সংখ্যা লক্ষ্য করিবে ; ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচটি মহাভূত এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পাঁচটি তন্মাত্র ; এই প্রকার দশটি তত্ত্ব গৃহীত হয়। অহঙ্কার-তত্ত্বে তাহার কার্য্যভূত ইন্দ্রিয়সকল ও কারণভূত মহত্তত্ত্ব গৃহীত হইবে। বুদ্ধি ও মনের পৃথগুক্তি—কেবল তত্ত্বসমূহের মধ্যে তাহাদের প্রাধান্য-মতে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য থাকা-প্রযুক্ত, ফলতঃ তাহারা—এক'তত্ত্ব। এই সমুদায়ই আমার বহিরঙ্গা-শক্তিগত। এতদ্ব্যতীত আমার একটি 'তটস্থা প্রকৃতি' আছে, যাহাকে 'পরা প্রকৃতি' বলা যায়। সেই প্রকৃতি—চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা ; সেই শক্তি হইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে চৈতন্যবিশিষ্ট করিয়াছে। আমার অন্তরঙ্গা-শক্তি-নিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গা-শক্তি-নিঃসৃত জড়জগৎ—এই উভয় জগতের উপযোগী বলিয়া জীবশক্তিকে 'তটস্থা শক্তি' বলা যায়।

যখন আমি 'প্রভু' সাজ্‌তে চাই, অন্যের উপর প্রভুত্ব কর্‌তে চাই, তখন প্রকৃতির বশ হই, মায়াবাদী হই। বৌদ্ধগণকে প্রকৃতিবাদী বা মায়াবাদী বলা হয়। শ্রৌতব্রুব মায়াবাদিগণ আধ্যক্ষিকতা ও প্রচ্ছন্ন তার্কিকতা অবলম্বন করায় 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' নামে অভিহিত।

চিৎসমন্বয় শুদ্ধাদ্বৈতবিচারে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীধর স্বামিপাদ—শুদ্ধাদ্বৈতবাদী। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ শ্রীধর স্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবিচারকে বিদ্ধ বিচারে পরিণত কর্‌বার জন্য সচেষ্ট। ইহা বিদ্ধাদ্বৈতবাদিগণের অসদভিপ্রায়। সর্ব্বজ্ঞ মুনি শঙ্করাচার্য্যের বহু শত বৎসর পূর্ব্বে মাদুরা জেলার কল্যাণপুর গ্রামে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। তা' কালপ্রভাবে অভক্ত-মোহনকল্পে বিকৃত হ'য়ে কেবলাদ্বৈতবাদে প্রাধান্য লাভ ক'রেছে। এমন কি, শ্রীপাদ শঙ্করের পর সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনির সহিত সর্ব্বজ্ঞ মুনির একটা গোঁজামিল দিয়ে লোকের চক্ষে ধাঁধাঁ লাগাবার চেষ্টা পর্য্যন্ত হ'য়েছে !

বস্তুর অংশ-বিচারে বিকার-বাদের হেয়তা প্রবল হ'বে, এজন্য শ্রীল লক্ষ্মণদেশিকের শক্তিবিচার শ্রীগৌরসুন্দর অনুমোদন ক'রেছেন। বস্তুর বিকার এই জগৎ নহে, পরন্তু বস্তুর বহিরঙ্গা শক্তির বিকার, ইহা গৌরসুন্দর ব'লেছেন। খৃষ্টাবলম্বিগণের বিচারে জীব কালাধীনে ঈশ্বর-সৃষ্ট মাত্র; এই বিচার সমীচীন নহে। জীব বস্তুর শক্তির অংশ বা বিভেদ। জীবে সদসৎ উভয় প্রকার গুণ বর্ত্তমান। অন্তরঙ্গা শক্তিতে নিখিল সৎ (অস্তিত্বযুক্ত) নিত্যগুণরাশি বর্ত্তমান। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণত্রয় বহিরঙ্গা শক্তি প্রকৃতিতে বর্ত্তমান। নিখিল-সদ্‌গুণ-কল্যাণ-বারিধি বিষ্ণুতে বিশুদ্ধসত্ত্ব নিত্য বর্ত্তমান; সেখানে আপেক্ষিকতা নাই। গুণজাত জগতে আপেক্ষিকতা—সত্ত্ব, রজঃ ও তমে পরস্পর আপেক্ষিকতা বর্ত্তমান।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।। (গীঃ ৩।২৭) *

এই গুণজাত জগতের বিপরীতভাব জাড্য বা সুষুপ্তি নির্ব্বিশেষ-বিচারে আবৃত। "সুখ-মহমস্বাপসম্"—আমি সুখে নিদ্রা গিয়েছিলাম। সুখ-নিদ্রা

* বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের ভেদ বলি, শ্রবণ কর। অবিদ্যাদ্বারা জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ হইয়া জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশতঃ প্রকৃতির গুণদ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্য্যকে স্বীয় কার্য্য মনে করিয়া 'আমি কর্ত্তা'—এইরূপ অভিমান করেন। ইহাই অবিদ্বানের লক্ষণ।

তাঁহার স্মৃতির বিষয়। তিনি সুষুপ্তিতেও অস্মিতা পর্য্যন্ত উপলব্ধি করেন, নতুবা সুখ-নিদ্রার স্মৃতি হ'ত না। যেমন জাতিস্মর-অবস্থায় পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ ক'রে বল্‌তে পারে।

"দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান", এই স্থূলদেহ—'আমি'—ইহাই এক বস্তুতে অন্য বস্তু ভ্রম বা বিবর্ত। "আমি দেহ, আমার কালকোত্ত্য দেহ, আমাকে অমুক লোক গালাগালি দিল"—বর্ণনগুলি স্থূল ও সূক্ষ্ম-দেহ-সংক্রান্ত। প্রকৃত শুদ্ধ আমি আগমাপায়ী নহে। দেহ আমি নই, মনও আমি নই; সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় বদ্‌লে যায় যে মন, কখনও প্রসন্ন, কখনও অপ্রসন্ন হয় যে মন, তা' আমি নই। সত্যের যে ধারণা বদ্‌লে যায়, তা' মনোধর্ম্ম। যে চেতন অচিতের সহিত মিশ্রিত হ'বার উপযোগী, উহা তটস্থা শক্তি হ'তে উদ্ভুত। তটস্থশক্তিজাত হ'য়েও নিজকে শক্তিমান্ বা শক্তির চালক মনে করা কতটা অসদভিপ্রায়-পোষণ! ইহারা "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি", "ঈশ্বরোঽহম্" প্রভৃতি গীতোক্ত শ্লোকের বিষয়।

যেরূপ ধান ও শ্যামা গাছ বস্তুতঃ পৃথক্ বস্তু, যেরূপ ধানের নিড়ান দেওয়া আবশ্যক, সেরূপ শুদ্ধচিৎ ও চিদাভাস, চিৎপ্রতীতি ও অচিৎপ্রতীতি বস্তুতঃ পৃথক্; চিৎ হ'তে অচিৎকে নিরাকরণ করা আবশ্যক। চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী সৎ ও অসৎসঙ্গ, ধান গাছ ও শ্যামা গাছ, ভক্তি ও অভক্তিকে সমান মনে করে। মায়াবাদের বিকৃতিই চিজ্জড়সমন্বয়বাদ। মায়াবাদিগণ মুখে বলেন—'সকলই মানি'; কিন্তু তাঁ'রা পরমেশ্বর বস্তুকেই মানেন না—পরমেশ্বর-তত্ত্বের নিত্য নাম, নিত্য রূপ, নিত্য গুণ, নিত্য পরিকর-বৈশিষ্ট্য, নিত্যলীলা স্বীকার করেন না। ইহারা মানবোচিত ব্যবহার পরমেশ্বরে আরোপবাদ (anthropomorphism) বা মনুষ্যে দেবারোপ-কল্পনাবাদ (apotheosis) সৃষ্টি করেন—ভগবানের নিত্য শুদ্ধ নাম-রূপাদি বাদ দিয়ে এখানকার মলিনতা পূর্ণ সচ্চিদানন্দবস্তুর গায়ে মাখাবার চেষ্টা করেন। পশুতে দেবারোপ-কল্পনাবাদ (zoo-morphism) ইহাদেরই সৃষ্ট মত। ইহারা সকলেই ব্যুৎপরস্তের পূজক। বাস্তব রাম-নৃসিংহ-বরাহ-মৎস্য-কূর্ম্মাদি শ্রীনারায়ণ—নিত্যনাম, নিত্যরূপ, নিত্যগুণ, নিত্য-পরিকর-বিশিষ্ট্য-যুক্ত, নিত্য লীলাময়, মায়াধীশ, অপ্রাকৃত বিষ্ণুবস্তু। ইহাদের প্রত্যেকের নিত্য বৈকুণ্ঠ আছে; তাঁ'রা বৈকণ্ঠ হ'তে কৃপাপূর্ব্বক স্বেচ্ছাবশতঃ জীব-সকলের জন্য কুণ্ঠজগতে স্বপ্রকাশ প্রদর্শনকল্পে অবতীর্ণ হ'য়েও সর্ব্বদা পূর্ণ-বৈকুণ্ঠস্থ থাকেন। ইঁহারা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা-ধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষণ

করেন। ইঁহারা মনুষ্যে দেবারোপকল্পনাবাদী বা পশুতে দেবারোপ-কল্পনাবাদী, পৌত্তলিক, চিজ্জড়সমন্বয়বাদী কিম্বা মায়াবাদিগণের নায়ক বা আরাধ্য তত্ত্ব ন'ন। চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণের কল্পনা, কপটতা, পূজার ছলনা —রাবণের মায়াসীতা হরণচেষ্টার ন্যায় সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বিষ্ণুতত্ত্বকে স্পর্শও কর্‌তে পারে না। আত্মবিদ্‌গণ বহির্জ্জগতের এরূপ সমুদয় মল পরিত্যাগ ক'রে নিত্য, বাস্তব, অখণ্ড, পূর্ণ-সচ্চিদানন্দ, নিত্য-নাম-রূপ গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য ভগবদ্বস্তুর নিত্য সেবা করেন। মায়াবাদী এই জগতের হেয় পরিচ্ছন্নভাব ভগবদ্বস্তুতে আরোপিত বা ব্যাপ্ত কর্‌বার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করেন। তাঁ'র বিবর্ত্তের নেশা তাঁকে কোনকালেই পরিত্যাগ করে না; ভগবদ্বস্তুর অনুশীলনকালেও ভগবদ্বস্তুতে তাঁ'র মায়িকবস্তু ভ্রান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই মায়াবাদী ভগবদ্বস্তুতে হেয়তার আরোপ করেন, ভগবদ্বস্তুর নিত্য নাম-রূপ-গুণাদিকে মায়াময় মনে করেন। আধুনিক খৃষ্টোপাসকগণেরও কেহ কেহ আমাদিগের পৌরাণিকগণকে মনুষ্যে দেবারো-পকল্পনাবাদী বা পশুতে দেবারোপকল্পনাবাদী মনে করেন। ইহা তাঁদের সুষ্ঠু বিচারের অভাব।

বাস্তব সনাতনধর্ম্ম—শ্রীচৈতন্যপ্রচারিত ধর্ম্ম এরূপ নহে। "প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর। বিষ্ণু নিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥" বিষ্ণু-নিরবচ্ছিন্ন চেতন, স্থিতিবান্‌ ও আনন্দময়। মায়ার জগতে বিষয়ের বহুত্ব; বৈকুণ্ঠ এক অদ্বয় বিষয়। সেখানে henotheism, polytheism or cathonitheism (পঞ্চোপাসনা, বহ্বীশ্বরবাদ) নাই। মোক্ষমূলার সাহেব কতকটা পঞ্চোপাসনাকে henotheism নামে অভিহিত করেছেন। সদানন্দ যোগীন্দ্র সদসদ্‌ হ'তে অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান-সমষ্টিকে 'ঈশ্বর' কল্পনা ক'রেছেন। সদানন্দ যোগীন্দ্রের কল্পনার কারখানায় গড়া ক্ষণভঙ্গুর ঈশ্বর—পূর্ণ আস্তিকগণের বাস্তব পরমেশ্বর বস্তু নহে। শ্রীগৌরসুন্দর বলেন,—"অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।" অদ্বয়জ্ঞানে প্রাকৃত দ্বৈতজ্ঞান নাই—"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল, এই মন্দ—এই সব ভ্রম॥" কেবলা-দ্বৈতের সহিত যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদের নিত্য পার্থক্য আছে, তা' ভক্তিধর্ম্মে জানতে পারি। অনাত্ম-প্রতীতির সহিত আত্ম-প্রতীতির, অচিৎ-প্রতীতির সহিত চিৎপ্রতীতির যে ভেদ আছে, উহাকে সমন্বয় করা উচিত নহে, উহা ভক্তি-বিরুদ্ধ।

রামানুজীয় দার্শনিক সাহিত্যে শক্তি-বিচার দেখি,—চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর।

গৌড়ীয়বৈষ্ণব সাহিত্যে অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা। যদি 'চিৎ'শব্দ সুষ্ঠু হ'ত, তবে অচিতের সহিত সংশ্লিষ্ট হ'ত না। শ্রীচৈতন্যদেব আনন্দতীর্থের বিচার-প্রণালীকে স্বীকার ক'রে কেবলাদ্বৈতবাদের সহিত অত্যন্ত পার্থক্য স্থাপন ক'রেছেন,—

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥"

গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত বেদবাক্যই আম্নায়। বেদ ও তদনুগত শ্রীমদ্ভাগবতাদি স্মৃতিশাস্ত্র, তথা তদনুগত প্রত্যক্ষাদিই প্রমাণ। সেই প্রমাণদ্বারা স্থির হয় যে, হরিই পরমতত্ত্ব, তিনি সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন, তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু; মুক্ত ও বদ্ধ—দুই প্রকার জীবই তাঁহার বিভিন্নাংশ; বদ্ধজীব—মায়াগ্রস্ত, মুক্তজীব—মায়ামুক্ত; চিদচিৎ সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরির অচিন্ত্য-ভেদাভেদপ্রকাশ, ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং কৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র সাধ্যবস্তু।

"শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণম্
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥ *

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদানন্দতীর্থের বিচারপ্রণালীকে স্বীকারপূর্ব্বক কেবলাদ্বৈতবাদের সহিত পৃথক্ ক'রেছেন। আত্মজিজ্ঞাসায় আমরা যখন পরমাত্মার পদবী গ্রহণ করি, তখন আমাদিগকে আচার্য্য জিজ্ঞাসা ক'রবেন,—

"ঐশ্বর্য্যং তব কুত্র কুত্র বিভুতা সর্ব্বজ্ঞতা কুত্র তে।
তন্মেরোরিব সর্ষপেণ হি তুলা জীব ত্বয়া ব্রহ্মণঃ॥"

দেখ, তোমার ঐশ্বর্য্য, বিভুতা ও সর্ব্বজ্ঞতা কোথায়? হে জীব, সর্ষপের

---

* শ্রীল মধ্বাচার্য্য বলেন—শ্রীবিষ্ণুই শ্রেষ্ঠতত্ত্ব; তিনি সর্ব্ববেদবেদ্য। বিশ্ব সত্য (মিথ্যা নহে) কিন্তু বিষ্ণু হইতে ভিন্ন। জীবসকল শ্রীহরির চরণসেবনকারী; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে হরিসেবনানুসারে তারতম্য আছে। শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মলাভই মোক্ষ। শ্রীবিষ্ণুর অমলভজনই শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মলাভের হেতু। প্রত্যক্ষাদি তিনটি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ,—এই তিনটি প্রমাণ। ইহাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র হরি উপদেশ দিয়াছেন।

সহিত যেরূপ সুমেরু পর্ব্বতের তুলনা, তোমার সহিত সেইরূপ ব্রহ্মের অভেদ তুলনা।

নদ্যঃ সমুদ্রে মিলিতাঃ সমন্তান্নৈক্যং গতা ভিন্নতয়া বিভান্তি।
ক্ষীরোদশুদ্ধোদকয়োর্বিভেদাভেদান্তে তয়োর্বাস্তব এব ভেদঃ॥
দুগ্ধে তোয়ং মিলিতমপরে নৈব পশ্যন্তি ভেদং
হংসস্তাবৎ সপদি কুরুতে ক্ষীরনীরস্য ভেদম্।
এবং জীবা লয়মধিপরে ব্রহ্মণা যে বিলীনা
ভক্তা ভেদং বিদধতি গুরোর্বাক্যমাসাদ্য সদ্যঃ॥

নদীসকল সমুদ্রে মিলিত হইলে সম্পূর্ণরূপে ঐক্য লাভ করে না। পয়োরাশির মধ্যে উভয় জল পৃথক্ পৃথক্ থাকে। ক্ষীর-সমুদ্রের জল ও নদীর জল সর্ব্বদা ভিন্ন থাকায় নদী ও সমুদ্রের বাস্তব ভেদ নিত্য। দুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত কর্‌লে অপরে তা'তে ভেদ দেখ্‌তে পায় না। কিন্তু হংস উপস্থিত থাক্‌লে তৎক্ষণাৎ ক্ষীরকে নীর হ'তে পৃথক্ করে। তদ্রূপ মায়াবাদীর বুদ্ধিতে যে-সকল জীব পরতত্ত্বে ব্রহ্মের সহিত বিলীন হয়, ভক্তসকল গুরুবাক্য অবলম্বনপূর্ব্বক সদ্য সেই জীব ও ব্রহ্মের ভেদ দেখিয়ে দিতে পারেন।

জীব যদি ব্রহ্ম হয়, তবে তা'কে শিষ্য বা অজ্ঞানী—এরূপ জ্ঞান কর কেন? আর তোমার মতে জগতের অসত্য নির্দ্ধারিত হওয়ায় শিষ্য, আচার্য্য ও আচার্য্যের উপদিষ্ট জ্ঞান—এ সমস্তও যে জগতেরই অন্তর্গত।

"তর্হ্যেবং জগন্মিথ্যাত্ববাদে শিষ্যাচার্য্যয়োস্তদুপদিষ্ট-জ্ঞানস্যাপি তদন্তর্গতত্বাচ্ছিষ্যোপদেশার্থং কল্পিতমিত্যপি ন শক্যতে বক্তুম্, কল্পিতাচার্য্যোপদিষ্টেন কল্পিতজ্ঞানেন কল্পিতস্য শিষ্যস্য কা বার্থসিদ্ধিঃ। নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রাতিরেকি সর্ব্বং মিথ্যেতি বদতো মোক্ষার্থশ্রবণাদি প্রযত্নো নিষ্ফলোঽবিদ্যাকার্য্যত্বাৎ শুক্তিকারজতাদিষু রজতাদ্যুপাদানাদি প্রযত্নবৎ। মোক্ষার্থপ্রযত্নোঽপিব্যর্থঃ, কল্পিতাচার্য্যায়ত্তজ্ঞানকার্য্যত্বাৎ। শুক-প্রহ্লাদ-বামদেবাদি-প্রযত্নবৎ।"

শ্রীরামানুজচার্য্য বলেন,—যেখানে জগৎ অসত্য, সেখানে আচার্য্য ও আচার্য্য-উপদিষ্ট জ্ঞানও মিথ্যা। ঐ সকল জ্ঞান কেবল শিষ্যোপদেশের জন্য কল্পিত হ'য়েছে, একথাও বল্‌তে পার না; কারণ কল্পিত আচার্য্যের কল্পিত জ্ঞানদ্বারা কল্পিত শিষ্যের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হ'তে পারে?

রজতরূপে প্রতীয়মান শুক্তি দেখে' 'রজতার্থী কোন ব্যক্তি যদি রজত

আহরণের জন্য তা'তে প্রবৃত্ত হয়, তা' হ'লে তা'র সেই প্রযত্ন যেরূপ বিফল হয় অর্থাৎ রজত লাভ হয় না, সেরূপ নির্ব্বিশেষজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা ব'লে মোক্ষলাভের জন্য শ্রবণাদি বিষয়ে প্রযত্নও অবিদ্যার কার্য্য ব'লে নিষ্ফল হ'য়ে পড়ে।

মুক্তিলাভের চেষ্টাও কল্পিত আচার্য্যের অধীন জ্ঞানের কার্য্য ব'লে কল্পিত শুক, প্রহ্লাদ এবং বামদেব প্রভৃতির চেষ্টার ন্যায় ব্যর্থ হয়।

"জাতে তু জ্ঞানে যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ কেন কং পশ্যেৎ ইত্যাদি-শ্রুতের্দ্বৈতদর্শনমিতি চেত্তর্হি অদ্বিতীয়াসাক্ষাৎকারাদ্ বিনষ্টমূলাজ্ঞান-তাৎকার্য্যস্য কথং দ্বৈতদর্শনপূর্ব্বকোপদেশাদি ব্যবহারাঃ।"

হে মায়াবাদিন্, যদি বল, তত্ত্বকালোৎপত্তির পূর্ব্বে উপদেশ প্রভৃতি বিষয় যথার্থরূপেই বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হ'লে "যে-সময় ইহার নিকট সমস্তই আত্মস্বরূপে প্রতিভাত হয়, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিব"—এই শ্রুতি অনুসারে দ্বৈতদর্শন না থাকায় উপদেশাদি সমস্তই মিথ্যা হইয়া পড়ে। তা' হ'লেও বক্তব্য এই যে, গুরুর অদ্বৈত-সাক্ষাৎকারদ্বারা মূল অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্য্য দ্বৈতদর্শন বিনষ্ট হ'য়েছে, তিনি আবার কিরূপে দ্বৈতদর্শনপূর্ব্বক শিষ্যকে তত্ত্বোপদেশ দিতে সমর্থ হন? অদ্বৈতোপলব্ধিতে যখন দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত হয়, তখন ত' উপদেশ সম্ভবই নহে। আর ভেদজ্ঞান বিরাজ থাকা-কালে অজ্ঞান থাকে, সে-কালে অজ্ঞানী, অসিদ্ধ ব্যক্তি ত' উপদেশই করিতে পারেন না। সুতরাং মায়াবাদী ত' কোনও কালেই 'গুরু' হ'তে পারেন না। সিদ্ধাবস্থায় (?) তাঁহার গুরু হওয়া অসম্ভব। অসিদ্ধাবস্থায় ত' গুরু হ'তেই পারেন না। এজন্য কখনও মায়াবাদীকে গুরু করা উচিত নয়। তিনি নিজেই যদি উপদেশকালে অসিদ্ধ থাকেন, তা'হ'লে সেই অসিদ্ধের নিকট গমন ও শ্রবণ বৃথা।

আমরা চিদচিন্মিশ্র তটস্থ—বিরজায় বা কারণ-সমুদ্রে মানবজ্ঞানের ত্রিগুণ সাম্যাবস্থা লাভ ক'রেছে। সেখানে গুণ-বৈচিত্র্য দেখা যায় না। সেখানে ভাগবত-প্রতিপাদ্য বাস্তব-সত্যের কথা নাই।

রামানুজীয় বিচারে যেখানে চিৎএর ব্যবহার, সেখানে বিবর্ত্ত আসার শঙ্কা। "অহং ব্রহ্মাস্মি" তটস্হ ভাবমাত্র—তৃণাদপি সুনীচ ভাবটি প্রকৃত চেতনের—জীবের ধর্ম্ম।

গৌড়ীয়-দর্শনকে "অচিন্ত্যভেদাভেদ-দর্শন" বলা যায়। 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্হা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ।" ইহা 'কে

আমি' প্রশ্নোত্তরে বলা হ'য়েছে। তুমি ব্রহ্ম নহ, তটস্থ শক্তিজাত চেতনও বটে। আবার অচেতনের সহিত সংমিশ্রিত, চিদাচিদ্ বৃত্তিযুক্ত। যদি কেবল অচেতন হ'তে, তবে স্বতন্ত্রতা থাক্‌ত না।

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।

ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ (গীঃ ১৮।৬১)

যদি স্বেচ্ছায় প্রেয়ঃপথে চালিত হই, তবে ত্রিতাপজ্বালা অনিবার্য্য। কিন্তু আমি জন্ম-স্থিতিধ্বংসযুক্ত বস্তু নই। আমি তটস্থ ধর্ম্মযুক্ত। আমার প্রভুত্বে ইচ্ছা আমার সর্ব্বনাশের কারণ। মুক্তগণের—আত্মবিদ্‌গণের বিচার নহে,—ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ হওয়া।

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।

হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা ॥

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।

নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

মানবকুল লৌকিক ও বৈদিক যে-সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, ভক্ত্যাভিলাষি-ব্যক্তি সেই সমস্ত ক্রিয়া যাহাতে হরিসেবার অনুকূলা হয়, সেইরূপভাবে করিবেন।

যে-কোনও অবস্থায়ই পতিত হউন না কেন, কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা হরির দাস্যে যাঁহার সর্ব্বতোভাবে প্রযত্ন, কৃষ্ণার্থেঽখিলচেষ্ট সেই পুরুষই, জীবন্মুক্ত।

"মুক্তির্হিত্বাঽন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ"। অন্যরূপ অর্থাৎ বিরূপ পরিত্যাগ ক'রে নিত্যশুদ্ধ স্বরূপে বিশেষরূপে অবস্থিতির নামই মুক্তি। এরূপ ধরণের কথা নয় যে, অণুচিৎ আমি বৃহৎ চিৎ হ'ব।

যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গাস্তথা বয়ং ব্রহ্মণি ভূরি জীবাঃ।

ভবেৎ তরঙ্গো ন কদাচিদব্ধিস্ত্বং ব্রহ্ম কস্মাদ্ভবিতাসি জীব ॥

যেরূপ সমুদ্রে অনন্ত তরঙ্গ র'য়েছে, সেরূপ আমরাও চিৎসমুদ্রস্বরূপ ব্রহ্মে অনন্ত জীব অবস্থিত। তরঙ্গ যেরূপ কখনই সমগ্র সমুদ্র ব'লে গণ্য হ'তে পারে না, সেরূপ তুমি জীব কিরূপে আপনাকে ব্রহ্ম ব'লে প্রতিপন্ন ক'র্‌বে? অর্থাৎ সমুদ্র তরঙ্গপূর্ণ বটে, যেহেতু তরঙ্গ সমুদ্রের অঙ্গ, কিন্তু তরঙ্গ কখনই—সমগ্র সমুদ্র বা নিজ সমুদ্র (ocean proper) নয়। চিৎকণ জীবসমূহ ব্রহ্মের বিভিন্নাংশ হ'লেও জীব কখনই ব্রহ্ম হ'তে পারে না।

ঘটাকাশ ও মহাকাশের উপমা খুব অসম্পূর্ণতা-দোষে দুষ্ট। বোকা

লোকের ডাঁশাবুদ্ধি সাময়িক অভিভূত ক'রে তা'দিগকে ঠকানোর চেষ্টা! ঘটাবৃত আকাশ—মহাকাশ নয়। ঘট ভাঙ্গ্‌লে—"স চ অনন্ত্যায় কল্পতে।" সে তখন কৃষ্ণদাস—কৃষ্ণকর্ত্তৃক আকৃষ্ট—পূর্ণতমকর্ত্তৃক পূর্ণরূপে আকৃষ্ট—পাঁচ প্রকার আকর্ষণ।

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥

ভাবনার পথ অতিক্রম ক'রে অপ্রাকৃত চমৎকার পরাকাষ্ঠার আধার স্বরূপ যে স্থায়ীভাব শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে নিশ্চিতরূপে আস্বাদিত হয়, তাই 'রস' বলে কথিত। নলদময়ন্তীর—ভরতমুনির প্রাকৃত রস—'রস' নহে। জয়দেবের "চন্দ্রালোকের" রস হ'তে উহা পৃথক্। বৈরাগ্য 'রস' নয়। আত্মজিজ্ঞাসা—মনের দ্বারা জিজ্ঞাসা নয়। লব্ধ সমাধিতে অর্থাৎ neutral stageএ (নিরপেক্ষ অবস্থায়) absoluteএর অবস্থান। তথায় আমরা 'শান্ত রস' দেখি। নির্ব্বিশেষবাদীর শান্তরস নয়, যেহেতু জড়বিশেষবাদে সাপেক্ষধর্ম্ম চিত্তদর্পণকে পার্থিব চিন্তারজো-দ্বারা আবরণ করায় উহা হ'তে মুমুক্ষাই নির্ব্বিশেষ-বিচার।

যদি নৈষ্কর্ম্ম্য-বিচারে পূর্ণমাত্রায় অবস্থান করি, তা' হ'লেই আমরা এই সকল বিচার বুঝ্‌তে পারি।

তত্ত্ব জিজ্ঞাসা—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

তত্ত্ববস্তুর ধারণা কেবল চেতন হ'লে—ব্রহ্ম ধারণা, সৎচিৎ ধারণা হ'লে পরমাত্মা ও সচ্চিৎসহ আনন্দসংযুক্ত হ'য়ে ধারণা হ'লে—ভগবান্। সুতরাং অসম্পূর্ণ ধারণা তিনটিকে পৃথক্ করে না, তবে অসম্পূর্ণতা সংরক্ষণকারী তাহাদের পৃথক্ বুঝে। অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলে। 'ব্রহ্ম' একটি মহঃ, পূর্ণ প্রতীতিরই একটি অসম্যক্ আবির্ভাব-বিশেষ।

যতদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা-
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

তত্ত্ববাদ—ওঁ তৎ সৎ বিচারে প্রকটিত। মায়াবাদ—তত্ত্বের প্রতীতিতে উদ্ভূত।

কিছুদিন পূর্ব্বে বৌদ্ধগণকে মায়াবাদী বলা হ'ত। আর তা'র পর যা'রা শ্রুতির অর্থ বিপর্য্যয় ক'রে ব্রহ্মে মায়া-মিশ্রিত-ভাব আরোপ ক'রতে, তা'দিগকে মায়াবাদী বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা হ'য়েছে।

মায়াবাদমতান্ধকারমুষিত-প্রজ্ঞোঽসি যস্মাদহং
ব্রহ্মাস্মীতি বচো মুহুর্ব্বদসি রে জীব ত্বমুন্মত্তবৎ।
ঐশ্বর্য্যং তব কুত্র কুত্র বিভুতা সর্ব্বজ্ঞতা কুত্র তে
তন্মেরোরিব সর্ষপেণ হি তুলা জীব ত্বয়া ব্রহ্মণঃ॥

হে জীব, মায়াবাদ-মতবাদরূপ অন্ধকারের দ্বারা তোমার প্রজ্ঞা অপহৃত হ'য়েছে। সেজন্যই তুমি উন্মত্তের ন্যায় মুহুর্ম্মুহুঃ 'আমি ব্রহ্ম'—একথা বল্‌ছ। দেখ, তোমার ঐশ্বর্য্য, বিভুতা ও সর্ব্বজ্ঞতা কোথায়? হে জীব, সর্ষপের সঙ্গে যেরূপ সুমেরুর তুলনা, তোমার সঙ্গেও সেরূপ ব্রহ্মের তুলনা।

আমরা কেবল চেতনের—তত্ত্ববস্তুর জিজ্ঞাসা চাই—কোনরূপ মনঃকল্পিত একদেশ বিচার চাই না।

পরিকর জিজ্ঞাসা—অবিকৃত অমিশ্র চেতনে প্রবিষ্ট হ'য়ে কিরূপে বিলাসে অবস্থিত হয়, তা'র জিজ্ঞাসা।

অনাত্মভেদ—

ভুমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত—এখানে পঞ্চভেদের বিচার আলোচ্য। নিঃশক্তিক ও সশক্তিক—ভগবান্—সশক্তিক। ভগবদ্বস্তুকে মিশ্রবোধ ক'রে যে বিচার-ভ্রান্তিতে ব্রহ্মবিচার, উহাই নিঃশক্তিক বিচার। অপরিবর্ত্তিত শক্তি—অন্তরঙ্গা শক্তি - বৈকুণ্ঠ-বস্তু। আর বহিরঙ্গা শক্তিজাত বস্তু—মায়িক। "মীয়তেঽনয়া ইতি মায়া"। স্বরূপ-নির্ণয় সত্য জ্ঞানকে বিপন্ন করে, তা' হ'তে মুক্ত হ'য়ে যে বিচার, তা'ই স্বরূপ-নির্ণায়ক বিচার। স্বরূপের বিকৃত অবস্থা আমাদের নিত্যত্বের, চেতনত্বের ও আনন্দের ব্যাঘাতকারক। স্বরূপের দাস্য—ভগবদ্দাস্যময়। আর বিরূপের দাস্য—ভগবদ্দাস্য ব্যতীত অন্য চেষ্টাময়। কুকুরের চাকরকে লোকে 'মেথর' বলে। নশ্বর বস্তুর সেবায় আমাদের দিন দিন অমঙ্গল, দরিদ্রের সেবায় আমাদেরও দরিদ্রতা লাভ হয়, অতএব পূর্ণ-জ্ঞানের—পূর্ণসত্তার—পূর্ণ আনন্দের সেবা করাই মানবের একমাত্র স্বরূপের

ধর্ম্ম। পূর্ণজ্ঞানময়, পূর্ণ দয়াময়ের বিচারের বিরুদ্ধে চেষ্টা প্রশংসনীয় নহে।

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥ * (১১।৯।২৯)

যে-কোন অবস্থা আমরা পাই, ইন্দ্রত্ব—অমরত্ব সব অবস্থায় প্রভুত্ব চল্‌তে পারে—কোনটা সত্ত্বগুণ, কোনটা রজোগুণ, কোনটা তমোগুণের দ্বারা হ'তে পারে। কিন্তু কতদিন কর্‌তে পার্‌ব?

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্ম্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥ (১) (ভাঃ ৬।৩।২৫)

---

* অতএব বহুজন্মান্তর সংসারে ভাগ্যক্রমে পুরুষার্থ সাধক, সুদুর্ল্লভ এই অনিত্য মানবদেহ লাভ করিয়া যে পর্য্যন্ত এই মৃত্যুশীল দেহের পতন না ঘটে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত বিবেকী পুরুষ সত্বর নিশ্রেয়োলাভের জন্য নিরন্তর যত্নশীল হইবেন ; বিষয়ভোগ অন্যান্য নিকৃষ্ট প্রাণীর শরীরেও সম্ভবপর হইয়া থাকে, কিন্তু পরমার্থলাভ অন্যদেহে সম্ভবপর নহে।

(১) (নাম সংকীর্ত্তনাদির দ্বারাই যদি মুক্তি সুলভা হয়, তবে বিদ্বদ্‌গণ কর্ম্ম-যোগাদির উপদেশ করেন কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—) ভাগবতধর্ম্ম-তত্ত্ববেত্তা পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ মহাজন ব্যতীত যাজ্ঞবল্ক্য-জৈমিনী প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতৃগণের মতি প্রায়ই দৈবী মায়ায় অতিশয় বিমোহিতা হওয়ায়, তাঁহারা এই নাম-সংকীর্ত্তনরূপ পরম ভাগবত ধর্ম্ম জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের চিত্ত ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই ত্রয়ীর অর্থবাদাদি দ্বারা মনোহরবাক্যেই জড়ীভূত ; তাই, তাঁহারা দ্রব্য, অনুষ্ঠান ও মন্ত্রাদি-দ্বারা বিস্তৃত বহুকষ্টসাধ্য দর্শপৌর্ণমাসী প্রভৃতি তুচ্ছ অনিত্যফলপ্রদ কর্ম্মযজ্ঞেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং সুখসাধ্য অথচ চতুর্ব্বর্গাধিক্কারী পরমার্থফলপ্রদ নাম-কীর্ত্তনাদিতে রত হন নাই।

(২) নিজ নিজ অধিকারে অবস্থানই গুণ এবং তাহার বিপর্য্যয়ই দোষ, গুণদোষের এইরূপে নির্দ্ধারণ অবগত হইবে।

(৩) রাগাদিরহিত, সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন এবং বুদ্ধির অতীত ভগবদ্বস্তু-প্রাপ্ত মদীয় একান্ত ভক্তগণের বিহিত বা নিষিদ্ধ কর্ম্মজন্য পুণ্য বা পাপের সম্ভব হয় না।

যিনি আমাদিগকে জড়ানুভূতিতে রেখে' কাম্য কর্ম্মের উপদেশ করেন, তিনি 'মহাজন' ন'ন। কতক্ষণের জন্য কতদূর কর্ম্মফল লাভ হ'বে? আমাদিগকে বেশ লাড্ডু দেখিয়ে ইতর বস্তুর সেবায় নিযুক্ত করে। আমরা আর জন্মজন্মান্তর এরূপভাবে সময় নষ্ট কর্‌ব না। মূর্খলোক তাৎকালিক কথায় আবদ্ধ থাকে—পূর্ণচেতনের কথা না শুনা পর্য্যন্ত তা'রা নিজ নিজ ক্ষুদ্র অধিকারের কথায় ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু পারমার্থিকগণ,—

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ॥ (২) (ভাঃ ১১।২১।২)

—এই শ্লোকের বহুমানন করেন।

উচ্চ অধিকারের নিন্দা বা তা'তে উদাসীন হওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে।

ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্॥ (৩) (ভাঃ ১১।২০।৩৬)

যাঁহারা সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবা করেন, তাঁদের বাক্য সর্ব্বতোভাবে শ্রোতব্য। সুতরাং বহু জন্ম জন্মান্তরের পরে মানবজন্ম পেয়ে মানবকে আক্রমণ বা হিংসা করা উচিত নয়। মানব-জন্মের একমাত্র সার্থকতা যে হরিভজন, সেই হরিভজনে অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির চেষ্টাদ্বারা যে বাধাপ্রদান, তা'ই মানবের প্রতি অন্যন্ত ক্রূরজাতীয় হিংসা; ঐ হিংসার মূল্যে বেশী নাই। আমাদের চিদচিদ্ বিবেক আছে, তথাপি যদি আমরা পশুভাবের সহিত আমাদিগকে এক মনে করি, তবে আমাদিগকে কেউ প্রশংসা কর্‌বেন না।

অদ্য আলোচনার কথা ছিল—"উপাস্য-বিচার"। যা' ধ্বংসশীল, যা' নিত্য নয়, যা' কেবল চিৎ নয়, তা'র প্রতি আমাদের সেবাবৃত্তি প্রযুক্ত হ'লে আমরা বড় ক্ষতিগ্রস্ত হ'ব।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়ানাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥ *
(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

---

* যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে সুষ্ঠুভাবে জলসেচন করিলেই উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, পত্রপুষ্পাদি সকলেই সঞ্জীবিত হয়, প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে, যেরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সাধিত হয়, তদ্রূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজা-দ্বারাই নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে।

যিনি অচ্যুত, তাঁ'র সেবাই কর্ত্তব্য। আত্মবিষয়ই আলোচ্য। যদি তা' না হয়, তবে আমাদের অমঙ্গল নিশ্চয়।

মানুষমাত্রেই নিত্যকালই উপাসক—কেবল নিষ্ক্রিয় নহে। উপাসনার বস্তু—চিরস্থায়ী, নিত্য চিন্ময়, নিত্য আনন্দময় কি না জান্‌বার যোগ্যতা আমাদের আছে। আমরা সংশয় নিবৃত্ত কর্‌তে পারি, আমরা নিৰ্ব্বুদ্ধির নিকট পরামর্শ চাই না, পারমার্থিকের নিকট শ্রেয়ঃ চাই।

আগামীকল্য আমরা 'উপাস্য-বিচার' কর্‌বারই ইচ্ছা করি।

শ্রীব্যাসপূজার দ্বিতীয় দিবসে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—শ্রীধাম মায়াপুর, 'অবিদ্যাহরণ'-শ্রবণসদন।

সময়—২৫শে মাঘ (১৩৩৭), রবিবার, প্রাতঃ ১০ ঘটিকা।

আমরা নিদ্রালস্যহত দুর্ব্বল জীব, শরীরের বিক্লবতা উপস্থিত হওয়ায় গতকল্য বিশ্রাম দিয়েছি। কাল আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন ক'র্‌ছিলাম। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের অজ্ঞান-বিধ্বংসী, আলোক-প্রদানকারী ও সর্ব্বতোভাবে আমাদের আত্মমঙ্গলের সাহায্যকারী। সেই গুরুপাদপদ্মের সাহায্য ল'য়ে যদি আমরা আত্মভোগ চরিতার্থ কর্‌বার ইচ্ছা পোষণ করি, তা' হ'লে গুরুপাদপদ্মকে ভৃত্যত্বে পরিণত ক'র্‌বারই চেষ্টা হয়। সেইজন্য অপস্বার্থপর অন্যাভিলাষ, কর্ম্মবাদ, নির্ভেদজ্ঞানবাদ প্রভৃতির মধ্যে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম থাক্‌তে পারেন না; একমাত্র ভক্তিরাজ্যেই গুরুপাদপদ্ম সেবিত হইতে পারেন। অন্যাভিলাষীর গুরু, কর্ম্মীর গুরু, নির্ভেদজ্ঞানীর গুরু—অনিত্য গুরুমাত্র; তাঁ'দের গুরুত্ব নাই—তাঁ'রা শিষ্যের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানেরই কিঙ্কর। সেতার শিক্ষা, তবলা শিক্ষা প্রভৃতির জন্য যে কোনও ব্যক্তিবিশেষকে সামান্য গৌরব প্রদত্ত হয়, তা'তে প্রকৃত গুরুপদ নির্দ্দিষ্ট হয় না। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অভক্ত কখনই গুরু হইতে পারে না—"সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃস্যাদবৈষ্ণবঃ"। যিনি পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণবস্তুকে সর্ব্বতোভাবে সংগ্রহ ক'র্‌তে না পেরেছেন, তিনি কিরূপে অপরকে সাহায্য ক'র্‌বেন? তাঁ'র যে

সামান্য পুঁজিপাটা, তা' হ'তে একটুকু দিতে গেলেই স্বার্থহানি হয় এবং সঞ্চিত দ্রব্য ক্ষয় হইয়া যায়। মহান্তগুরু-নির্ব্বাচনের একটা প্রধান বিষয়—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান হ'তে পৃথক্ হওয়া আবশ্যক। তদন্তর্ভুক্ত থাক্‌লে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গের তাড়নায় আধ্যাত্মিক হ'য়ে পড়্‌বে। আপবর্গিক ধর্ম্মের অপব্যবহারে যে মুক্তিপথে চালিত হ'বার কথা উপস্থিত হয়, তা'তে আমাদিগকে আচ্ছন্ন না করুক।

বর্ত্তমান বিপন্ন মানবজাতির একমাত্র মঙ্গলময় কৃত্য হচ্ছে,—এই যে সংসার, এই যে বোকামির হাতে পড়েছি, তা' হ'তে উদ্ধার লাভ ক'রে নিত্য কৃষ্ণসংসারে প্রবিষ্ট হওয়া। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করলেই সেই বোকামির হাত হ'তে উদ্ধার লাভ হয়—অন্য উপায়ে হয় না। সেই গুরু কি অন্যাভিলাষী হ'তে পারেন?—সেই গুরুপাদপদ্ম কি অনিত্য কর্ম্মফলবাধ্য কর্ম্মী জীব হ'তে পারেন?—সেই গুরুদেব কি ছলনাময় প্রচ্ছন্ন নাস্তিক নির্ভেদজ্ঞানী হ'তে পারেন? —সেই গুরু কি অভক্ত, অনিত্য যোগী হ'তে পারেন? সমগ্র ভগবানে সর্ব্বতোভাবে ভক্তিবিশিষ্ট না হ'লে কি কেহ গুরু হ'তে পারেন?

জড় জগতের অন্যান্য কথায় প্রবিষ্ট হ'লে আমরা তা'তে ভোগ্যবুদ্ধি করায় ভোগিরূপে ভোগে আচ্ছন্ন হয়ে যাই। জড়জগতে আচ্ছন্ন হওয়ার কার্য্য বা জড় জগৎকে ক্রোধভরে তিরস্কার মাত্র ক'রে অন্যপ্রকার কৃষ্ণবিমুখতা-অর্জ্জন-কার্য্যকেও গুরুর কার্য্য বলা যেতে পারে না। ঐ সকল অভক্তির পথ। এই ভক্তির কথা সর্ব্বতোভাবে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল—

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা,—
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ।।" * (ভাঃ ১১।১৪।৩)

ভক্তিবাণী কালে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। বহির্জগতের নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়-তাড়নায়-জীবজগৎ কৃষ্ণ বিস্মৃত হ'য়েছে। আমরা নানাপ্রকার বিরূপে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপস্বার্থে আচ্ছন্ন হ'য়ে যন্ত্রণার পথে ধাবিত হই, আর তা'কেই বলি কর্ম্মের সিদ্ধি; জ্ঞানের সিদ্ধি কোন কোন লোক আবার কপটতা ক'রে তা'কেই বলে ভক্তি! অক্ষজ পদার্থের প্রতি প্রভুত্ব—ভক্তি নয়, জুয়াচুরি বা আত্মবঞ্চনা মাত্র। এই অভক্তির পথ হ'তে জীবকুলকে রক্ষা কর্‌বার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ

---

* (শ্রীভগবান্ বলিলেন,—) যে বেদবাক্য মদীয় স্বরূপভূত ধর্ম্ম বর্ণিত রহিয়াছে, তাহা কালপ্রভাবে প্রলয়ে অদৃশ্য হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমি ব্রহ্মাকে ইহার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম।

প্রকাশিত হয়েছিলেন। শুদ্ধ আচার্য্য যত্ন ক'রেছিলেন—সেই শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্ম'র বীজ রোপণ ক'র্‌তে। কিন্তু আমাদের উষর ক্ষেত্রে আমরা তা' রক্ষা কর্‌তে পারি নাই। কি-ভাবে সুষ্ঠুরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ক'র্‌তে হয়, তা' ভাগবতধর্ম্মে'ই অকৃত্রিমরূপে প্রদর্শিত হ'য়েছে। শ্রীগৌরসুন্দর তাহা স্বয়ং আচরণ ক'রে জানিয়ে দিয়েছেন। সেই গৌরসুন্দরই পরম উপাস্য বস্তু—জগতের সকলেরই শেষ উপাস্য বস্তু—জগতে যত উপাস্য বস্তু আছে, সেই সকল উপাস্য বস্তুরও পরম উপাস্য বস্তু।

শ্রীগৌরসুন্দর—জগদ্‌গুরু। অবশ্য আমাদের অনর্থযুক্ত অবস্থায় জগদ্‌গুরু শ্রীনিত্যানন্দ—যা' হ'তে বৈকুণ্ঠে মহাসংকর্ষণ, কারণবারিতে প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা কারণার্ণবশায়ী, গর্ভবারিতে ব্রহ্মার পিতা গর্ভোদকশায়ী, ক্ষীর-বারিতে ব্যষ্টি-বিষ্ণু ক্ষীরোদকশায়ী ও পাতালে অনন্তদেব শেষ-বিষ্ণু প্রকাশিত। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথার আলোচনায় আর একটী পুরুষের কথা বা হয়। তিনি পুরুষমাত্র নহেন—তিনি শ্রীল পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য——মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ব'লে শ্রীল স্বরূপ দামোদর—যা' হ'তে জগতে গৌড়ীয়গণ প্রকাশিত হ'য়েছেন। সেই দামোদর স্বরূপের পরম প্রিয় শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু—যা' হ'তে শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়-সম্প্রদায়। সেই রূপ-প্রভুর অনুগত শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু। তাঁর অনুগত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু। তদনুগত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর। তাঁর অনুগবর্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর। শ্রীল চক্রবর্ত্তীর অনুগত শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ। তদনুগত শ্রীল জগন্নাথ, তদনুগত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তাঁর অভিন্ন সুহৃৎ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর। আমরা আমাদের বর্ত্তমানকালেই শ্রীস্বরূপানুগবরগণের দর্শন ও কথা শুন্‌বার সৌভাগ্য পেয়েছিলাম। এই ধারায় যে জিনিষ এসেছে, তাতে মহাপ্রভুর কথা অবিমিশ্র ভাবে শুনেছি। অন্যে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে যে সম্মান ক'রে থাকেন তা' মৌখিক স্ব-স্ব ইন্দ্রিয় বৃত্তির চরিতার্থ ক'র্‌বার বৃত্তিদ্বারা পরি-চালিত হ'য়ে যে আচার্য্য সম্মান প্রদর্শনের অভিনয়, তাহা কপটতা মাত্র। কিন্তু আমরা যে অকৃত্রিম অবিমিশ্রধারার কথা ব'ল্‌লাম, তা' সকল কপটতার আবরণ উন্মুক্ত ক,রে দিয়েছেন—সকল সত্য কথা জানিয়ে দিয়েছেন। এই সকল কথার বিরোধ করেন যাঁরা, তাঁদিগকে দূর হ'তে দণ্ডবৎ করি। কিন্তু জগৎ এই সকল কথায় প্রতারিত হ'চ্ছে ; তা' হ'তে উদ্ধার ক'র্‌বার জন্য যাঁদের হৃদয় অকৃত্রিমভাবে ক্রন্দন ক'রেছিল, তাঁরাই জগতে শুদ্ধভক্তির প্রচারের অভাব

বোধ ক'রেছেন। সেই অভাব পূরণ ক'র্‌বার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর যাঁ'দিগকে মহান্তরূপে প্রেরণ ক'রেছেন, তাঁ'রাই আমাদের নিত্য আদরের বস্তু।

মিছাভক্ত—সম্প্রদায় সুষ্ঠুভাবে গুরুপাদপদ্ম সেবা হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে অন্য ব্যাপারকে গুরুসেবা মনে ক'রেছিল—শুদ্ধভক্তগণকে আক্রমণ ক'রছিল; তদ্দ্বারা জগজ্জীবের মহা অমঙ্গল প্রসব কর্‌ছিল। শুদ্ধভক্তির কথাটা আমরা পাই নাই—শুদ্ধভক্তির কথা লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল। বহির্জগতের রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শের বিচারে যে মায়াবাদি-সম্প্রদায় আপনাদিগকে ভক্ত অভিমান ক'রে অভক্তির প্রশ্রয় দিয়েছেন, তা' যে ভক্তি নহে, তা' যতদিন মানবজাতিকে বুঝান না যায়, ততদিন মানবজাতির মঙ্গল হ'বে না জগৎকে এই বিরাট্ বিদ্ধ ধারণা হ'তে মুক্ত করবার জন্য আম্নায়-পারম্পর্য্যে শ্রীল জগন্নাথ হ'তে শুদ্ধ-ভক্তির কথা বর্ত্তমান-যুগে অবতরণ ক'রেছেন। যিনি বর্ত্তমান জগৎকে সেই শুদ্ধভক্তির কথা এবং শ্রীগুরুধারা প্রচুররূপে জান্‌বার সুযোগ দিয়েছেন, সেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদই আমাদের আশ্রয়স্থল।

শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভক্তিতেই 'প্রেয়োবুদ্ধি'। ভক্তিটীই 'শ্রেয়ঃ' —এই কথাটী পূর্ব্বপূর্ব্ব আচার্য্যগণ ব'লেছেন। ভক্তিটীই 'প্রেয়ঃ'—এই কথা শ্রীরূপানুগবর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জগৎকে বিশেষরূপে জানিয়েছেন। যাঁ'দের প্রেয়োবিচারে ভক্তি নাই, তাঁ'রাই শ্রেয়োহীন হরি-বিমুখ অবৈষ্ণব। মানবজাতির অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানে প্রেয়োবুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়তর্পণে বিনোদন; কিন্তু ভগবদ্ভক্তিতে যাঁ'র প্রেয়োবুদ্ধি বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে যাঁ'র একমাত্র বিনোদ, তিনি শ্রীজগন্নাথ-বস্তুর সেবকোত্তম, সমগ্র জগতের প্রভু, বিষয়াশ্রয়বিগ্রহ জগন্নাথের অভিন্ন বিগ্রহ।

ভগবদ্ভক্তিই পরমধর্ম্ম; সেই ভক্তিটী কি জিনিষ,—প্রাকৃত প্রেয়ঃপথাবলম্বী তা' বুঝ্‌তে পারে না। যাঁ'দের স্বরূপে অবস্থিতি নাই, যাঁ'রা পারমহংস্য-ধর্ম্মে অবস্থিত হ'ন নাই অর্থাৎ যাঁ'রা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাদি বর্ণ বিচারে, ব্রহ্মচর্য্য-গার্হস্থ্য-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাসাদি আশ্রম-বিচারে, ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ-পুরুষার্থ-বিচারে অবস্থিত আছেন, তাঁ'রা বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবা-বঞ্চিত হইয়া পরম-মুক্ত-বিচারে অবস্থিত নহেন। "মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতি।" অন্যথারূপে অবস্থিতিকালেই মনুষ্যে কৃষ্ণেতররূপ-দর্শন-স্পৃহা উদিত হয়। প্রেয়ঃপথে চালিত হ'য়ে শ্রেয়োজ্ঞান ব'লে যা' উদিত হয়, তা' শ্রেয়ঃ নহে, উহা মোক্ষাদি নিজ-লাভেচ্ছার প্রকারভেদে প্রাকৃত প্রেয়েরই প্রকার-বিশেষ। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অহৈতুকী ভক্তিকেই নিজ-প্রেয়ঃ জানিয়া একমাত্র

শ্রেয়ঃপথ-জ্ঞানে বিচরণ ক'র্‌বার উপদেশ জগৎকে দিয়েছেন।

বেদে অর্থাৎ পাণ্ডিত্যে বা ব্রহ্মে যিনি বিচরণ করেন, তিনি ব্রহ্মচারী। যদি পাণ্ডিত্যের উপদিষ্ট বস্তু ভগবদ্ভক্তি না হয়, তা' হ'লে অন্ধ হ'য়ে তাদৃশ বিচরণের পথ স্বরূপোদ্বোধক ব্রহ্মচর্য্য নহে ; সেরূপ ব্রহ্মচর্য্য হ'তে বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। স্বরূপে ব্যবস্থিতি হচ্ছে—অন্যথা-রূপের পরিত্যাগ। বর্ত্তমানে "আমি সৃষ্ট প্রাকৃত পুরুষ, আমি প্রাকৃত স্ত্রী"—মানব জাতিকে এই দুর্ব্বুদ্ধি আক্রমণ ক'রেছে ; এরূপ দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত 'অহংমম'-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মুখে হরিনাম কীর্ত্তিত হন না, ইহা বুঝিয়ে না দিলে জীবের প্রকৃত মঙ্গল হ'বে না—জীবকুল বঞ্চিত হ'বে—অভক্তি প্রেয়ঃপথকেই 'শ্রেয়ঃপথ' মনে ক'রে অসুবিধায় পতিত হ'য়ে থাক্‌বে। "তোমার প্রেয়ঃপথ একটা, আমার প্রেয়ঃপথ আর একটা"—এরূপ অভক্তি-বিনোদন-চেষ্টা হ'তে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জীবকুলকে রক্ষা করেছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ আংশিক বস্তুর বিনোদ—অভক্তির বিনোদের কথা জগতে প্রচার করেন নাই। "তোমার বিনোদন-যোগ্য-ব্যাপার 'ভক্তি' থাকে থাকুক, আমার বিনোদন-কার্য্যের বস্তু—অভক্তি"—এরূপ বিচারে যাঁ'রা ধাবিত হয়, সেই সকল চিজ্জড়-সমন্বয়বাদীর বিচারও ভক্তি-বিনোদের বিচার নহে। অভক্তি ও ভক্তি কখনই এক নহে, কৃষ্ণ ও মায়ার বিনোদ—এক বস্তু নহে। ভক্তির পূর্ণ বিনোদন ব্যতীত ভক্তিবিনোদের অন্য কোন বৃত্তিতে প্রীতি নাই।

আমরা নানাবিধভাবে জগতের বস্তু-সমূহের দ্বারা বঞ্চিত হ'লে, স্বরূপ-বিভ্রান্ত হ'লে, যখন দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত হই, তখন শ্রীগুরু-পূজা কৃপা-পূর্ব্বক প্রকটিত হন। আমার ন্যায় নগণ্য লঘুবস্তু যে মহদ্‌বস্তু—গুরুবস্তু হ'তে কৃপা লাভ করে, সেই গুরুপাদপদ্মের পূজাই আমাদের নিত্যকৃত্য। ব্যাসের গণ যে গুরু-পূজা করেন, সেই গুরু-পূজার মন্ত্র—"সত্যং পরং ধীমহি"।

যত রথো লোক রথ দেখ্‌তে আসে। কেউ কলা বেচ্‌তে এসে, রথও দেখ্‌ছে মনে করে। ঐরূপ রথো লোক প্রকৃত প্রস্তাবে রথ দেখ্‌তে আসে না—কলা খেয়ে যায়—বঞ্চিত হ'য়ে যায়—স্ব-স্ব প্রেয়ঃসাধনকেই "রথ দেখা" মনে করে। কিন্তু "রথে চ বামনং দৃষ্টবা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" রথে বামন দর্শন করা চাই—বলির ন্যায় আত্ম-বলি অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করা চাই। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ এসে' বাধা দিবে ; কিন্তু গুরু কৃপা-বলে—বলদেবের বলে বলী হ'য়ে আত্মবলি দিতে হ'বে—সর্ব্বস্ব সমর্পণ কর্‌তে হ'বে, তবে বামনের কৃপা লাভ হ'বে—বামন-দর্শন হ'বে।

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"* (ভাঃ ১২।৩।৫২)

হরির কীর্ত্তন হ'লে সমস্ত কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়। সত্যযুগে ধ্যানের কথা বর্ণিত আছে। বর্ত্তমান কলিকালে বিক্ষিপ্তমনে ধ্যানের কথা পালিত হ'তে পারে না। এজন্য মহাধ্যানের কথা বর্ণিত হ'য়েছে। হরিকীর্ত্তন—মহাধ্যান। কৃতযুগে স্বল্প ধ্যানের কথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু তা'তে ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন হ'ত না; এজন্য কলিকালে মহাধ্যান। ধ্যানে দোষ প্রবেশ ক'রেছিল বলে ত্রেতায় যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল। এজন্য কলিতে মহাযজ্ঞ সংকীর্ত্তনের বিধি। যজ্ঞে দোষ আরোপিত হওয়ায় দ্বাপরে অর্চ্চন-বিধি প্রবর্ত্তিত হ'ল। কলিতে মহা-অর্চ্চন-বিধি। মহা-অর্চ্চন—শ্রীনাম-কীর্ত্তন। সমস্ত চিকিৎসায় নিরাশ হ'য়ে অন্তিমকালে যেমন অত্যন্ত মুমূর্ষ রোগীকে বিষবড়ি খাইয়ে দেয়—তা'তে খুব শক্তি (Potency) আছে ব'লে,—সেরূপ কলিকালে জীবের দুর্দ্দশার চরম দেখে শ্রীনাম-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হ'য়েছে। শ্রীনাম-কীর্ত্তনে সর্ব্বশক্তি সমর্পিত হ'য়েছে—সকলশক্তি পূর্ণমাত্রায় আছে। কীর্ত্তনই—মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ, মহার্চ্চন। কৃষ্ণের ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চন—সাধারণ মাত্র। কৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ মহাধ্যানে, মহাযজ্ঞে, মহার্চ্চনে তত্তদ্বিষয়ের পরিপূর্ণতা। যখনই মানুষের বিচার এসে' উপস্থিত হয় যে, সত্য হ'তে বিচ্যুত হ'য়েছি, তখনই যজ্ঞ কর্‌বার অবকাশ হয়। শ্রীনাম-ভজনেই মহার্চ্চন, মহাযজ্ঞ, মহাধ্যান। মহাধ্যানে অন্যমনস্ক হওয়া উচিত নয়। যখনই অন্যমনস্ক হ'ব, তখন বল্‌ব,—সত্যযুগে ফিরে যাই, কিন্তু এখন যে কলিযুগ! সুমেধোগণ এই মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ ও মহার্চ্চন করেন, আর কুমেধোগণ অন্যান্য পথ স্বীকার করেন, তা'তে তাঁ'দের মঙ্গল লাভ হয় না। তাই শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন,—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"* (ভাঃ ১১।৫।৩২)

---

* সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া এবং দ্বাপরযুগে অর্চ্চনাদি করিয়া যে ফল লাভ হইত, কলিকালে হরিকীর্ত্তন হইতে সে সব ফললাভ হয়।

* যাঁহার মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণ-বর্ণ, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ-পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সংকীর্ত্তনপ্রায় যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া থাকেন।

ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্রের উপাসকগণ যজ্ঞবিধিদ্বারা উপাসনা কর্‌তেন, তাঁ'রা ব'ল্‌ছেন,—"শ্রীরামচন্দ্রকে সীতাদেবী যে-ভাবে উপাসনা ক'রেছিলেন, সেই-ভাবে ত' সেবা করতে পারি না"। কিন্তু এখানে একটুকু কথা হ'য়েছে, শ্রীমদ্ভাগবত বল্‌ছেন—'সুমেধসঃ'। 'সুমেধস্‌'-শব্দ বহুবচন প্রযুক্ত হ'য়েছে। এক সীতাদেবী যদি বহু সীতাদেবী হ'য়ে সেবা করেন, তবে সীতা ও রাম—উভয়েই অসন্তুষ্ট হ'বেন; কারণ, শ্রীরামচন্দ্র—একপত্নীব্রতধর, আর সীতাদেবী—একপতিব্রতধরা। কিন্তু—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্‌।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥"

নাম-মহাযজ্ঞের দ্বারা যে পূর্ণ বস্তুর উপাসনা, তা'তে অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র এবং পার্ষদের নিত্য অবস্থান বিশেষরূপে বিবেচ্য। তাঁ'দের অনুগত হ'য়ে সুমেধোগণ নাম-সংকীর্ত্তন ক'রে থাকেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুগত হ'য়ে তাঁ'রই পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থান ক'রে নামযজ্ঞ ক'রে থাকেন। যাঁ'রা গৌরবিহিত কীর্ত্তন পরিত্যাগ ক'রে অন্য প্রকারে কীর্ত্তন করেন, তা'রা অচৈত্যাশ্রিতজন। সুতরাং জগদ্‌গুরু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আনুগত্যে যে-সকল বিচার উপস্থিত হ'য়েছে, তা' অবলম্বন ক'রে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। গুরুসেবা প্রধান কর্ত্তব্য। আম্নায়-বেদ্য জিনিষটি বিমুখ কর্ণ দিয়ে শ্রবণ করা যায় না। গুরুদেবের শব্দ সেবোন্মুখ কর্ণে পৌঁছিলে--কর্ণবেধ হ'লে চক্ষুর অজ্ঞান-তিমির বিদূরিত হয়; তখন চক্ষু নির্ম্মল হয় এবং সেই নির্ম্মল চক্ষুতে কৃষ্ণদর্শন হ'য়ে থাকে।

জগজ্জঞ্জাল-দ্বারা শুদ্ধভক্তির স্রোত জগতে রুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। ভক্তিতেই একমাত্র শ্রেয়োবুদ্ধি যাঁ'র, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শুদ্ধভক্তিপ্রবাহ পুনরায় প্রবাহিত করেছেন। সেই ভক্তিবিনোদ প্রভুর শুদ্ধভক্তির কথায় যিনি একমাত্র আদর করেন, তিনিই আমার শ্রীগুরুদেব, আর, যাঁ'রা আদর করেন তাঁ'রাও আমার গুরুবর্গ।

যাঁ'র বিধর্ম্মের (দেহধর্ম্ম মনোধর্ম্ম বা কর্ম্মরাজ্যের বিচারযুক্ত ভোগময় ধর্ম্মের) বশীভূত হ'য়ে না বুঝ্‌তে পেরে জড় জগতের পদার্থজ্ঞানে তাঁ'কে ভোগ্য ব'লে বিচার করেন, তাঁ'দের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। ভক্তিবিনোদ-বিরোধী জড়েন্দ্রিয়-ভোগীর দুর্ম্মুখ যেন কোনদিন আমাদের দর্শন করতে না হয়। যিনি ভক্তিকেই একমাত্র শ্রেয়ঃপথ মনে করেন, আমরা একমাত্র সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই আশ্রিত। আপনারা আজ একজন নগণ্য

ব্যক্তিকে—অবিবেচক ব্যক্তিকে 'গুরু' ব'লে স্বীকার ক'রে যে সকল অর্ঘ্য প্রদান করেছেন, সেই সকল অর্ঘ্য আমার শ্রীগুরুদেবতত্ত্বেরই প্রাপ্যবস্তু। আমি ঐগুলি হরণ না ক'রে, তাঁ'র প্রাপ্যবস্তু তাঁ'র নিকট পৌঁছিয়ে দিলাম। আমার কিছু নাই; কিছু রাখিলে গুরুসেবক বা কৃষ্ণদাস্য হ'তে বঞ্চিত হ'ব, জেনেছি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

———

শ্রীহরিনাম কি?

[দার্জ্জিলিং-এ ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে, দুইজন ইসলামধর্ম্মাবলম্বী ভদ্রলোকের 'শ্রীহরিনাম কি?' প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথার মর্ম্ম।]

পরমেশ্বরের যাবতীয় ঈশিত্ব শ্রীহরিনামে বিদ্যমান। শ্রীহরিনাম সমস্ত অচেতনের অচেতনত্ব হরণ করেন, শ্রীহরিনাম সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত; সেই জন্যই শ্রীহরি 'বিষ্ণু'-নামে কথিত। কর্ম্মকোলাহলময় জগতে বিপদাপদ্ নিবারণ-কল্পে যে সকল হরিকীর্ত্তনের আবাহন দেখা যায়, উহা বাস্তব শ্রীহরিনাম না হওয়ায় জীবের কোন প্রকার সুবিধা হইতেছে না—শ্রীহরিনামে রুচি উৎপন্ন হইতেছে না। বাস্তব-হরিনাম-কীর্ত্তনকারীর বড়ই দুর্ভিক্ষ। অবশ্য যাঁহারা শ্রীহরিকৃপা-প্রাপ্তির আশায় হরিকীর্ত্তন করেন না, তাঁহাদিগের জন্য এই সকল জাগতিক ব্যাপার-বিমিশ্রিত হরিকীর্ত্তনের ছল থাকে থাকুক, তাহার স্বপক্ষে বিপক্ষে বলিবার কিছু নাই, কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে শ্রীহরিপাদপদ্ম-সেবাভিলাষী, তাঁহারা বাস্তব কীর্ত্তনকারীর নিকটে শ্রীহরিকীর্ত্তন শ্রবণ করুন।

দার্জ্জিলিং শৈলে শ্রীল প্রভুপাদ

বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব-প্রসঙ্গে হরিকথা

[১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২১শে বৈশাখ, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে শ্রীল প্রভুপাদ দার্জ্জিলিং-এ উপস্থিত হইয়া এই দিবস সায়ংকালে 'লাউইস্ জুবিলি স্যানেটোরিয়ামে'র পরিচালক ও অধ্যক্ষ ডাঃ শিশিরকুমার পাল ও তাঁহার কতিপয় বন্ধুর নিকটে বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পরিপ্রশ্নের উত্তরে নিম্নলিখিত হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।]

কার্য্য-কারণ-অনুসন্ধান আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে বর্ত্তমানে উপস্থিত হ'য়েছে। কিন্তু কার্য্য-কারণের অনুসন্ধান medium-এর (মাধ্যমের) অপেক্ষা করে। medium দ্বারা শুদ্ধচেতন অভিঘাত-যোগ্য। দেহ ও দেহীর পার্থক্য উপলব্ধি ক'র্‌তে না পারায় এইরূপ কতকগুলি তথাকথিত কর্ত্তব্য উপস্থিত হ'য়েছে।

আটটি প্রকৃতি ছাড়া আর একটি প্রকৃতি আছে, যাহার সংজ্ঞা 'জীব'। এই আটটির সঙ্গে meddle (সংশ্রব) করা জীবের কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। বহির্জ্জগতের দর্শন প্রবৃত্ত হ'লে অনেকগুলি কথা উপস্থিত হয়। সৃষ্টিতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রশ্ন তাদেরই অন্যতম।

ইহার অনেকগুলি উত্তরও সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হ'য়েছে। কেহ কেহ বলেন, particular material condition-এর effect (নির্দ্দিষ্ট জড়ীয় অবস্থা-সমূহের ক্রিয়া)—'চেতন' ব'লে জড় হইতে আলাদা কোন জিনিষের কল্পনা করবার আবশ্যক নাই। ইহা সাধারণ জড় বৈজ্ঞানিকদিগের ধারণার অনুরূপ কথা। তাঁ'রা বলেন,—"যা বুঝতে (?) পেরেছি, তা'রই আলোচনা করা যাক্।" এই মতের প্রতিবাদী চিন্মাত্রবাদী বলেন,—"চেতনই একমাত্র বস্তু। অচেতন অবস্তু বা অচেতনানুভূতিরূপ বিবর্ত্ত সরিয়ে দিলে অমিশ্র চেতনে পৌঁছান যায়। সুতরাং 'কেবল অচিৎ-মত' স্বীকার না ক'রে 'কেবল-চেতন মত' স্বীকার করাই সঙ্গত।" সৃষ্টির সন্ধান কর্‌তে গিয়ে এইরূপ পরস্পর বিবদমান মতসমূহ সৃষ্ট হ'য়েছে।

এই সমুদয় আলোচনাকারীর ভূমিকাই বিবাদের কারণ। তাঁ'রা এক ভূমিকা হ'তে অন্য ভূমিকার বিচার করতে প্রবৃত্ত হওয়ায় এইরূপ অকৃতকার্য্য হ'তে বাধ্য হ'ন। এখান থেকে (প্রত্যক্ষ জড়-ভূমিকা হ'তে) যাত্রা করার

দরুণ তাঁদের বিচারে ভ্রম উপস্থিত হয়। এইজন্য শ্রৌতপথে এই সকল অভিজ্ঞতাবাদের ছলনাময়ী ধারণা ও কল্পনা স্বীকৃত হয় না। শ্রৌতপথের বিচার—সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে সূর্য্যদর্শন কর্‌তে হ'বে। আমার অন্যরূপ বিচারদ্বারা সূর্য্য বিপর্য্যস্ত বা অন্য বস্তু হ'য়ে যা'বে না, কিংবা কৃত্রিম আলোকসমূহের দ্বারাও বাস্তবসূর্য্য দর্শন হ'বে না। বাস্তব নিত্যবস্তুর অস্তিত্ব ও স্বাভাবিক স্বরূপের প্রতিদ্বন্দ্বী না হ'য়ে বস্তুর নিকটে উপনীত হ'বার চেষ্টা কর্‌তে হ'বে। আমার আবৃত স্বরূপের ধারণা-সম্বন্ধে খণ্ডত্ব বা অসম্পূর্ণত্বের আরোপ হ'তে পারে, কিন্তু পূর্ণ নিত্য বাস্তব-বস্তু-সম্বন্ধে তা' হ'তে পারে না। যাঁ'র সাক্ষাৎ লাভ পাই না, তাঁ'র সম্বন্ধে তর্ক বৃথা। অভিজ্ঞতা বা আরোহচেষ্টার দ্বারা বস্তুদর্শনের প্রয়াসমুখে যে বিশেষ ধারণা, তা' স্বভাবতঃই বিবাদময়ী ও বহু; কারণ তা'তে non-deviating principle (বাস্তবসত্যে চ্যুতিরহিত নিষ্ঠা) নাই।

কেবল অপ্রাকৃত শব্দাবতারের দ্বারাই তুরীয় এবং অনন্তমানের কথা এই তৃতীয়মানের রাজ্যে—সান্তজগতে আস্‌তে পারে। সুদূরস্থ জিনিষ শব্দের সাহায্যে নিকটবর্ত্তী হ'তে পারে; সে শব্দ যখন উপস্থিত হয়, তখন অন্য কোন প্রকার চেষ্টা আমরা স্বীকার করি না। কি জিনিষ আস্‌ছে, তা' না বুঝ্‌তে পার্‌লে শুন্‌বার দরকার নাই, এ কথা আমরা বলি না। যদি না শুনি, তা' হ'লে এই স্থূলসূক্ষ্ম প্রকৃতির মধ্যেই থাকা হ'য়ে যায়।

জড়ের নানাত্ব-বহুত্বের বিচারে কেবল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'তে হ'বে। "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে", "নিত্যো নিত্যানাং" প্রভৃতি শ্রুতি-মন্ত্রে "তস্য" একবচন। তিনি বহু নিত্য পদার্থের মধ্যে পরম নিত্য। তিনি বহু অনিত্য পদার্থের অন্যতম বা বহু নিত্য পদার্থের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত নহেন। তিনিই একমাত্র অদ্বিতীয় পরম নিত্যবস্তু। "ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে"। তাঁ'র অধিক ত' কেহ নাই-ই, তাঁহার সমানও কেহই নাই। তিনি অদ্বয়বস্তু, তাঁ'রই অন্তর্ভুক্ত অন্য সকল জিনিষ। অর্থাৎ তিনি একমাত্র অদ্বিতীয় বস্তু হ'লেও তাঁ'র শক্তির বিচিত্রতা আছে। শ্রুতি ব'ল্‌ছেন,—"শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে।" আমরা প্রপত্তি দ্বারা বহুত্ব হ'তে একমাত্র অসমোর্দ্ধ অদ্বয়বস্তুর অনুশীলন করি। সেই অনন্ত শক্তিমানের অনুশীলন-বিচিত্রতা অদ্বয়জ্ঞানের অবিরোধী।

শক্তির মোটামুটি তিন ভাগ। অঙ্গের তিন ভাগ। অঙ্গের অন্তর্গত ১, ২, ৩, ইত্যাদি। অঙ্গের তিন ভাগের সংজ্ঞা—অন্তঃ অঙ্গ, বহিঃ অঙ্গ, তটাঙ্গ। এখন

আমরা বহিরঙ্গের সংস্পর্শে আছি। অন্তরঙ্গ এখন পর্য্যন্ত আমাদের নিকট প্রকাটিত হয় নাই। বহিরঙ্গা শক্তিতে বহির্জগতের সৃষ্টি; বহিরঙ্গা-শক্তি-সৃষ্ট জগতে বিচিত্রতা দেখ্‌তে পাই। কিন্তু সেই বিচিত্রতা অদ্বয়ের বিরোধী, অনিত্য, হেয়, অনুপাদেয়, ছলনাময়। তাই ব'লে অন্তরঙ্গা-শক্তি-সৃষ্ট জগৎ বিচিত্রতা-বিহীন নহে। সেখানেই প্রকৃতপ্রস্তাবে অনন্ত, অফুরন্ত, পরমোপাদেয়, নিত্য বিচিত্রতা আছে। সেই বিচিত্রতা অদ্বয়জ্ঞানের সহিত সুসমন্বিত—অদ্বয়জ্ঞানের পরিপোষক। সেখানকার বিচিত্রতা মানসিক গবেষণার দ্বারা কল্পিত নয়, অবাস্তব নয়, অনিত্য নয়। সেই অন্তরঙ্গা-শক্তি সৃষ্ট নিত্য, অনন্ত বিচিত্রতারই খণ্ড, হেয়, বিকৃত, প্রতিফলিত প্রতিবিম্বই বহিরঙ্গা-শক্তি-সৃষ্ট জড়-বিচিত্রতা।

বহির্জ্জগতের সমুদয় বস্তু কার্য্য ও কারণজাতীয়। কার্য্যকারণে পর্য্যবসিত হওয়া নির্ব্বিশেষ-বিচার। এই সমুদয় কেবল 'অঘ', 'অসুবিধা'। কেবলমাত্র—"বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।"

সাক্ষাৎ 'বৈকুণ্ঠ' শব্দ যখন সেবোন্মুখ কর্ণে অবতরণ করেন, তখন তিনি অনায়াসে সকল অঘ অপসারিত ক'রে দেন। 'বৈকুণ্ঠ' শব্দে শব্দ শব্দীর মধ্যে ভেদ নাই। বৈকুণ্ঠ শব্দের শব্দীর অভিজ্ঞানের জন্য অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্য-গ্রহণের আবশ্যকতা হয় না। 'পূর্ণ' শব্দ দ্বারা খণ্ডিত শব্দকে লক্ষ্য কর্‌তে বলা হচ্ছে না।

শ্রীচৈতন্যদেব বা ভগবদ্‌বস্তু আমাদের বর্ত্তমান বিচারের ক্রীড়নক নহেন যে, তাঁকে যে কাতে রাখ্‌ব, তিনি সেই কাতে থাক্‌বেন। শ্রীচৈতন্যদেবের মাতা-পিতা, জন্ম-তারিখ ইত্যাদি সম্বন্ধে যে-সকল কথা হচ্ছে, তা' এই ভূমিকা হ'তে বলা হ'চ্ছে। যে ভূমিকা হ'তে বলা হ'চ্ছে, তা'র সঙ্গে চৈতন্যদেবের ভূমিকাকে গোলমাল বা একাকার কর্‌তে হ'বে না। তা' হলে এক বুঝ্‌তে আর বুঝে ফেলা হ'বে। বর্ত্তমানকালে প্রাকৃতসহজিয়া-সমাজে যা' হচ্ছে!

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির উৎপন্ন কোনও বস্তুবিশেষ ন ন। তিনি অধোক্ষজ বস্তু। তিনি আরোহবাদী বা অভিজ্ঞতাবাদীর জ্ঞানগম্য ন'ন—সর্ব্বতোভাবে প্রপন্ন, শুদ্ধস্বরূপের নিকট স্বপ্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণজ্ঞান প্রদান ক'রেছেন। কৃষ্ণেতর দেবতার কথা—অচৈতন্য দেবতার কথা শ্রীচৈতন্যদেব বলেন নাই। গয়ায় দীক্ষা-লীলাভিনয়ের পরে শব্দমাত্রের ব্যাখ্যা ক'র্‌তে গিয়ে শ্রীচৈতন্যদেব বলেন যে, শব্দের 'কৃষ্ণ'

ছাড়া ব্যাখ্যা নাই। শব্দের দ্বিবিধ দ্যোদক-বৃত্তি ; এক প্রকার দ্যোতক-বৃত্তি কৃষ্ণকেই লক্ষ্য করে, অন্য প্রকার বৃত্তি অজ্ঞতা প্রসব করে অর্থাৎ শব্দের বাহ্য আবরণ প্রকাশ ক'রে কৃষ্ণ হ'তে বিক্ষিপ্ত করে।

বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ ক'র্লে সব সুবিধা হ'বে। নচেৎ অভ্যুদয়বাদী কিংবা নির্ব্বাণবাদী হ'য়ে যে'তে হ'বে। দীক্ষাগ্রহণ জিনিষটা—নামগ্রহণ। শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িতে দিব্যজ্ঞান লাভ। বহিরঙ্গা শক্তির বিক্রমরূপ অভিজ্ঞতা-প্রসূত বুদ্ধির দ্বারা শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলাবিচাররূপ বিপৎপাত হ'তে শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে সাবধান ক'রেছেন। তুমি বৈষ্ণব ; কিন্তু তোমার ঐ বহিস্মুর্খ-বিচারগ্রস্ত শরীরটা বৈষ্ণব নয়। তোমার ঐ শরীর যদি বৈষ্ণবের অকৃত্রিম সেবায় লাগাও, তা' হ'লে ঐ শরীর শরীরীর তাৎপর্য্যের সহিত এক হ'য়ে যা'বে।

প্রতিকূল অনুশীলন-দ্বারা অসুবিধা হ'য়ে যায়। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবা ব্যতীত কাহারও অন্য কোন কৃত্য নাই। জীব কৃষ্ণের দাস। যথেচ্ছাচারিতায় জীবনের ব্যবহার পাওয়া যায় না—জীবন্মৃত অবস্থামাত্র লাভ হয়। শুষ্কবৈরাগ্য কিছুক্ষণ পরে চেতনকে পর্য্যন্ত শুকিয়ে মেরে ফেলে! কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত ; মরে যাওয়ার দরুণই অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্তি, সত্য কথায় অমনোযোগিতা। যা'রা নিজেরাই recipient (গৃহীতা) হ'তে চাচ্ছে, তাঁ'দের জীবন কিছুক্ষণ পরে থেমে যা'বে। তা'রা মৃতই আছে। বাস্তব-বেদ্যবস্তুর অনুশীলনে বঞ্চিত থাকাই মৃত অবস্থা। যে জীব বহিরঙ্গা শক্তির অধীন হ'য়েছে, সে জীবিতম্মন্য হ'লেও 'জীব'-শব্দ-বাচ্য নহে। তা'র তথা-কথিত জীবন কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায় ভেসে যাওয়া মাত্র। পুত্তলকে সকল লোকেই আক্রমণ করে। এইরূপ ব্যক্তিগণ মৃত্যুর ভূমিকার উপর অস্বাভাবিক-ভাবে পরস্পর মারামারি কর্ছে।

অমুক্তের কথার দ্বারা কখনও সত্য নিরূপিত হয় না। কেবল চেতনময় বস্তুর অনুসন্ধান ব্যতীত অন্য চেষ্টার দ্বারা বিপর্য্যস্ত ধারণামাত্র সম্ভব। নিত্যানিত্যবিবেক উদিত না হওয়ায় জীবের এইরূপ অমঙ্গল হ'চ্ছে। এজেণ্ট মানবকে ফাঁকি দিচ্ছে। Phenomenal worldএ (জড়জগতে) meddle (সংশ্রব) করার জন্য মনকে Powers delegate (শক্তি প্রদান) করা হ'য়েছে। শারীরিক এবং মানসিক সম্পদে সমৃদ্ধ হ'বার চেষ্টা আত্মার ধর্ম্ম নয়। জগতের বাদসা-গিরি, স্বর্গের ইন্দ্র-গিরি—কেবল মুখোস্‌পরা দুর্ব্বুদ্ধিমাত্র —'মুখোস প'রে অন্য ভূমিকায় থাকার বুদ্ধি—যা' ইন্দ্রিয়রুচিকর প্রত্যক্ষজ্ঞানে

বুঝি, তা'র মধ্যে থাকার বুদ্ধিমাত্র। কিন্তু তা'তে থাক্‌তে পারি না। অর্জ্জিত বস্তু চলে যাচ্ছে। তেমন বস্তুসংগ্রহ ক'র্‌ব, যেটা চ'লে যায় না।

জাগতিক অপূর্ণতা পরিত্যাগ ক'রে নিজের বুদ্ধিতে পূর্ণতার পক্ষপাতী হবার পক্ষপাতিত্ব ও কল্পনাপ্রসূত ব্যাপার এবং আর একটি দুর্ব্বুদ্ধি। ঘটাকাশ ভেঙ্গে ফেলে কি মহাকাশ হওয়া যায়?—উহা প্রলাপ মাত্র। খুব বেশী পরিমাণে অনুচানমানিতা বা আত্মম্ভরিতার দ্বারা যে সেই জিনিষের কাছে পেঁছাব, ইহাও কল্পনা-স্রোতমাত্র। ইহা বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোত।

কেহ নাক টিপে সমাধি (?) লাভ ক'রে নিজের সুবিধা (?) ক'রে নিলেই বা কি হ'ল? তিনি আমার কি উপকার ক'র্‌লেন? তাঁ'র নিজেরই বা লাভ কি? "আপনি এখানে মাটি কাট্‌বেন, আর আমি ব্রহ্ম (?) হ'য়ে যা'ব!" —এটা হ'চ্ছে অত্যন্ত হেয় রকমের অপস্বার্থপরতা। বর্ত্তমান সুবিধা, যা' দ্বারা অন্যের অনিষ্ট হ'চ্ছে, তা' আমার লভ্য হবে! মুক্ত ব্যক্তি মুক্তিকামনা করেন না।

চৈতন্যচন্দ্রের কথা এই সব জাতীয় জাগতিক দোলো কথা নয়। শ্রীচৈতন্যদেব ইহ জগতের কোন দোলো কথা অবলম্বন ক'রে অমঙ্গলজনক কথা বলেন নাই—তিনি ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত প্রতিকূলতা ক'র্‌তে বলেন নাই।

ভক্তি একমাত্র সুখ, অন্যগুলি সুখের অভাব। 'আমার সুখ হোক্; বাদবাকী লোকের অসুবিধা হোক্, তোমাকে বঞ্চিত ক'রে আমার সুবিধা! —এরই নাম অন্যাভিলাষ কর্ম্মজ্ঞানাদির পথ।

আর কা'কেও বঞ্চিত না ক'রে সকলে মিলে হরিকীর্ত্তন করি, ২৪ ঘণ্টা হরিকীর্ত্তন করি—এরূপ বিচার কেবলা ভক্তিরা পথের পথিকের। কেবলা ভক্তির পথে কীর্ত্তন ছাড়া অন্য কোনও অবান্তর সাধনের সাহায্য বা মিশ্রণ স্বীকৃত হয় না। কারণ কীর্ত্তনই একমাত্র নিরপেক্ষ অব্যর্থ অস্ত্র। প্রথমে কাণ দিয়ে শুন্‌তে হয়। পরে সকল ইন্দ্রিয়ের অনুকূল-ক্রিয়া উপস্থিত হয়। তখন ভগবানের রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য, লীলা-দর্শন হয়। ফুটো হাঁড়িতে তরল পদার্থ রাখার দুর্ব্বুদ্ধিদ্বারা কেবল কাম-ক্রোধাদির প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপ-শ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যেত, সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকর-বৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নাম-রূপ-গুণ-পরিকরেষু সম্যক্-স্ফুরিতেষু লীলানাং

স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতি। তত্রাপি শ্রবণে শ্রীভাগবত-শ্রবণন্তু পরমশ্রেষ্ঠম্। * (ভাঃ ৭।৫।১৮ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকা)।

শ্রীচৈতন্য-নিজজনের করুণাকটাক্ষবৈভববিশিষ্ট পুরুষ জগতের যাবতীয় কুবৈভবকে, কুযোগিবৈভবকে ফুৎকার ক'র্‌তে পারেন, নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বিচার ক'রে ভুক্তি-মুক্তি হ'তে তফাৎ থাকেন। কৃত্রিম প্রণালী কোন কাজে লাগে না। ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা—পিশাচী, ডাইনীস্বরূপা। তা'রা কখনও জীবের মঙ্গল ক'র্‌তে পারে না। কিন্তু এরা কত অসৎ সাহিত্য সৃষ্টি ক'রেছে—জীবসমষ্টির কত অসুবিধা ক'রেছে! জাগতিক লোক ঐসকল সাহিত্যে তাঁ'দের প্রেয়ো-রুচির সমর্থন ও ইন্ধন পান ব'লে ঐসকল সাহিত্যেরই আদর ক'রে থাকেন। শুদ্ধভক্তি-সাহিত্য তাঁ'দের রুচিকর হয় না, তাঁ'দের ইন্দ্রিয়তর্পণ করে না ব'লে উহা তাঁ'দের মাথায় প্রবেশ করে না, তাই তাঁ'রা তা' বুঝ্‌তে পারেন না, এরূপ অভিযোগ করেন।

মনুষ্যজাতির সৃষ্ট পুঁথি বা বিদ্যা-বুদ্ধির উপদেশ ভাগবতের উপদেশ নয়। ভাগবতে একমাত্র পরম ধর্ম্মের কথা আলোচিত হ'য়েছে। তদ্দ্বারা অন্য কথাগুলির অপ্রয়োজনীতা বুঝ্‌তে পারা যা'বে। অপস্বার্থপর লোকের কখনও পরম মুক্তি হ'তে পারে না। তা'তে অন্য অপস্বার্থপর লোক বাধা দেয়, দেবতারা বাধা দেন। দেবতাদের পদবী ও আসন সীমাবদ্ধ, সেজন্য তাঁ'দের আশঙ্কা উপস্থিত হয়।

জল থেকে দই হয় না। ব্রহ্ম হ'য়ে যাওয়ার কল্পনা নাস্তিকতা ও আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন। অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধি স্বপ্নসিদ্ধিমাত্র। জীব কখনও ব্রহ্ম হ'তে পারে না। জীব তজ্জাতীয় ব'লে পরব্রহ্মের সেবা ক'র্‌তে পারে, কখনও পরব্রহ্মের অসমোর্দ্ধ পদটী গ্রহণ ক'র্‌তে পারে না।

---

* প্রথমতঃ অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য (শ্রীগুরুদেবের নিকটে) নাম-শ্রবণের প্রয়োজনীয়তা আছে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে শ্রীকৃষ্ণের রূপশ্রবণের দ্বারা উক্ত অন্তঃকরণ রূপোদয়ের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শুদ্ধ-অন্তঃকরণে রূপশ্রবণদ্বারা রূপ উদয় হইতে পারে। রূপ অন্তঃকরণে সম্যগ্‌রূপে উদিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের গুণসকল শ্রবণদ্বারা অন্তঃকরণে গুণগণের স্ফূর্ত্তি হয়। গুণ-স্ফুরণসম্পন্ন হইলে, শ্রীকৃষ্ণের পরিকরগণের বৈশিষ্ট্য শ্রবণ করিতে করিতে অন্তঃকরণে সেই বৈশিষ্ট্যের স্ফূর্ত্তি হয়। তদনন্তর নাম রূপ-গুণ-পরিকরসকল সম্যগ্‌রূপে স্ফুরিত হইলে লীলাশ্রবণদ্বারা লীলাস্ফুরণ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। লীলাশ্রবণে শ্রীভাগবত-শ্রবণই শ্রেষ্ঠ।

অনন্ত অণুচেতন অদ্বিতীয় পরম চেতনের সেবক। এক ব্যক্তিই সব, অন্যে কিছু নয়,—এরূপ বিচারদ্বারা অন্যলোকের অধিষ্ঠানের প্রতি আক্রমণ করা হয়, মুমুক্ষু ব্যক্তির নিত্যত্বে ব্যাঘাত জন্মান হয়। যেমন Semetic Idea (জড়-ধারণা)—আগে মানুষ ছিল না, পরে ঈশ্বর কতকগুলি উপাদান দিয়ে মানুষ সৃষ্টি ক'র্‌লেন। ইহা ভ্রমপূর্ণ মতবাদ। "জীবাত্মা সৃষ্ট হ'য়েছে',—এই যে বিচার-প্রণালী Semetic thought (জড় চিন্তাস্রোত) এর মধ্যে এসে পড়েছে, তা' চালনা ক'র্‌তে ক'র্‌তে নির্ব্বিশেষবাদ পাওয়া যায়। আধ্যক্ষিকতা প্রবল হ'য়ে সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষবাদের বিস্তার হয়। আবার তা' পরিত্যাগ কর্‌বার জন্য 'অনল্‌হক' বা নির্ব্বিশেষবাদ উপস্থিত হয়। এই সমুদয় বিপথ-প্রদর্শক মতবাদগুলিকে সুদার্শনিক বিচার উন্মূলিত ক'রেছেন। ইহাই ভাগবতের প্রাথমিক প্রতিজ্ঞা, কাম-ক্রোধের দাস যা'রা—অমুক্ত যা'রা তা'রা এ সকল কথা বুঝ্‌তে পার্‌বে না। সাধুগণ কোন মতবাদের পক্ষে ন'ন; তাঁ'রা নির্ম্মৎসর—তাঁ'রা সম্পূর্ণ নিষ্কপট ও নিরপেক্ষ। ইহাই শ্রীচৈতন্যদেব সুষ্ঠুভাবে প্রচার ক'রেছেন। যিনি যে পরিমাণে শ্রীচৈতন্যদেবের কথায় পোঁছ্‌তে পার্‌বেন, তিনি সেই পরিমাণে বুদ্ধিমান হ'তে পার্‌বেন।

ভক্তি অন্ধবৃত্তি নহে। মনুষ্য যতটা বুদ্ধিমত্তার শেষ সীমায় আরোহণ ক'র্‌তে পারেন, ভক্তি-আশ্রয়কারীর তা' অপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান্‌ হ'তে হ'বে। আমরা মনুষ্যজাতির সৃষ্ট কোন কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হ'ব না। ইহাই নিরপেক্ষতা। মনুষ্যজাতি, দেবতাজাতি বা কোন জাতি দেশ-বিদেশের কথার মধ্য প্রবিষ্ট হ'য়ে যাওয়াই,—দোলো লোক হ'য়ে যাওয়া—অপেক্ষাযুক্ত হওয়া। নিজ নিজ মনের কল্পনা কিংবা মনোধর্ম্মের বিকারসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াও—মস্ত দোলো লোক হওয়া—অপেক্ষাযুক্ত হওয়া। আমরা পূর্ব্ব অভিজ্ঞতাদ্বারা প্রলুব্ধ হ'ব না। আমাদের শ্রবণ ক'র্‌তে হ'বে। আমরা শ্রুতির উপাসক। কর্ণবেধ ক'রে শ্রবণ ক'রতে হ'বে। আচার্য্য কর্ণবেধ কর্‌বেন, আমারা সমিৎপাণি হ'য়ে আচার্য্যের নিকটে অভিগমন কর্‌ব।

আমাদিগকে বাস্তব বস্তু জান্‌তে হ'বে—শ্রবণ প্রণালীর দ্বারা; নিজের অনুচানমানিতার দ্বারা নহে, অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-চেষ্টার দ্বারা নহে, তা'তে বাস্তব বস্তু জানা যায় না। বাস্তব বস্তু কি? 'বাস্তব' কা'কে ব'লে? সশক্তিক বস্তুর নাম—বাস্তব বস্তু। সশক্তিক জিনিষ—বাস্তব।

বস্তুকে জানা অর্থে—জ্ঞান। নিঃশক্তিকবাদের ঈশ্বর (?)—নাস্তিকতা—part and parcel of phenomena—পরিদৃশ্যমান প্রকৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ বা ভাব-বিশেষ। শিবদং—যে বস্তু মঙ্গল দান করে, কল্যাণকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণচরণ। আর Concocted thoughts এর pursuit (উদ্ভাবিত চিন্তা ধারার অনুসণ) অমঙ্গল।

ত্রিতাপ কি?—আধিদৈবিক তাপ জাগতিক কোনও উপায়েই কেহ অতিক্রম ক'রতে পারে না। আধিভৌতিক—একটা মানুষ আর একটা মানুষের উপর, একটা পশু বা প্রাণী অন্য একটা মনুষ্য বা পশু প্রভৃতি প্রাণীর উপর অত্যাচার ক'রছে। নাস্তিক জগতের পরোপকার এই শ্রেণীর; সেগুলি পরোপকার নয়—মূলতঃ অত্যাচার। প্রথমতঃ একটা প্রেয়ঃপূর্ণ পরোপকারের মুখোস পরা, চরমে সজ্জিত ময়ূরপুচ্ছগুলো একে একে টেনে ফেল্লেই দেখা যায়—মহা অপকার—অত্যাচার! আধ্যাত্মিক তাপ যত intellectual parade (অক্ষজজ্ঞানের কসরৎ)। Lewis এর History of philosophy তে intellectual parade এর একটা Catalogue (সূচী) আছে। জাগতিক encyclopedia (বিশ্বকোষ) গুলিতে আছে।

ভাগবত পড়্‌লে ত্রিতাপ থাক্‌তে পারে না। বিশদ বস্তুর অনুশীলন ক'রলে মনুষ্যজাতির ভোগা-দেওয়া ধারণাগুলির অধীন হ'তে হ'বে না।

কৃষ্ণভক্তি বাস্তব বস্তু। ইহা ভাগবতের পরিসমাপ্তিতে বর্ণিত হ'য়েছে,—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ যুক্তম্‌॥ *
(ভাঃ ১২।১২।৫৫)

আগে স্মৃতি ছিল, পরে বিস্মৃতি হ'য়েছে। জন্মান্তরবাদ, একজন্মবাদ—এরূপ কথা নয়। সত্ত্বের শুদ্ধি হয়। সত্ত্ব—existence, absolute position, তা'তে যে-সকল অসুবিধা প্রবেশ ক'রেছে, সেগুলো হ'তে ছুটী হ'য়ে যায়।

আত্মাই আত্মার সেবা করতে পারে। 'বৈরাগ্য'—কৃষ্ণস্মৃতি-বিরোধিনী কথা ত্যাগ। বিজ্ঞান যা গ্রহণ করতে হ'বে। চিকিৎসক-সম্প্রদায় স্থূলদেহের কথা বলেন; জ্ঞানিগণ সূক্ষ্মদেহের কথা বলেন। অনাত্মভক্তি—আমরা বিমুখ অবস্থায় এখন যা করছি অর্থাৎ খণ্ডবস্তুর সেবা। অখণ্ডবস্তুকে সেবা কর্‌লে সকল বস্তুরই যোগ্য পরিচর্য্যা হয়।

---

* কৃষ্ণপদারবিন্দ-যুগলস্মৃতি মানবগণের অশুভ-বিনাশ, চিত্তশুদ্ধি, শ্রীহরিভক্তি এবং বিজ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান ও মঙ্গল বিস্তার করিয়া থাকে।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ *
(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

জোড়া-তাড়া-দেওয়া জিনিষ বদল হ'য়ে যায়। Civic things—secular things (অসাম্প্রদায়িক চিন্তাধারা) অসৎ-সাম্প্রদায়িকতা। পরমাত্ম-ভক্তিই একমাত্র আবশ্যক। Speculative literature (মননশীল সাহিত্য) এখন থাক; কারণ, সময় খুব অল্প। কৃষ্ণভক্তি সহজ Cooked drink (পক্ব পানীয়)। (তা'তে) সঙ্গে সঙ্গে এখনই শং অর্থাৎ মঙ্গল পাওয়া যাবে। মায়াতে অবরুদ্ধ হ'বে না। পরমার্থ ভক্তির মধ্যে সমস্ত অবস্থিত। হরিকীর্ত্তন সর্ব্বদা করা আবশ্যক—অনন্তকাল করা আবশ্যক—একমাত্র আবশ্যক।

———

শ্রীমদ্ভাগবতের দান প্রভৃতি প্রসঙ্গে হরিকথা

[১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২২শে বৈশাখ ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৫ই তারিখে কীর্ত্তিত]

Nicola Tesla প্রভৃতি মনীষিগণের চেষ্টার দ্বারা পরমার্থ জগতের আবিষ্কার হ'চ্ছে না। পরমার্থ-জগতে শ্রীমদ্ভাগবতের স্থান অসমোর্দ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবত নৈষ্কর্ম্ম্য আবিষ্কার ক'রেছেন। নির্ভেদজ্ঞানীর কল্পিত, একদেশী ডাঁশা নৈষ্কর্ম্ম্য নয়—শ্রীমদ্ভাগবতের নৈষ্কর্ম্ম্য জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিত নৈষ্কর্ম্ম্য—পারমহংস্য বিজ্ঞান।

শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বাস্তব প্রত্যক্ষের কথা। ভোগোন্মুখি-ভাষার দ্বারা ব'ল্‌বার কথা নয়। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচার-প্রণালীই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচার-প্রণালী—অন্য প্রণালী সর্ব্বতোভাবে প্রকৃত প্রণালী নহে। জীবমাত্রেরই শ্রীচৈতন্যদেবের পদাশ্রয় ক'রতে হ'বে। হরিকীর্ত্তন সর্ব্বদা করা দরকার।

* যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে সুষ্ঠুভাবে জলসেচন করিলেই উহার স্কন্ধ শাখা, উপশাখা, পত্রপুষ্পাদি সকলেই সঞ্জীবিত হয় (মূল ব্যতীত পৃথক্-পৃথক্ ভাবে বিভিন্ন স্থানে জল সেচন করিলে তদ্রূপ হয় না), প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে যেরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সাধিত হয় (কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহে পৃথক পৃথক্-ভাবে অন্নলেপনদ্বারা তদ্রূপ হয় না), তদ্রূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজাদ্বারাই নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে (তাহাদের আর পৃথক্ পৃথক্ আরাধনার অপেক্ষা করে না)।

শ্রীচৈতন্য-বিহিত হরিকীর্ত্তনই নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধির একমাত্র পথ, পাথেয় ও পথসীমা। হরিকীর্ত্তনে সর্ব্বশক্তি নিহিত র'য়েছে—সর্ব্বপ্রয়োজন শিরোমণি অনুস্যুত আছে।

শ্রীচৈতন্যদেব কোন জাতীয় নায়কবিশেষ ন'ন। মানুষ জাতির সহিত ঝগড়া বা দু'দিনের বন্ধুত্ব করা শ্রীচৈতন্য-চরণানুচরগণের চেষ্টা নয়। শ্রীচৈতন্য-প্রদর্শিত পথে ভাগবতানু-শীলনই শ্রীচৈতন্যাশ্রিত ব্যক্তিগণের কৃত্য। 'শুকরতল'—যেখানে পরীক্ষিত মহারাজ শ্রীশুকদেবের মুখে ভাগবত শ্রবণ করেছিলেন অর্থাৎ যেখানে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়েছিল, সেখানে একটী আদর্শ ভাগবত-শিক্ষাকেন্দ্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হবে,—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

শ্রীচৈতন্যদেব ইচ্ছা করেছিলেন যে, জগতের সকলের মঙ্গল হ'য়ে যা'বে। ইহাই একমাত্র সত্য যে, শ্রীচৈতন্যসাহিত্যের আলোচনা হ'লে সকলের মঙ্গল হ'বে; সেই পরিচয় আর কিছু নয়। আত্মধর্ম্মের শুদ্ধা স্বরূপে অহৈতুকী ভক্তিই অবস্থিত। সুতরাং ইতর পরিচয় ব্যতীত আত্মস্বরূপে ভক্তিই প্রতিষ্ঠিত।

"কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্ জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥"

আমরা ভগবানের শরণাগত—বৈষ্ণবের শরণাগত। ভগবান্‌কে দেখতে পাওয়া যায় না। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের দাসগণের জুতা বইতে পার্‌লেই কৃষ্ণদাস্যময় স্বরূপগত প্রতীতি লাভ হ'বে। কৃষ্ণদাসগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—মধুররসাশ্রিতা গোপীগণ। সেই গোপীগণের কৃষ্ণবিরহভাবময়ী চিত্তবৃত্তি এইরূপ,—

"প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষেঃ
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥"

বার্ষভানবী তাঁহার কোন সখীকে বলিতেছেন,—হে সহচরি! আমার সেই অতিপ্রিয় কৃষ্ণ অদ্য কুরুক্ষেত্রে মিলিত হ'য়েছেন, আমিও সেই রাধা; আবার আমাদের মিলনসুখও তা'ই বটে, তথাপি কৃষ্ণের ক্রীড়াশীল মুরলীর

পঞ্চমতানে আনন্দ-প্লাবিত কালিন্দীপুলিনস্থিত কাননের জন্য আমার চিত্ত ব্যাকুল হ'চ্ছে।

প্রপঞ্চে জীবের অবস্থিতি ও বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া

[দাৰ্জ্জিলিং লাউইস্ জুবিলি স্যানিটোরিয়ামের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ডঃ এস্, কে, পাল মহোদয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— (১) প্রপঞ্চে জীবের অবস্থান কিরূপ ? (২) বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া কিরূপ ? শ্রীল প্রভুপাদ তদুত্তরে বলিতে লাগিলেন,—]।

'জীব'-শব্দে—যাহার জীবন আছে। ভগবানের তিন প্রকার শক্তি—বহিরঙ্গা, অন্তরঙ্গা ও তটস্থা। জীব সৃষ্ট পদার্থ নহে। জীব—অজ, নিত্যকাল বর্ত্তমান, তাহার অবস্থা-ভেদ আছে। জীবের সহিত ঈশ্বরের নিত্যভেদ। মহাপ্রভু ব'লেছেন,—"মায়াধীশ-মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ।"

জীব তটস্থ-শক্তি পরিণত বস্তু। জীব—বস্তু, অবাস্তব আকাশ-কুসুম নয়। জীবের স্বরূপ কৃষ্ণের নিত্যদাস। জীব—সেবক ; জীব-সেব্য—কৃষ্ণ।

ভগবানের সীমাযুক্ত দর্শনে বদ্ধজীবত্ব। তা'র নিত্যকৃত্য—প্রভুর সেবা করা। জীবের জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম আছে। জীব নিত্যকাল বর্ত্তমান, নিত্য আনন্দ-প্রার্থী ; যখন বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা গ্রস্ত হ'ন, তখনই আনন্দের সন্ধান ভুলে যা'ন। যখন জীবাত্মা সেবনক্রিয়াশীল থাকেন না, তখন ভগবানের সেবাকার্য্য প্রকাশিত হয় না, কিংবা গৌণভাবে প্রকাশিত থাকে ; যেমন গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু প্রভৃতির। গো, বেত্র. বিষাণ, বেণু বুঝ্তে পারেন না যে, তাঁ'রা শ্রীভগবানেরই সেবা ক'র্ছেন ; তাঁ'দের শান্তরস। ভগবানের সেবা ব্যতীত শান্তি হয় না। কৃষ্ণ যে যন্ত্রের দ্বারা তা'দিগকে পরিচালিত করেন, তা' দ্বারা চালিত হ'য়ে সেবা ক'র্ছেন, ইহা বুঝ্তে পারেন না। যেহেতু তাঁ'রা শান্ত, সেজন্য তাঁ'দের অন্য কার্য্যে অভিলাষ হয় না। তাঁ'রা জানেন না যে তাঁ'রা সেবা ক'র্ছেন ; কিন্তু তাঁ'রা সেবা ক'র্ছেন, নতুবা তাঁ'দের শান্তি সম্ভব হ'ত না।

ভগবানের সেবা যা'রা না ক'রে, তা'দের বদ্ধাবস্থা। মুক্তগণের ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কোনও কৃত্য নাই। শব্দের দ্বারাই পূর্ণসেবা হয়। ইহ জগতের সেবা জড়বস্তুর প্রতি হ'য়ে যায়। অবিমিশ্রভাবে ভগবৎসেবা একমাত্র কীর্ত্তনের দ্বারা হয়। বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষ্ণকীর্ত্তন অর্থাৎ শ্রীশিক্ষাষ্টকে শিক্ষালাভ এবং শিক্ষাপ্রদান ব্যাপার একমাত্র আবশ্যক। Church এর Prayer ও—কনীর্ত্ত,

যদি অবিমিশ্রভাবে হয়। প্রার্থনাও কীর্ত্তন। দূরস্থিত বস্তুকে কিছু বল্‌তে হ'লেই কীর্ত্তন করতে হয়। বস্তুকে নিকটে পেলে মন্ত্র individual sound (ব্যক্তিগতশব্দ)। কৃষ্ণের কথা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কীর্ত্তিত হ'য়ে আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হয়। যখন সেই কীর্ত্তন উপস্থিত হয়, তখন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ কর্‌বার বিচার থাকে না। ভোগিত্ব কর্ত্তৃত্বের অভিমান উল্টে গিয়ে 'আমি দাস' এই বিচার প্রবল হয়। সেটাই—স্বাস্থ্য। বর্ত্তমানে আমাদের আময়যুক্ত অবস্থা। বর্ত্তমানের ইন্দ্রিয়ব্যাপার তাঁ'র কাছে যাচ্ছে না, মাঝখানে আটক করে দিয়েছে—গুণজাত পদার্থ আটক ক'রেছে। যা' আগে ছিল না, পরে উপস্থিত হ'য়েছে। যেমন সোডা ও এসিড্। কর্ত্তৃত্বটা অনুস্যূত ভাবে ছিল, দু'টো জিনিষ একত্র হওয়ায় ক্রিয়া আরম্ভ হ'ল। এটা ভগবানের গৌণ-ক্রিয়া।

ভগবানের মুখ্য ক্রিয়া—অন্তরঙ্গ-শক্তি-পরিণত জগতে। সেখানে নিত্যত্ব, পূর্ণত্ব এবং সদানন্দত্ব আছে। এ জগতে তা'র বৈপরীত্য দেখা যায়, প্রতি-ফলিত ভাবমাত্র।

এখানকার 'সত্য—তাৎকালিক, সরে যায়, ধ্বংস হ'য়ে যায়, নিত্য নয়—খণ্ডকালের মধ্যে খানিকক্ষণ প্রকাশমান হয়, রঙ্গমঞ্চে নাট্যাভিনয়ের ন্যায়। জড়জগতে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞেয় পদার্থ কিছুক্ষণের জন্য। তা'তে আমাদের কিয়ৎ পরিমাণে গ্রহণ করার শক্তি কিছুদিনের জন্য হয়। শক্তি ক্রমে ক্রমে কমে যায় জোয়ার ভাটার মতন। বিদেশী (foreign) জিনিষ অভ্যাগতের মতন আসে আবার চলে যায়। ইহাই এই জগতের অবস্থা। আমারা এখানে —এই জড়জগতে আসি—ভোগীর পোষাকে নায়ক সজ্জায় আসি। আমাদের part কার্য্য বলাবলি হ'য়ে গেলে বাড়ী চলে যাই। এখানে আমাদের নিত্যা-বস্থান নয়। জড়—পরিবর্ত্তনশীল চেতনের পরিবর্ত্তন নাই। চেতন ক্ষুব্ধ হয় না—ধ্বংস হয় না—বিকৃত বা বিপর্য্যস্ত হয় না। জড়ের পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্ম আছে ব'লে এর একটা নশ্বরভাবে, আগন্তুভাবে Progressive face ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু ভঙ্গী আছে।

জীব—অজ। মনকে যদি 'জীব' বলা যায়, তা' হ'লে তা'তে অজত্ব আরোপ করা যায় না। মনোধর্ম্মি'গণ বলেন,—মন মধ্যখানে আছে অচিদ্ গ্রহণের জন্য। সংকল্প বিকল্পের দ্বারা অচিদ্‌গ্রহণ সম্পাদিত হয়। মনকে আত্মার সহিত এক করা যায় না। মন সর্ব্বদা বহির্জগতে বিচরণশীল। মন চেতনধর্ম্মে'র পরিচয়ে অবস্থিত। মন বহির্জগতের স্থূলবস্তু গ্রহণ ক'রতে

পারে, abstraction প্রতিবিরোধ বিচার ক'রতে পারে—নিত্যবস্তু ঈশ্বরের সংবাদ রাখ্‌তে পারে না। নিত্যত্বের সংবাদ রাখে না, জ্ঞানময় হ'তে পারে না। এ সবই আত্মার ধৰ্ম্ম। যে স্থলে অধিষ্ঠান স্থায়ী নয়, সে স্থলে অভিনয়ের পোষাক পরে থাকামাত্র বল্‌তে হ'বে। লোকে যে ঘরে থাকে, সে ঘরটাকে 'লোক' বলা যায় না। লোক চ'লে গেলে ঘরটা প'ড়ে থাকে।

'শরীর' এবং 'আমি' এক নই। আমার স্থূলশরীর, আমার সূক্ষ্ম শরীর। 'আমি' আমার সহিত এক নই। সম্বন্ধযুক্ত হ'য়েছে মাত্র, কিন্তু identical অভিন্ন নয়। একজন—Property (স্বত্ব), আর একজন—Proprietor (স্বত্বাধিকারী), যখন Analytical view (বিশ্লেষণমূলক ধারণা) নিতে পারি না, তখন identical (অনন্য বা একই) ভাবি।

শরীর থেকে চেতনের উদ্ভব হয়, ইত্যাদি মত সকল নাস্তিকতা। দেশটা আমি নই, 'কাল' একটা স্বতন্ত্র জিনিষ,—'কাল' 'আমি' নই। যেখানে সম্বন্ধ ষষ্ঠী প্রয়োগ, সেখানে পাত্র যদি দেশের সহিত নিজেকে 'এক' মনে করে, তা' হ'লে ভুল হ'ল। দেহী দেহ পরিত্যাগ করে,—শরীর পড়ে থাকে। মন—subtle body বা সূক্ষ্মশরীর dim reflection of animation (চেতনতার অস্পষ্ট প্রতিফলন)—চেতনের আভাস meddling * with the world জড়জগতের সহিত চলাফেরা ক'রছে—কিন্তু স্বতন্ত্র। সে জিনিষটার মালিকের সঙ্গে পার্থক্য আছে। চেতন বা জীব—সূক্ষ্ম শরীরের মালিক, স্থূল শরীরের মালিক।

লক্ষ্মণদেশিক বোধায়ন-ঋষির নিকট হ'তে অবগত হ'য়েছিলেন—জীব চেতনের অংশ, চেতনের সমষ্টি—ঈশ্বর এবং অচেতন পদার্থের মালিকও ঈশ্বর। বৰ্ত্তমান কালে আমরা যে-ভাবে অচেতন পদার্থগুলিকে নিযুক্ত ক'র্‌তে চাই, তা'রা সেইভাবে নিযুক্ত হ'বার যোগ্য। যেরূপ আমাদিগকে অচিতের মালিকরূপে বলা হয়, ঈশ্বরও সেরূপ চেতনের মালিক।

জীবকে চিৎশক্তি না ব'লে 'তটস্থা শক্তি' বলা অধিকতর সঙ্গত। তা' অচেতনের দ্বারা আবদ্ধ দর্শকের নিকট আবৃত হ'তে পারে। বিশিষ্টাদ্বৈত-দর্শনের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-দর্শনের পার্থক্য বিশেষ অনুধাবন-যোগ্য। বোধায়ন ঋষির কথা গৌরসুন্দর সুষ্ঠুভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

রামানুজাচার্য্য বলেন,—বস্তু তিনটী—ঈশ্বর, চিৎ এবং অচিৎ। গৌর-

---

* meddle—অনধিকার চর্চ্চা।

সুন্দর বলেন,—জীব যদি চিৎ পদার্থ হন, তা' হ'লে স্থূলও সূক্ষ্ম শরীর কোথা হ'তে আসে ? বাহিরের অচেতন জিনিষগুলি কি ক'রে চেতনকে গ্রাস করে ? অন্য একটা শক্তি তা'কে পরাভূত ক'রতে পারে—fractional part (বিভিন্না-ংশ) ব'লে। যেহেতু বিভিন্নাংশ, সেই জন্যই ভগবানের আর একটা শক্তি তাকে' পরাভূত ক'র্‌তে পারে। জীবশক্তি বদ্ধাবস্থায় নীত হ'বার যোগ্য। জীব এদেশে এল কেন ? সে যখন অন্তর্জগতের কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন বহির্জগৎ হ'তে পৃথক্ হতে পারে, বহির্জগৎকে সম্পূর্ণ তাড়িয়ে দিতে পারে। তটস্থ-ভাবটী জ্যামিতির রেখার মত জিনিষ। স্থূলভাবে দেখাতে গেলে প্রত্যক্ষবাদীয় দর্শনীয় পদার্থের মধ্যে এসে যায়। চেতনের রাজ্যে দেখাতে গেলে সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণহীন। এখন এইগুলি তাকে গ্রাস ক'রেছে।

দেশ কাল-পাত্র কি ? পাত্র-বিচারে কেহ বলেন,—'আমি খোদা'। অপরে বলেন,—'আমি শরীরী', আমি—জীব,—বৃহৎ, ব্রহ্ম নই। বৃহতের ধর্ম্ম খণ্ডিতভাবে বিন্দু বিন্দু জীবে বিদ্যমান আছে,—যেমন তরঙ্গ ও সমুদ্র। নির্দ্দিষ্ট তরঙ্গ সমুদ্রের জলরাশি বা সমগ্র সমুদ্র নয়। তরঙ্গের জলটা মাপা যায়—জীবাত্মাকে মেপে নেওয়া যায়, পরমাত্মাকে মেপে নেওয়া যায় না।

'বৈকুণ্ঠ' ও 'মায়িক' দুইটী পৃথক্। মায়িকের মধ্যে দু'রকম অবস্থা আছে—অচেতন এবং গ্রস্তচেতন। যখন আমাদিগকে মায়িক জগতের অন্তর্গত মনে করি, তখন আমাদের জন্ম, মৃত্যু ও স্থিতি বিচার করি, কিন্তু তটস্থা শক্তি—নিত্যা, ঈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ নয়। কোন কোন ধর্ম্মমতে জীবের সৃষ্ট হওয়ার কথা আছে। কিন্তু কোন সময় সৃষ্ট হল ? Semetic thought (ইহুদীদিগের ধারণা অনুসারে) আদম হবা সৃষ্ট হ'ল, জ্ঞানবৃক্ষের ফল, খেয়ে এখানে এল, আখেরের দিনে বিচার হ'বে। অপর পক্ষীয়গন জন্মান্তরবাদ স্বীকার করে। তাঁ'রা স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরে বিচার বুঝ্‌তে পারেন। কেহ কেহ বলেন, সূক্ষ্ম শরীর ভগবানের সহিত এক হ'য়ে যায়। ঐ সমস্তই অজ্ঞান-প্রসূত বিচার—ভালরূপে ব্যাখ্যাত হয় না—বাধাযুক্ত হ'য়ে পড়ে। এই সমুদয় বিসার সুষ্ঠুতা লাভ ক'রেছে—শ্রীচৈতন্যদেবের কথায়। যাঁ'রা শ্রীগুরুপাদপদ্মে তুলনামূলক অধ্যয়ন করেন, তাঁ'রা ইহা বুঝেন। শ্রীচৈতন্য-দেবের বাক্যে সকল কথা সুমীমাংসিত হ'য়েছে।

দাহিকা শক্তির সহিত যেমন অগ্নির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, জীবের সহিত ভগবানের সেরূপ সম্বন্ধ। ভেদ-বুদ্ধি করার প্রয়োজন হয় না—অথচ সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝা যায়।

জীব ভোগী বা ত্যাগী হ'য়ে উঠেছে। এটা ব্যারাম—জীব তখন রোগী। তা'র মুখটাকে কৃষ্ণের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার নাম চিকিৎসা। ইন্দ্রিয়ের শক্তি unassorted (প্রতিহত বা বাধাপ্রাপ্ত) হ'য়ে অন্ধকারের দিকে ফিরেছে। আলোর দিকে ফিরিয়ে দিলে completely dove-tailed (সম্পূর্ণরূপে সংযুক্ত) হ'য়ে unity-র (ঐক্যের) বাধা দিবে না।

আমিত্ব-জ্ঞান তদীয়ের অতিরিক্ত নয়। তদতিরিক্ত হ'লে মনে হ'বে,—ঈশ্বরই ত' আমি! হিরণ্যকশিপুর ন্যায় কনক-কামিনী ভোগের স্পৃহা প্রশমিত হয় না। দেহ, ঘর, দেশ—আমার সঙ্গে incorporate (অংশভূত বা অনুস্যূত) ক'রে নেবার ক্ষমতা এসে পড়েছে। এ মতলবগুলো পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ইহাদের ingress (প্রবেশ) ও egress (বহির্গমন) সম্বন্ধেও অনেক বিচার আছে।

পরিবর্ত্তনীয় অবস্থাই কি আমি? Bliss (পরমসুখ) বিরুদ্ধভাব আমাকে আচ্ছন্ন ক'র্‌বে না, এরূপ নয়। আমি অন্তরঙ্গা শক্তির পরিণামের Factor (উৎপাদক বা কারণ) নই। এখন বহিরঙ্গা শক্তিপরিণতির Factor ব'লে অভিমান গ্রস্ত হ'য়েছি। আমি অভেদ-প্রকাশ, না ভেদ-প্রকাশ-দ্যোতক? অন্তরঙ্গা শক্তিতে অবিচ্ছিন্নতা আছে—যা' আমাদের নাই। আমরা তটস্থা শক্তি-পরিণতির Factor (উৎপাদক বা কারণ)। External (বাহ্য) কিংবা astral body-কে (সূক্ষ্মশরীরকে) জীব ব'লে ভুল ক'র্‌তে হ'বে না। সেরূপ বিচার ক'র্‌লে হয় 'ভোগী', না হয় 'ত্যাগী' হ'য়ে যেতে হ'বে। এ দু'য়ের জ্ঞান বিভিন্ন। তা'দের মধ্যে আবদ্ধ থাক্‌লে "আমি কে" বুঝ্‌তে পার্‌ব না। আমার স্বরূপ তটস্থ। এখনকার প্রতীতি হ'তে মুক্ত হওয়া দরকার। তা'হ'লে উৎক্রান্ত দশায় আর এখানে আস্‌তে হ'বে না—পরাগতি লাভ ক'র্‌ব। তখন কৃষ্ণকে কিরূপে সেবা ক'র্‌তে হয়, জান্‌তে পার্‌ব।

সেবা—পাঁচ রকমের। গৌরসুন্দর যে সেবার কথা ব'লেছেন, সে সেবা সর্ব্বোত্তম। যে ঔষধ-দ্বারা বর্ত্তমান ব্যাধি আরোগ্য হ'য়ে সেবা-বৃত্তির উদয় হয়, গৌর-বিহিত কীর্ত্তনের মধ্যে সে ঔষধটা আছে। এই ঔষধ গ্রহণ করা সকলের কর্ত্তব্য। তা' হ'লেই শান্ত হ'তে পার্‌ব—মনের শান্তি—স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের ক্রিয়ার শান্তি হ'বে।

সেবা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচ প্রকার রসে হয়। সেবা ভুলে এখানে আমরা প্রভু হ'য়ে গেছি। কৃষ্ণ (!) হ'বার ইচ্ছা হয়েছিল, এই জগৎ তা'র সুযোগ দিয়েছে। এই জগৎ সেইজন্য সাজানো রয়েছে। ইহা

স্বরূপের ধর্ম্ম নয়। "খোলসের সাজানো আমি"কে দেখে আমি মনে করি — "আমি স্ত্রী, আমি পুরুষ" ইত্যাদি। এ অবস্থা নিত্য নয়। আমরা এইরূপে অশান্তির জগতে আছি। সেবাময় অবস্থাই—শান্তি। যখনই আমি একথা হৃদয়ের সহিত জান্‌তে পার্‌ব, তখনই আমার বহুরূপিণী সাজানো অবস্থায় আমিত্বের আরোপ ক'র্‌ব না।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্যপর সেবাময় আমিত্বের কথা শ্রবণের সৌভাগ্য যদি আমাদের কখনও হয়, তা' হ'লে কালের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে জন্মগ্রহণ ক'রে হিংসিত হ'বার অবস্থা হ'তে শান্তি প্রাপ্ত হ'ব। মনোধর্ম্মী হ'লে তা হ'বে না। অন্ধকারে ভ্রমণ মাত্র হবে। আলোকে পা বাড়ান হ'বে না।

মনকে অনুস্যূত (incorporate) ক'রে রেখেছে যে জিনিষটা, সেটা 'জীব' নয়। সাময়িক ঔপাধিক আবরণ-দ্বয় যাঁ'র, তাঁ'র কথা অর্থাৎ আত্মার কথা আলোচনা করা আবশ্যক। স্বরূপ, স্বগুণ, স্বক্রিয়া আলোচনা কর্‌লে জান্‌ব,—আমরা বৈষ্ণব। শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষাপ্রদান ক'রে 'স্বরূপের' কথা জানিয়ে দেন, 'স্বনাম' প্রকাশ ক'রে দেন, স্বগুণ ও স্বক্রিয়া শ্রীগুরুসেবা ফলেই প্রকাশিত হয়।

অন্য দেবতা বিষ্ণুর আবৃত দর্শন। ব্রাহ্মণের নিত্য আচমনের বা অর্চ্চনের মন্ত্র—"ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্‌। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিংধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্‌।"* নিত্য ভজনের মন্ত্র—"ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্‌ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে। ওঁ তৎ সৎ।"*

---

* আকাশে অবাধে সূর্য্যালোক লাভে চক্ষুঃ যেমন সর্ব্বত্র দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয়, জ্ঞানিগণ তেমন পরমেশ্বর বিষ্ণুর পরমপদ সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করেন। ভ্রম প্রমাদাদি দোষবর্জ্জিত ভগবন্নিষ্ঠ সাধুগণ শ্রীবিষ্ণুর যে পরমপদ, তাহা সর্ব্বত্র প্রকাশ (প্রচার) করেন।

* হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব তাহা স্বপ্রকাশ-রূপ সুতরাং এই নামের সম্যক্‌ উচ্চারণাদি মাহাত্ম্য না জানিয়াও যদি তাহা (মাহাত্ম্য) ঈষন্মাত্র অবগত হইয়াই নামোচ্চারণ করি অর্থাৎ সেই নামাক্ষর-গুলির মাত্র অভ্যাস করি, তবেই আমরা তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইব। যেহেতু সেই প্রণব-ব্যঞ্জিত পদার্থ "সৎ" অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ; অতএব ভয় ও দ্বেষাদি-স্থলেও শ্রীমূর্ত্তির স্ফুর্ত্তি হয় বলিয়া তাদৃশ অবস্থায় নামোচ্চারণ করিলেও মুক্তিলাভ হইবে; কারণ "সাঙ্কেত্য" ইত্যাদি স্থলে নামোচ্চারণের (নামাভাসের) মুক্তিদত্ত্ব শ্রুত হওয়া যায়।

আমাদের নিত্য আরাধ্য বস্তু—সকলের রক্ষক ও পালক—গোপ। শান্ত-সেবক—গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু কালিন্দী, কালিন্দী-তট, কদম্ব ইত্যাদি; দাস্য-সেবক—রক্তক, পত্রক, চিত্রক ইতাদিকে আকর্ষণ করেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণ অচেতনকে repel (নিবৃত্ত) করেন। যে জীব foreign (বিজাতীয়) জিনিষ incorporate (অনুস্যূত) কর্‌তে ব্যস্ত আছেন, তাঁকে কৃষ্ণ আকর্ষণ করেন না। তাঁ'র আবৃত দর্শন হয়। যখন আকর্ষণ করেন, তখন দিব্যজ্ঞান হয়। জান্‌তে পারি, এখন সাজাসাজিতে দিন কাটাচ্ছি, নিজের প্রয়োজনীয় কথা বিচার কর্‌ছি না। জন্মজন্মান্তর এই রকম কর্‌ছি।

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা
জাতা তেষাং ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥*

নশ্বর relativity-র (আপেক্ষিকতার) মধ্যে দিন যাপন ক'র্‌লাম। আমার কৃত কাম-প্রভু, ক্রোধ-প্রভু, লোভ-প্রভু, মদ-প্রভু, মোহ-প্রভু, মাৎসর্য্য প্রভুর সন্তোষের জন্য কতই তাণ্ডব নৃত্য না ক'রেছি! রিপুকে 'প্রভু' মনে ক'রেছিলাম! মৎসরতা ধর্ম্ম ত' আমার হাড়মাংসে মজ্জাগত হ'য়ে র'য়েছে। লোকে কেন দু'বেলা খেতে পারে? সব সুবিধা আমার একার হ'বে। এখন বুঝ্‌তে পেরেছি, ওদের চাকরী করে কোনো সুবিধা হ'বে না। কৃষ্ণের পাঁচরকম নিত্য চাকরদের কাছে শিক্ষানবিশী যদি ক'র্‌তে পারি, তা' হ'লে এ জন্মে কিংবা পরজন্মে সুবিধা হ'বে। নিজেকে মন বিবেচনা করায়-জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে ঘুর্‌লাম। ওসব ক'র্‌বার আর সময় নাই। সমস্তগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কৃষ্ণদাস্যে নিযুক্ত হ'ব। এখন আমার বুদ্ধি ঠিক হ'য়েছে—ব্রহ্মগায়ত্রী জপ ক'র্‌তে ক'র্‌তে আমাকে তোমার একটা চাকরীতে নিযুক্ত কর।

মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় সাধনভক্তি উপস্থিত হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি সবই উপাদেয়ভাবে কৃষ্ণে আছে। কৃষ্ণের সেবায় সব বৃত্তিগুলি dove-tailed হ'য়ে যা'বে।

---

* হে ভগবন্, আমি কামাদিরিপুগণের কত প্রকার দুষ্ট আদেশ পালন করিয়াছি তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা হইল না; লজ্জা ও উপশান্তিরও উদয় হইল না; হে যদুপতে, সম্প্রতি আমি বিবেক লাভ করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার অভয়চরণে শরণাগত হইয়াছি, তুমি এখন আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর।

কৃষ্ণসেবা কামার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণগুণ-গানে
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥

দিক্‌টা—লক্ষ্যটা পরিবর্ত্তন করা দরকার। গৃহস্থ থেকে সত্য কথায় একটুকু মন দিলে ওসব ইতর কার্য্যে আর প্রবৃত্তি হবে না। তখন হরিসেবা ব্যতীত আর কিছু কর্‌বে না। আর কোন জিনিষ দিয়ে ঢেকে রেখে তাঁর মুখোস দেখ্‌তে যা'ব না। তা'র নিজের রূপ দেখ্‌ব—শ্যামসুন্দর-রূপ দর্শন ক'র্‌ব। সে বিচারে পেঁছান কার্য্যটি চৈতন্যদেবের অতুলনীয়া দয়ার দ্বারাই এত সুলভ হ'য়েছে। সুতরাং মানুষ যদি তা' না শুনে, তা' হ'লে তা'কে জন্ম-জন্মান্তর ক্লেশ-ভোগ ক'র্‌তে হ'বে। চৈতন্যদেবের একজন দাস ব'লেছেন,—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"*

আপনাদের সকলের দু'টি পায়ে ধ'রে বল্‌ছি। আপনাদিগকে অসাধু বিবেচনা ক'র্‌ছি না। আপনারা সাধু; সুতরাং আমাকে ভিক্ষা দিবেন। আপনারা বহির্জগতের বড় লোক, একথা ভুলে' যা'ন। সব ছেড়ে' দিয়ে আপনাদের আসক্তি—সহযোগ চৈতন্যচন্দ্রের চরণে হোক্—একটুকু হোক্। একটুকু হ'লেই আপনারা সঙ্গে সঙ্গে বুঝ্‌তে পার্‌বেন যে, চৈতন্যদেবের কথার মধ্যে কোন অসুবিধার কথা নাই। সে কথা যাঁ'র কাণে সত্যি সত্যি যাঁ'বে, তিনিই কীর্ত্তন আরম্ভ ক'রে দেবেন। আমার ভাইসকল, এমনভাবে অমঙ্গলের পথে কেন যাচ্ছেন? অন্য কথায় কি প্রয়োজন? সব সময়ে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বতোভাবে মুকুন্দের সেবা করা কর্ত্তব্য। সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিদ্বারা সেবা করা কর্ত্তব্য। পরম-মুক্ত মহাপুরুষগণের কৃষ্ণ-কথা বলা ছাড়া অন্য কৃত্য নাই।

"যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিয়োজয়েৎ।" *

---

* যে কোন উপায়ে হউক, মনকে কৃষ্ণ-সেবায় নিয়োজিত করিতে হইবে।

* অনুবাদ ১৭ পৃষ্ঠার পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

আকর বস্তুকে ছেড়ে দিয়ে মাঝখানে যে-সব দর্শন হ'চ্ছে, সেগুলোকে ছেড়ে' দেওয়া আবশ্যক। কেউ মনে ক'র্‌বেন না যে, এত বড় কথায় আমার অধিকার নাই। এ সব দৃষ্ট বস্তু থাক্‌বে না। যা' থাক্‌বে, তা'র জন্য একটুকু চেষ্টা করা উচিত।

বর্ত্তমানে আত্মা মনকে সব ভার দিয়ে রেখে ঘুমুচ্ছেন। একটুকু ঘুমভাঙ্গা দরকার। তিনি মনকে ভার দিয়ে ভাব্‌ছেন (?) বড় শান্তিতে আছেন! কিন্তু মন তা'র মস্ত অশান্তি করিয়ে দেবে। মনকে অধীন রাখা দরকার।

আমরা যেরূপে অবস্থায় থাকি না কেন, তাঁ'কে ভুলে' থাক্‌লেই সব অমঙ্গল।

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥" *

তপস্বী, কর্ম্মকাণ্ডীদিগের যে ব্যাপার উপস্থিত হ'য়েছে, তদ্দ্বারা কি লাভ হ'চ্ছে? যদি হরিকেই ছেড়ে' দেওয়া যায়, তা' হ'লে ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ ক'রে আত্মাকে কষ্ট দেওয়া হয়। এত কৃচ্ছ্রতা ক'রে কি হবে? বুনো মহিষ চরিয়ে লাভ কি? এত কষ্টের ফলে হয় ত' একদিন 'নোটিশ পাওয়া যাবে—তোমার যা' কিছু আছে, এক মুহূর্ত্তেই সব ছেড়ে' যেতে হবে। সে-সমস্তই পরের আয়ত্ত। আমরা অত্যন্ত অধীন। সে অবস্থায় কতই সংকল্প কর্‌ছি। কিন্তু সেগুলো ঘুরে' ফিরে' সেই এক কথাতেই দাঁড়াচ্ছে। তা'তে কিছু সুবিধা হ'বার যো নেই। মনুষ্য জন্ম পেয়েছি—বোকামী কর্‌বার জন্য নয়—সয়তানী কর্‌বার জন্যও নয়। মনুষ্য জন্মের normal condition (স্বাভাবিক অবস্থা)—ভগবানের সেবা করা।

"কৃষ্ণ, তোমার হঙ' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥"

কৃষ্ণ অচেতন পদার্থ ন'ন—Chaotic agent (অব্যক্ত পদার্থ) ন'ন; তাঁ'র personality (ব্যক্তিত্ব) নাই, এরূপ ন'ন। তিনি Personal, (ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন) তিনি Absolute (বাস্তববস্তু), তিনি Harmony (ঐক্য)। জীব সেই বস্তুর part and parcel (অপরিহার্য্য অংশ) জীবসমষ্টির প্রভু-সূত্রে তাঁ'র অধিষ্ঠানের কোন ব্যাঘাত হয় না। এই কাঠামে বিশ পঞ্চাশ বছরের স্মৃতি বেশ চ'লে আস্‌ছে—জন্মান্তরের সংস্কার রুচিরূপে চ'লে আস্‌ছে—

জাতিস্মর নই ব'লে বুঝতে পারি না। সংস্কার দ্বারা অবস্থা-ভেদ হচ্ছে—ইহাই শাক্যসিংহের কর্ম্মভূমিকা। এই সকল স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধির বিচারে আবদ্ধ থাক্‌লে আমাদের মঙ্গল হবে না—কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌লেই সকল সুবিধা হবে।

———

শ্রীরূপ-শিক্ষা

[১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২৪শে বৈশাখ, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে কীর্ত্তিত]

প্রয়াগের দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ-গোস্বামীকে দশদিন ধ'রে কৃষ্ণের কথা ব'লেছিলেন,—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা, ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥"

কৃষ্ণপদ-প্রাপ্তি জীবের সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গল-নিদান। কৃষ্ণের পদ—পূর্ণ কৃষ্ণ, পরিপূর্ণ-রস-পরাকাষ্ঠার কল্পবৃক্ষ।

বাহিরের ব্রহ্মাণ্ড—এই জগৎ ততদূর, যতদূর পর্য্যন্ত মানবের ধারণা, প্রাণীর ধারণা যায়;—যেমন ডিম্বের ভিতরের দিক্‌টা উহার বাহিরের কথা নয়। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। সেই সৃষ্টির চারিদিকে যেন একটা প্রাচীর দেওয়া আছে। ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দশটী স্তর আছে।

যাঁ'রা এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ঢুকে প'ড়েছেন, তাঁ'রা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মন—এই সকল ইন্দ্রিয় হইতে সংগৃহীত জ্ঞানের মধ্যে বাস করেন। চৌদ্দটি স্তর যথা—ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য; অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। নীচে ৭টা, মাঝে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং উর্দ্ধে ৫টা লোক। আমরা এই চতুর্দ্দশ ভুবনে যাতায়াত করি। সত্য, জন, মহঃ তপঃ ও স্বর্গ—

এই ৫টি লোকে সূক্ষ্ম শরীরী থাকে। অন্যান্য ভুবনে স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর-মিশ্রিত প্রাণীদিগের বাস। পাঁচটি ঊর্দ্ধ্বলোকে এবং অন্তরীক্ষের কিয়দংশে সূক্ষ্ম ব্যাপারসমূহ অবস্থিত। ভূলোকে স্থূলব্যাপার। এই চতুর্দ্দশ ভুবনই ব্রহ্মাণ্ড। আমরা যখন স্থূলটাকে ছেড়ে দিই'—নির্ম্মলতা লাভ করি, তখন ঊর্দ্ধ্বলোকে বিচরণ করি। যখন স্থূলপ্রার্থী হই, তখন স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়িত অবস্থায় এই সব লোকে বাস করি।

'আমি'র উপরের আবরণ সূক্ষ্মশরীর—অন্তঃকরণ স্থূল শরীরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হ'য়ে রূপ-রস ইত্যাদি গ্রহণ করে। বিভিন্ন লোকে আমাদের গতি হয়। ইহার নাম ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ।

কাহার ভ্রমণ হয়? জীবাত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়ীয় শরীরসহ অবস্থান-কালে এইরূপ ভ্রাম্যমান্ হন, উহাই 'ভবঘুরে' অবস্থা—যাতায়াত—নাগরদোলায় উঠা-নামার মত কখনও সৎকর্ম্ম-বশে ঊর্দ্ধ্বলোকে গমন, কখনও অসৎ-কর্ম্মফলে নিম্নলোকে আগমন। ঊর্দ্ধ্বলোকে উঠ্‌লেই নিম্নলোকে আসতে হ'বে, নিম্নলোক হ'তে আবার ঊর্দ্ধ্বলোকে উঠ্‌তে হ'বে—পুনরায় নিম্নলোকে আসার জন্য। পুণ্য ক'র্‌লেই পাপ ক'র্‌বার প্রবৃত্তি হ'বে, পাপ ক'র্‌লেই পুনরায় পুণ্য ক'র্‌বার জন্য প্রবৃত্তি হ'বে—এইরূপ ঘুরপাক। যখন আমরা সন্ন্যাসী, তপস্বী, ব্রহ্মচারী হই, তখন সত্য, জন, তপঃ ইত্যাদি লোকে বাস করি; সদাচারী গৃহস্থ স্বর্গে গমন করেন।

জীবাত্মা সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত হওয়ার পর কখনও স্থূল আবরণদ্বারা নিম্নলোকে আসেন। আবার তপস্যাদি প্রভাবে স্থূল দেহ ত্যাগ ক'রে সূক্ষ্ম দেহে পুনরায় ঊর্দ্ধ্বগতি লাভ করেন। আমরা ইহলোকে অবস্থানকালেও চিন্তাদ্বারা ঊর্দ্ধ্বলোকে গমন ক'র্‌তে পারি। কিন্তু গীতা তা' ক'র্‌তে নিষেধ ক'রেছেন,—

> "কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য ও আস্তে মনসা স্মরন্।
> ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচার স উচ্যতে॥" *

তা'তে মনুষ্যের অমঙ্গল ঘটে। বহির্জ্জগতের স্থূল ও স্থূল হ'তে সূক্ষ্মভাব গ্রহণ করায় অমঙ্গল ঘটে।

একমাত্র ভগবদুপাসনা আবশ্যক। ভগবান্ স্থূল সূক্ষ্মের অতীত।

---

* যে ব্যক্তি হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়াও বিষয়সমূহকে মনে মনে স্মরণ করে, সেই মূঢ়চিত্ত ব্যক্তি 'মিথ্যাচার' বলিয়া কথিত হয়।

কিছুতে তাঁ'র নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, পূর্ণজ্ঞান ও নিত্য অস্তিত্বের বাধা দিতে পারে না। তাঁ'র সেবাদ্বারা সেবকযোগ্য তদনুরূপ অবস্থা লাভ হ'য়।

এই চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণের আমাদের যোগ্যতা আছে। এই ভুবনে নানা যোনিতে ভ্রমণের যোগ্যতাও আছে। যে-যে খোলসে যে-যে ভুবনে বাস করা যায়, বাসনা পরিপূরণের উপযোগী তদনুরূপ বাহ্য আবরণও লাভ হয়। বাসনা-নির্ম্মুক্ত হওয়ার অনেক কৃত্রিম পন্থা কল্পিত হ'য়েছে। সেই সমুদয় পন্থার বিস্তারিত বিবরণাদিও লিপিবদ্ধ হ'য়েছে। ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণের বাসনা শেষ হ'লে জীব ভাগ্যবান্ হন। কালক্ষোভ্য অবস্থা অবলম্বনে জীবসকল ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ করেন। দেবতাই হউন, মনুষ্যই হউন—এই যাবতীয় অবস্থা বস্তুতঃ হেয় ও নশ্বর।

গুরুর অনুগ্রহবশে আত্মধর্ম্ম প্রকাশিত হ'লে অস্মিতায় ভক্তিবীজ লভ্য হয়। গুরুর কৃপা আর কৃষ্ণের কৃপা আলাদা আলাদা নয়। একজন কৃপা ক'র্ছেন, আর একজন বঞ্চনা ক'রে কৃপা গ্রহণ ক'র্ছেন না—এরূপ নয়। প্রসাদ—যা' প্রকৃষ্টরূপে আনন্দিত হ'য়ে প্রদত্ত হয়, সেই অনুগ্রহ। আমাদের ব্যবহারোপযোগী যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করি, সেই অনুগ্রহ পাই। কি পাই? ভৃত্য হ'য়ে প্রভুকে সেবা করা—'ভক্তি'। পরে সেবা-কার্য্যে মতি-গতি হ'বে, তা'র বীজ ভক্তি বা সেবালতার বীজ।

জ্ঞান-কর্ম্মবৃক্ষের বীজও নানা রকমের আছে। উহারাও বিস্তারশীল। সদ্গুরু বা কৃষ্ণের কৃপাবঞ্চিত ব্যক্তির ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ বা আত্মবিনাশের জন্য ঐ সকল আপাতপ্রেয়ঃ বিষ বৃক্ষের বীজ লাভ হয়। কর্ম্মের ভোগ-প্রবৃত্তি ও জ্ঞানের ত্যাগ-প্রবৃত্তিতে নিজের সুখ-তাৎপর্য্য আছে; কিন্তু সেবাবৃত্তি নাই।

"আমি সেবক, আমার সেবন-ধর্ম্ম"—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই "মালী হওয়া"। মালী যেমন বৃক্ষের সেবা করে—বীজ থেকে আরম্ভ ক'রে গাছ বড় হওয়া পর্য্যন্ত—তা'র পরেও ফল-বিতরণ, ফলাস্বাদন মালীর কার্য্য, তদ্রূপ যিনি সেবন ধর্ম্মের মালী হ'ন, তিনি বৃক্ষের বীজ লাভ করার সময় থেকে শ্রবণ-কীর্ত্তন জল-সেচন ক'র্তে থাকেন, সযত্নে অংকুরকে রক্ষা করেন, বৃক্ষ বড় হ'লেও সেচন কার্য্য পরিত্যাগ করেন না—সেবন-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না—ফলাস্বাদন, ফল-বিতরণরূপে সেবন-কার্য্য কর্তে থাকেন—নিত্যশ্রবণ কীর্ত্তন করেন।

আমরা কি সেবা ক'র্ব? ভক্তিলতার বীজ—যা' গুরুর নিকট হ'তে

প্রাপ্ত হ'লাম—যা' কৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপাবশতঃ নিজে সেবক-গুরুরূপে কৃষ্ণই প্রদান ক'রলেন, সেই বীজ পেয়ে আমিও কৃষ্ণ-সেবাই ক'র্‌ব। ভক্তিলতার বীজ-লাভ গুরুর আদর্শ-সেবকের সেবা দেখ্‌বার সৌভাগ্য লাভ আমার হয়, যদি নিষ্কপটে আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় করি। শ্রীগুরুপাদপদ্মে তখন আমার বিশ্রম্ভ সেবাবৃত্তির উদয় হয়।

কৃষ্ণসেবাবৃত্তি বিভিন্ন প্রণালীতে উদিত হয়—ভক্তপ্রসাদজ, কৃষ্ণপ্রসাদজ ও সাধনাভি-নিবেশজ। তাঁহার ভক্তকে সেবা ক'র্‌বার জন্য ভগবান্ নিজ প্রেষ্ঠের দ্বারা সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি-বিশেষকে সেবার অধিকার দিবেন। যদি গুরু বলেন,—আমি সেবা গ্রহণ ক'র্‌ব না, তা' হ'লে শিষ্যের সেবা লাভ হ'বে না। গুরু বলেন,—যে জিনিষটির আমি সেবা ক'র্‌ছি, তুমি সেই জিনিষটির সেবা কর। ভোগী-ত্যাগী হ'য়ে তা হ'তে তফাৎ হ'য়ো না। সেই সুযোগ আমি তোমাকে দোবো।

"ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা।"

ভগবানের সেবার উপকরণ আমাদের নিকট এসে উপস্থিত হ'লে সেই উপকরণের সেবা, উপকরণদ্বারা সেবা সম্ভব হয়। যাঁর নিকট হ'তে সেবা শিক্ষা করি, তিনি যে-রকম সেবা ক'র্‌ছেন, সেইরূপ ক'র্‌লে সেবা হয়। তাঁর ফুলগুলো যদি তুলে এনে দি, সর্ব্বতোভাবে তাঁকে সাহায্য করি, তা' হ'লে আমিও সেবক-শ্রেণীর মধ্যে এসে গেলাম। তখন আমার গুরুদেব ও তাঁর বন্ধু সাধুগণ আমার সেবা, এইরূপ বিচার উপস্থিত হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট কীর্ত্তন শ্রবণ ক'র্‌লে তাঁর শত করা শত পরিমাণ অপ্রতিহত সেবা-ধর্ম্ম যদি সুষ্ঠুভাবে দেখ্‌বার সুযোগ ও সৌভাগ্য পাই, তা' হ'লে আমরাও সেবা ক'র্‌তে পারি। গুরুপাদপদ্ম ও তাঁর বন্ধুবর্গ বহির্জ্জগতের বস্তু ন'ন। আমি মূর্খ, যে ভাষায় বললে আমার মূর্খতা যায়, তাঁরা সেই ভাষায় ব'লে আমার মূর্খতা আপনোদনের যত্ন করেন—আমাদিগের অন্তরে সাধুবৃত্তির সঞ্চার করেন। সাধুগণের বৃত্তি batteryর actionএর (ব্যাটারির কার্য্যের) মতন। উহা অসদ্‌বস্তুকে repel (প্রতিরোধ) ও সদ্‌বস্তুকে attract (আকর্ষণ) করে। সাধুদিগের সঙ্গদ্বারা সাধুবৃত্তি লাভ হয়। অসদ্‌বস্তু ত্যাগ ও সদ্‌বস্তু গ্রহণের পরামর্শ ব্যতীত সাধুগণ অন্য পরামর্শ প্রদান করেন না। যাঁর অসাধু, তাঁরা সর্ব্বক্ষণ অন্যান্য পরামর্শ প্রদান করেন—অন্যান্য কথাবার্ত্তা বলেন। সাধুর মুখে যখন অসদ্‌বস্তু ত্যাগ ও সদ্‌বস্তু গ্রহণের কথা শুন্‌তে পাওয়া যায়, তখন

তা'র তাৎপর্য্য অনুসন্ধান ক'রতে হয়। সাধু-গুরু পৃথিবীতে সাজান আছে। সেবা-পথে কিছুদূর অগ্রসর হ'লে ত' বুঝতে পারা যায়। তৎপূর্ব্বে অসাধুসঙ্গ হ'য়ে যায়। তদ্দ্বারা আমার ভজনে ব্যাঘাত হয়,—

"জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা।।"

গাধা যেমন জিনিষ ব'য়ে ব'য়ে মরে, কুবিষয়ের পিপাসায়ও জগতের লোক তেমন গাধার মতন সংসারের বোঝা বহন করে, কখনও বৃথা ত্যাগ-তপস্যা করে। ঐরূপ কৃষ্ণভজনহীন ত্যাগ-তপস্যাও—গাধার মতন বোঝা বহন করা। এই সকল ভজনের বাধা। ভজনের বাধা উপস্থিত হ'লে আমরা আত্মঘাতী হই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা-বলে ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হয়। ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হ'লে সুবিধা হয়।

গুরুমুখ হ'তে—সাধুগণের নিকট হ'তে শ্রবণ হয়। তাঁদের নির্দ্দেশ মত পাঠাদি কার্য্যও শ্রবণের অন্তর্গত। নতুবা বিপথগামী হ'য়ে কখনও সৎকর্ম্মের গাধা হ'য়ে যাই—প্রচুর পরিমাণে নীতিবাদী হ'বার যত্ন করি—আইনকানুন বাঁচিয়ে চলি—আবার কখনও নির্ব্বিশেষভাব গ্রহণ ক'রে অলসতা সাধন করি। শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভাবে এইরূপ দুর্গতি হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচ্যুতি হ'লে এরূপ অসুবিধা অনিবার্য্য। শ্রবণ-কীর্ত্তন—জল ; সেচনকারী—শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত ব্যক্তি। বিশ্রম্ভের সহিত সর্ব্বদা গুরুপাদপদ্মের সেবনই একমাত্র কৃত্য। আর পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা ক'রবার দরকার নেই। ভক্তিলতাকে সযত্নে পালন ক'রতে হ'বে। সুষ্ঠুভাবে ভগবানের সেবা ক'রব—এই বুদ্ধি হ'তে বিচ্যুত হওয়ায় যত অমঙ্গল আসছে। সাধু-গুরুর সঙ্গ করাই কর্ত্তব্য। তাঁ'রা কৃপাপূর্ব্বক আমাদের কত সেবায় সুযোগ দিয়েছেন। নিজেদের আদর্শ চরিত্র দেখিয়ে—আদর্শ-চরিত্র বর্ণন ক'রে তাঁ'রা আমাদের কত মঙ্গল-বিধান করেন। তাঁদের বর্ণনসমূহ অনুভব করবার বুদ্ধি যদি হয়, তা' হ'লে কত সুবিধা!

"আমি নিজে পড়ছি"—এটা দুর্ব্বুদ্ধি। "আমার পড়া অন্য লোক শুনুক"—এটা শ্রুত বাক্যের কীর্ত্তন হ'ল না।

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।"

বৈষ্ণবের নিকট হ'তে ভাগবত শ্রবণ ক'রতে হ'বে। "আমি ভাগবত

প'ড়ছি"—গৌড়ীয় মঠের অনুগত ব্যক্তি এরূপ কখনও বলেন না। গৌড়ীয়-মঠবাসী বলেন,—"আমরা নিজের কোনো কথা প্রচার ক'র্ব না। পূর্ব্ব গুরুগণ যা' ব'লেছেন, একমাত্র তাই প্রচার কর্ব।" আমরা বেশী বোঝাতে পারি, পূর্ব্বগুরুবর্গ বোঝাতে পারেন নাই, তাঁদের কথা মনুষ্যজাতি বুঝ্তে শুন্তে পারে না"—ইহা দুর্ব্বুদ্ধি, নিজে না বুঝ্তে পারা। গৌড়ীয়মঠের কৃত্য—শ্রবণ-কীর্ত্তন—শ্রীগুরু-কৃপালব্ধ ভক্তিলতা-বীজে নিত্য জল সেচন করা। তাঁদের এরূপ বিচার নয় যে, তাঁ'রা বোঝেন, অন্য কেউ বোঝেন না কিংবা তাঁ'রা সোজা করে অন্যকে বোঝাতে পারেন—এ সব দুর্ব্বুদ্ধি তাঁদের নাই।

জল-সেচন না ক'র্লে বীজ শুকিয়ে নষ্ট হ'য়ে যায়। কোন সময় অতিরিক্ত জলে পচে যায়। অনধিকারী যদি শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জল-সেচন ক'র্বার ছলনায় চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রাসপঞ্চাধ্যায় প্রভৃতি শ্রবণ (?) বা কীর্ত্তনের (?) বাড়াবাড়ি করেন, তবে ভক্তিলতার বীজটুকু আর অঙ্কুরিত হয় না। পঞ্চমবর্ষের বালিকাকে স্ত্রী-পুরুষের প্রীতি শিক্ষা দিলে তা'র পক্ষে তা' "ইচড়ে পাকামী"র কাজ হয়, আর উপযুক্ত সময়ে স্ত্রী-পুরুষের প্রীতির বিষয় স্বতঃই যুবতীর হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হয়, তখন সে প্রকৃত প্রস্তাবে তা' বুঝ্তে পারে।

সুষ্ঠু অভিজ্ঞান লাভ আবশ্যক। বিপরীত কথা হ'তে তফাৎ হওয়ার জন্য যত্ন আবশ্যক; নতুবা সাধু-গুরুর কথা ধর্‌তে পার্ব না। জয়দেবের কথা বুঝ্তে না পেরে বৃথা সময় যা'বে—ম'রে যা'ব। সময়ে যদি কাজ না করি, তা' হ'লে সুবিধা হ'বে না। কিন্তু যক্ষ্মারোগীর বনিতাভিলায়ের উদাহরণের তাৎপর্য্যে কাজ ক'র্তে হ'বে না—যেমন পুরীতে ব্যাখ্যা হচ্ছে। পরীক্ষিৎ মহারাজের বিচার যেরূপ, সেরূপ বিচার আবশ্যক।

"উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।"

কৃষ্ণ-পাদপদ্মের সেবা কর্‌তে হবে। ইন্দ্রিয়ের সেবাকার্য্যে ব্যস্ত হতে হবে না। ভক্তিলতাবীজে শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল সেচন ক'রে লাভবান হওয়া আত্মার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। শরীর পালন করা পশুরও ধর্ম্ম। নিত্য মঙ্গলের অনুসন্ধান না কর্‌লে মনুষ্য-জন্মের কার্য্য হ'লো না। আত্মঘাতী পশুপ্রকৃতি অপ্রাকৃত বস্তুর শ্রবণ-কীর্ত্তন করে না। যখন ভক্তিলতা বাড়ে, তখন লতা একটা মাচা চায়। কোন্ জিনিষটা মাচার কার্য্য করে? কৃষ্ণপাদপদ্ম মাচার কার্য্য কর্‌বে। কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগতি বা আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লেই লতা প্রফুল্ল

ও পরিবর্দ্ধিত হ'তে থাকে। সত্য, জনঃ, মহঃ, তপঃ, ইত্যাদি লোকে গেলে লতা জ্ব'লে যাবে—পু'ড়ে যাবে! তা'হ'লে পণ্ডপরিশ্রমে পর্য্যবসিত হ'বে—খোলে কেবল চাটি দেওয়া মাত্রই সার হ'বে।

জগতে যে-সব বিভিন্ন মনোধর্ম্মের বিচারযুক্ত ব্যক্তি আছেন, তাঁ'দের সকলের ঐরূপ অসুবিধা হ'বে। ভক্তিলতা এই ব্রহ্মাণ্ড ভেদ ক'রে যায়। ব্রহ্মাণ্ডের পর বিরজা—একটা বড় গড়খাই। তা'তে জল—কারণ-বারি আছে। কারণ-বারি থেকে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হ'য়েছে। সেখানে রজোধর্ম্ম নাই—অজধর্ম্ম আছে—গুণসাম্যাবস্থা আছে। রজঃ, তমঃ ও সত্ত্ব একটা জিনিষ তিন ভাগে বিভক্ত হ'য়ে ত্রিধা চূর্ণ হ'য়ে পড়ে—বিরজাতে neutralised [ক্রিয়াশূন্য] হয়। এখানে সৃষ্ট বস্তুর কারণ প্রকৃতি বর্ত্তমান।

খানিকটে প্রগতি [Progress] দেখিয়ে স্তম্ভ-ভাব এনে দেওয়া ব্রহ্মাণ্ডের স্বভাব। এখানে অধিষ্ঠান পাওয়া যায় না—সেবা করার বস্তু পাওয়া যায় না।

বিরজার অপর পারে ব্রহ্মলোক। বিরজা-জলধির মধ্য দিয়ে লতা চল্‌লো। ব্রহ্মলোক নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় স্থান। সেখানেও লতা এমন কোন বস্তু পেল না—যা'র সেবা কর্‌তে পারা যায়।

ব্রহ্মলোকের পরে সবিশেষ ভগবদ্ধাম—মহাবৈকুণ্ঠ। সেখানে গৌরবের সহিত সেবা—শান্ত, দাস্য ও সখ্যের নিম্নার্দ্ধ বিরাজমান। মর্য্যাদা-পথে নারায়ণ-সেবাতে আড়াইটা রস আটক প'ড়ে যায়। ইহজগতে দেখ্‌ছি, রস পাঁচ প্রকার। কিন্তু বৈকুণ্ঠে আড়াই প্রকার দেখা যা'চ্ছে, আর আড়াই প্রকার দেখা যাচ্ছে না। গোলোক-দর্শন—সমগ্রতার দর্শন—সেখান থেকে উপরের অর্দ্ধেকটা দেখা যাচ্ছে—সখ্যের উত্তরার্দ্ধ অর্থাৎ বিশ্রম্ভ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। যেদিক্ থেকে দেখা যা'চ্ছে, সেদিক্ থেকে অর্দ্ধেকটা দেখা যাচ্ছে।

"তদুপরি যায় লতা গোলোক-বৃন্দাবাবন।"

তা'র উপরে উঠে পাঁচটাই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আংশিক দর্শন ছাড়িয়ে পূর্ণ দর্শন। কৃষ্ণই পূর্ণ। বিষ্ণুর যাবতীয় অবতার—কৃষ্ণের অংশাংশ—কলা—বিকলা। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ইত্যাদি দর্শন—আংশিক দর্শন, পূর্ণ দর্শন নহে। গোলোকে কৃষ্ণ আছেন। অন্যত্র কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি—কৃষ্ণের অপূর্ণ দর্শন।

ভক্তির দ্বারা দর্শন—ভক্তিতে আড়াই প্রকার রসে আংশিক দর্শন। আংশিক দর্শনে কতকটা অসুবিধা হয়। পাঁচ প্রকার রসের যে কোনো রসে কৃষ্ণসেবা

পাওয়া যায়। কৃষ্ণ-সেবায় সর্ব্বরসের রসিক হ'তে পারে। অন্য অবতার-সমূহে তা' হয় না। উৎকর্ষ-অপকর্ষ-তারতম্য-বিচায় অবতার-সমূহে আড়াইটা রসের অভাবে আংশিক দর্শন।

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" * (ভাঃ ১।৩।২৮)

চব্বিশটি অবতার। অংশ প্রথমভাগ। যেমন ডিগ্রী, সেকেণ্ড ইত্যাদিকে অংশ অংশাংশ প্রভৃতি বলা যায়। Minutes [মিনিট—এক ঘণ্টা বা ১ ডিগ্রির ৬০ ভাগেরএক ভাগ], Seconds [সেকেণ্ড—মিনিটের ৬০ ভাগের এক ভাগ], thirds [তৃতীয়াংশ], fourths [চতুর্থাংশ] কলা বিকলা ইত্যাদি।

"সিদ্ধান্ততস্তভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥" *

[ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বি২।৩২]

রসের দ্বারাই উৎকর্ষ-বিচার। কৃষ্ণ এবং অবতার-সমূহ বস্তুতঃ একই জিনিষ। কৃষ্ণ কেন পূর্ণ ভগবান্? রসের উৎকর্ষ-প্রাকট্যের কম-বেশীতে কৃষ্ণের অংশ এবং অংশিত্ব বিচার।

গৌরসুন্দর অন্য অবতারদের কথা না ব'লে কেবল কৃষ্ণ-কথা বল্লেন। 'ইহা দোলো কথা, কিংবা গৌরসুন্দরের শিক্ষা মাত্র'—এরূপ যাঁরা বলেন, তাঁরা শ্রীচৈতন্যদেবের কথা মোটেই বুঝ্‌তে পারেন নাই। সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণালোচনা ক'রলে বুঝ্‌তে পারা যা'বে যে, গৌরসুন্দর বেফাস কথা বলেন নাই। কৃষ্ণকথার দুর্ভিক্ষের জন্য এই সমুদয় অবিবেচনার কথা উপস্থিত হ'য়েছে। নিজেই ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য যে চেষ্টা করি, তা' যদি হরি-সেবার দিকে নিয়োজিত করি—হরি-সেবকের সেবায় নিযুক্ত করি, তা' হ'লে ইন্দ্রিয়-তর্পণের দুর্ভোগ হ'তে পরিত্রাণ লাভ করতে পারি। শ্রীরূপ এবং তাঁহার অনুগ জনগণের ইহাই বক্তব্য।

এই সমুদয় জানা হ'য়ে গেলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়া হ'তে পার্‌বে।

---

* রাম নৃসিংহাদি—পুরুষের (শ্রীহরির) অংশ বা কলা (অংশাংশ)। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

* নারায়ণ ও কৃষ্ণের স্বরূপ দ্বয়ের সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি শৃঙ্গার-রস বিচারে শ্রীকৃষ্ণ-রূপ রসের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। এই-রূপেই রসতত্ত্বের সংস্থান হয়।

যদি চিত্তবৃত্তি সাধু-গুরুর চরণে থাকে, তা' হ'লে আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের সেবাবৃত্তি বৃদ্ধি লাভ কর্‌বে। নতুবা ইন্দ্রিয় পরায়ণতা বৃদ্ধি হ'বে। যেমন কেউ বা প্রচারকের সজ্জায় সেজে জড়প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে নিযুক্ত হ'য়ে গেলেন। এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা করা কর্ত্তব্য নহে। নিরন্তর সাধু-গুরু-কার্ষ্ণগণের সেবা ক'র্‌লে সব সুবিধা হ'য়ে যাবে। তখন শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার বিশুদ্ধতা লাভ ক'র্‌বে—সমস্ত কথার মধ্যে প্রবেশ লাভ হ'বে—যা'র যেরূপ যোগ্যতাই থাকুক না কেন।

মনুষ্যজাতি কৃষ্ণেতর কথার যথেষ্ট আলোচনা ক'র্‌ছে। কিন্তু কৃষ্ণকথার ভীষণ দুর্ভিক্ষ। কৃষ্ণকথার নামে কৃষ্ণেতর কথা আবার জগতে পূতনার ন্যায় স্নেহস্তন্যদায়িনী মূর্ত্তিতে এসে পরমার্থ-জগতের শিশুগণকে বিনাশ ক'রছে। চৈতন্যদেব যাঁকে দয়া করেন, তাঁ'রই অকৈতব কৃষ্ণপ্রসঙ্গ-শ্রবণে রুচি হয়। নতুবা অচৈতন্য-কথা শ্রবণের মাদকতা যায় না। চৈতন্য-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য অধিকার আমাদের নাই। অন্য প্রকারে ভক্তি-বৃদ্ধির উপায় নাই। কৃষ্ণের কথা শোনা, কৃষ্ণের কথা বলা ছাড়া আর কোনও উপায় নাই। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং কৃষ্ণ হ'য়েও লোক-শিক্ষার জন্য কৃষ্ণকথা শুন্‌বার ও কৃষ্ণকথা বল্‌বার লীলা প্রদর্শন ক'রেছেন।

গয়া গিয়ে কৃষ্ণের কথা শুন্‌লেন। পরে কৃষ্ণের কীর্ত্তন আরম্ভ ক'রলেন। গয়া যাওয়ার পূর্ব্বে শ্রবণের পূর্ব্ব কর্ত্তব্য প্রদর্শন ক'রেছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তন সর্ব্বভাবে জয়যুক্ত হউন। "যদ্যপন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তিসংযোগেনৈব কর্ত্তব্যা।"

কৃষ্ণ অক্ষজ বস্তু ন'ন। তিনি অধোক্ষজ। বিষয়-কথার মধ্যে তাঁর অনু-সন্ধান পাওয়া যায় না। তা' হ'লে কি উপায়ে এগুলোর মধ্যে তাঁকে দেখ্‌তে পাওয়া যা'বে? নির্ম্মল অন্তঃকরণে শ্রবণ ক'রতে হবে। কৃষ্ণকথা শ্রবণ কর্ত্তব্য। একটুকু শোনা হ'লে কীর্ত্তন আরম্ভ হ'বে। কীর্ত্তন ছাড়া অন্য কর্ত্তব্য থাক্‌বে না। কেউ অন্য কথা শুনাতে আস্‌লে ত'কে মারতে যা'বে। চৈতন্যদেব পড়ুয়াদিগকে মার্‌তে গিয়েছিলেন—গোপীর কথা তা'রা বুঝ্‌তে না পারার জন্য। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে কৃষ্ণকথা বোঝা'বার জন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসী হ'লেন। তাঁ'রা বুঝ্‌তে পার্‌লেন না—এখন পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পারেন নাই, অন্য কার্য্যে ব্যস্ত হ'য়ে গেলেন।

আগে গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় ক'রতে হ'বে। নচেৎ গুরু হ'য়ে (?) শোনা হ'য়ে যা'বে—থিয়েটারের অভিনয় দেখা শোনার মতন। প্রথমে নিজে

লঘু হ'বে। ইহার নাম—আশ্রয়। ভণ্ডকে যদি 'গুরু' বলে স্থাপন করা যায়, তা' হ'লে অসুবিধা হ'বে। শিষ্যের দান-গ্রহণকারী চোরকে 'গুরু' কর্‌তে হ'বে না। তা' হ'লে 'গুরু' করা না হ'য়ে চাকর করা হ'য়ে যাবে। সর্ব্বস্ব গুরুপাদপদ্মে অর্পণ করতে হ'বে। আর যে গুরু (?) এক কপর্দ্দকও নিজের জন্য গ্রহণ কর্‌বেন, তিনি চোর হ'য়ে যাবেন। কৃষ্ণের দ্রব্য চুরি ক'রে নিলে আর গুরুপদবাচ্য হ'বেন না। যে-সকল গুরু (?) শিষ্যের (?) বিত্ত অপহরণ করেন, তা'রা লঘু। তা'দিগকে আশ্রয় করলে আরো লঘু হ'য়ে যেতে হবে প্রকৃত গুরু লাভ হ'লে তিনি (শ্রীগুরুদেব) হৃষীকের (ইন্দ্রিয়ের) দ্বারা কিরূপে হৃষীকেশের সেবা কর্‌ছেন লক্ষ্য কর্‌তে হ'বে, তা' হ'লে সুবিধা হ'বে। 'আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ।' কৃষ্ণচন্দ্র আশ্রয় মূর্ত্তি-বিগ্রহ হ'য়ে সৌভাগ্যবান্ জীবের নিকট উপস্থিত হন—ভাগ্যহীন জীবের নিকট উপস্থিত হন না।

বর্ত্তমানে আমাদের বিষয়ী আর যোষিৎ দর্শন হচ্ছে। গুরুপাদপদ্ম দর্শন না হ'লে কৃষ্ণসেবা হয় না। গুরুপাদপদ্ম-দর্শনের পরেও যদি আবার যোষিৎ দর্শন হয়, তা' হ'লে পতন হ'য়ে গেল। তখন দুর্ব্বুদ্ধি হয় যে, গুরু থেকেও বড় গুরু আছে। যদি কেহ বাস্তবিকই গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন, আর যদি গুরু-কৃষ্ণ-সেবা করেন, তা' হ'লে নিশ্চয়ই কৃষ্ণসেবা লাভ হ'বে—কৃষ্ণ-বিষয়ে দিব্যজ্ঞান—দীক্ষালাভ হ'বে।

কৃষ্ণেতর বিষয়ের জ্ঞান প্রদানের জন্য ভণ্ডগণ কতই না চেষ্টা ক'র্‌ছে! যে কার্য্য ক'র্‌লে বিষয়ী ও যোষিৎকে আর দেখ্‌তে হয় না, সেই কার্য্য ক'র্‌তে হ'বে। তখন কৃষ্ণযোষিৎকে পরমপূজ্যা গুরু-জ্ঞান ক'র্‌তে পারা যা'বে। তখন 'যোষিতের ভোক্তা'—এই দর্শন হ'তে নিরস্ত হওয়ায় ভগবানের সেবাবৃত্তি উদিত হয়। তখন কৃষ্ণের সম্যক্ দর্শন হয়; 'আমি যোষিৎপতি' —এরূপ বিচার হয় না। কৃষ্ণই একমাত্র যোষিৎপতি—এইরূপ দর্শন হয়। কেবল কৃষ্ণ-ভজনের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হয়। মানুষ তখন নিজেকে গুরুর পুত্র জ্ঞান করে; এ সকল পিতা-পুত্রের সহিত আর সম্বন্ধ থাকে না; তখন মঠবাস হয়। তখন শ্রীচৈতন্যদেব যা' ক'রেছেন, সেই কৃত্য ক'র্‌বার অভিলাষ হয়। সর্ব্বদা হরি-কীর্ত্তন হয়—তখন জীব প্রকৃত প্রস্তাবে 'তৃণাদপি সুনীচ' হন, নিন্দা কর্‌বার প্রবৃত্তি থাকে না।

শ্রবণ-কীর্ত্তন না হ'বার জন্য কৃষ্ণের দর্শন হ'চ্ছে না। আশ্রয় ত' ক'র্‌ব আমি। আমি আশ্রয় না ক'র্‌লে আর কি হ'বে? ভগবানের ইচ্ছাক্রমে সদ্‌গুরু লাভ হয়। ভগবানের দয়া পেলেই সব হ'বে। তাঁ'র দয়া না হ'লে

আমার শত চেষ্টাদ্বারাও কিছু হ'বে না। তাঁ'র দয়াই মূল জিনিষ। যদি হৃদয়ের মধ্যে নিষ্কপট আর্ত্তি থাকে, যদি তাঁ'কেই সত্য সত্য চাই, তা' হ'লে তা'র নিশ্চয়ই দয়া লাভ হয়। যতক্ষণ অন্য বুদ্ধি থাকে, ততক্ষণই জন্মৈশ্বর্য্যাদির অভিমানে সর্ব্বনাশ হয়। ভগবান্ কি বস্তু, যাঁ'রা আলোচনা ক'র্‌লেন না, তাঁ'রা ঐ সব অসার জিনিষের (জন্মৈশ্বর্য্যাদির) আলোচনায় সময় কাটিয়ে দিলেন। এই সব বিষয়ে বেশী আসক্ত হ'য়ে পড়্‌লে শ্রবণ হয় না। শ্রবণ না কর্‌লে বিষয়ভোগ ছাড়া জীব আর কি কর্‌বে?

অনাত্মবস্তুর সৃষ্টি আছে। আত্মবস্তুর সৃষ্টি নাই। আত্মবস্তুর সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হ'লে পুনরায় আমার স্বভাব প্রাপ্ত হ'ব। পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হ'বার অভিমান হ'বে না। বলদের বুদ্ধি নিয়ে অগ্রসর হ'তে হ'বে না। কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে জীবন নষ্ট কর্‌তে হ'বে না। F. R. S. D. C. L. হ'য়ে আধ্যক্ষিক হ'বার জন্য যত্ন হ'বে না।

আত্ম-পরীক্ষা না করার দরুণ—শ্যামাঘাসকে ধান গাছ বিবেচনা করার দরুণ দুর্গতি ঘট্‌লো। ব্রহ্মাণ্ডের সব সুবিধা পেয়ে গেলেই বা তা'তে কি হলো? তা'তে দুরাকাঙ্ক্ষা আরো বৃদ্ধি হ'লো বই ত' নয়। আবার পরে সে সব ছেড়ে দিয়ে নির্ব্বিশেষ চেষ্টা হ'বে। যোগভূমিকার প্রাপ্য পতঞ্জল ঋষির কৈবল্য পেয়েই বা কি লাভ? এ সব দুর্ব্বাসনা কালসর্পের মতন। কামড়ালেই পশুর ন্যায় করে ফেল্‌বে। এ গুলোর বিষ দাঁত না ভেঙ্গে এদের সঙ্গে বাস ক'র্‌লে মারা পড়্‌তে হয়।

বিষয়ী হ'বার চেষ্টায় অভিভূত হওয়ায় যে অমঙ্গল ঘটে, সেই সব অমঙ্গল-বাসনার মুখে ছাই দেবার সুবিধা হয়—যখন ভগবানের দাসেদের সঙ্গে দেখা হ'বার সুযোগ হয়। নারদ যেমন নিজের সুবিধা ক'রে নেওয়ার লীলা দেখিয়েছিলেন। নারদের অজ্ঞাত সুকৃতির উদয় হ'য়েছিল; সেই সুকৃতিবশে তিনি বুঝ্‌তে পেরেছিলেন যে, জাগতিক ব্যাপার আবশ্যক নয়,—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ *

(ভাঃ ১১।২।৪০)

---

* এবম্বিধ ব্রতশীল হইয়া প্রিয়তম শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তনাদি-নিবন্ধন অনুরাগযুক্ত এবং বিগলিত-চিত্ত পুরুষ লোকের হাস্যপ্রশংসাদিতে অবধান-শূন্য হইয়া উন্মোদতুল্য উচ্চহাস্য, রোদন, চীৎকার, গীত এবং নৃত্য-বিষয়ে রত হইয়া থাকেন।

পৃথিবীর লোক ইঁহাদিগকে নির্ব্বোধ, পাগল ব'লে বিচার করে। ভগবানে অনুরাগ হ'ল। ক্রিয়া কি দেখা গেল? হাঁস্‌ছেন—দেখ্‌ছেন জগৎ কি কর্‌ছে, অথবা তখন 'বিশ্বং পূর্ণ-সুখায়তে', তাই তিনি আনন্দে হাস্‌ছেন—সর্ব্বত্র কৃষ্ণময় দর্শন; আবার কাঁদছেন—জগতের লোক কত অশান্তিতে র'য়েছে! অন্য লোক কি বিবেচনা কর্‌ছে, তাঁ'র গ্রাহ্যের বিষয় হ'চ্ছে না।

মহাভাগবতের সঙ্গ-প্রভাবে অযাচিতভাবে যদি সেই জিনিষ লাভ হয়, তা' হ'লে শ্রবণের যোগ্যতা হয়। হঠাৎ এই সৌভাগ্য উদিত হ'তে পারে।

তৃতীয় প্রবাহ সম্পূর্ণম্

———